প্রবাদ সংগ্রহ

বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত

শ্রীকানাই লাল ঘোষাল

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

A COLLECTION
OF
BENGALI AND HINDI
PROVERBS

With annotations

BY KANAI LAL GHOSHAL.

PRINTED BY PITAMBAR BANDYOPADHYAYA,
AT THE ANGLO-SANSKRIT PRESS,
NO. 2 NOBABDE OSTAGAR'S LANE.
CALCUTTA.

Published by Kanai Lall Ghoshal
No. 14 Jugal Kishor Das's Lane. CALCUTTA.
1890.

মূল্য ৸৹ ডাকমাশুল ৴৹ *Price with Postage* 13 *Annas.*

All Rights Reserved,

বিজ্ঞাপন।

প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা ভাষায় প্রবাদ সংগ্রহের ইহা দ্বিতীয় উদ্যম। ইংরাজ জাতিকে ধন্য; তাঁহারা যাহাতে হাত দেন, তাহার চরম উৎকর্ষ না করিয়া ছাড়েন না। একশতাব্দী গত হয় নাই, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। ইহার মূল ইংরাজই; বাঙ্গালা গদ্যের বাল্যাবস্থায় বাঙ্গালা অভিধান তাঁহারাই প্রথম প্রণয়ন করেন। তাঁহারাই কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রবাদ সংগ্রহ করেন। আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করি না—নিজের দ্রব্যের আদর করি না বলিয়াই ত আমাদের এত কষ্ট। মার্শমান সাহেব কৃত proverbs এখন দুষ্প্রাপ্য। তাহা থাকিলে আমি আরও সাহায্য পাইতাম। আমি ক্রমাগত ৭।৮ বৎসর হইতে এই প্রবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। দীন মাতৃভাষার চরণ সেবা করিয়া এই রত্ন লাভ করায়, আমি মহা আনন্দিত হইয়াছি। এখন পাঠকবর্গ ইহা দৃষ্টে সুখী হইলেই, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার আদি গদ্য লেখক; তাঁহার প্রবোধ চন্দ্রিকা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজ পুস্তকে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। প্রবাদ গুলির সংস্কৃত নাম 'আভানক' লিখিয়াছেন। কালীভক্ত রামপ্রসাদ 'ডাকের কথা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—জ্ঞান নাকি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঁঙ্গারগুতি। কেহ কেহ 'প্রবচন' ও বলেন; আবার কেহ কেহ শুদ্ধ 'কথা'ই বলিয়া থাকেন যেমন ঐ যে 'কথায়' বলে "কপালেতে নাইকো ঘী। ঠক্ ঠকালে হবে কি॥" হিন্দীতে এগুলি 'দৃষ্টান্ত', 'পথানে' ইত্যাদি কথা দ্বারা অভিহিত হয়। সে যাহা হউক প্রবাদগুলি ভাষার

শোভার স্বরূপ। ইহা সংগৃহীত থাকিলে, ভাষার পুষ্টিও উন্নতি হয়। যত সংগৃহীত করিতে পারিলাম এই সংস্করণে প্রদত্ত হইল। পুস্তকের শুভাদৃষ্ট হইলে পুনঃ পুনঃ সংস্করণে আরও প্রবাদ যোজনা করা যাইবে। অধিকাংশ প্রবাদ আমি স্ত্রীলোক ও গ্রামবাসীর নিকট শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহারা কিভাবে তাহা ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেখিয়াই ভাবার্থও লিখিয়াছি; মধ্যে মধ্যে সমানভাবব্যঞ্জক (সমান্তরালবাক্য parallel lines এর অক্ষর গত অনুবাদ) ইংরাজি প্রবাদও দিয়াছি। গ্রন্থকারেরা যে সকল প্রবাদ নিজ পুস্তকে ব্যবহার করিয়াছেন, প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাদের নামও সেই পুস্তকের নাম দত্ত হইল। অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত অর্থের স্থানে (?) এই চিহ্ন এবং অশ্লীল অংশেরস্থানে()এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে প্রবাদের কোন অঙ্গহানি করি নাই, ঐ অংশের পরিবর্ত্তে অন্য অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। সহজ প্রবাদের কোথাও২ অর্থদেওয়া হয় নাই। বঙ্গভাষার ইহাতে কথঞ্চিৎ উপকার হইলে, গ্রন্থকার নিজ শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।

পরিশেষে পাঠক মহাশয়ের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন, যদি প্রবাদের অর্থে কোন ভ্রম হইয়া থাকে তাহা এবং প্ররিত্যক্ত প্রবাদের অর্থ গ্রন্থকারের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে, গ্রন্থকর্ত্তা অত্যন্ত বাধিত হইবেন। একশত প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিলে, প্রেরক একখানি প্রবাদ সংগ্রহ উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

১৪নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
কলিকাতা। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

বিনয়াবনত
শ্রীকানাইলাল ঘোষাল।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

ঈশং নত্বা ভগবতিপদে ইষ্টসিদ্ধৈ নমামি।
পূর্ণেচ্ছা মে ভবতু জননি গ্রন্থস্যাস্য প্রকাশে॥
ত্বং হি প্রাণাস্ত জীবসকলস্যায়ুর্দানে চ হেতুঃ।
আয়ুঃস্বাস্থ্যং বিদধতু সতী ত্বৎপ্রসাদাৎ ক্ষমোহস্মি॥

উৎসর্গ।

মা বঙ্গভাষা!

রক্ষকহীনা দেখিয়া তোমায় সকলে ঘৃণা ও আক্রমণ করে,
ইহা যদি আক্রমণ হয়,
তবে মা! ইহাকে সাগর জলে ডুবাইয়া দাও
ইহার নামগন্ধও যাহাতে না থাকে;
আর যদি তব পদারবিন্দের ভক্তি-উপহার হয়,
তবে শ্রীচরণে স্থান দানে সেবককে কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীচরণের সেবক
কানাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৩৪৬৯
শ্রেণী সং
কলিকাতা

হিন্দী বর্ণমালা।

স্বরবর্ণ।

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ
ए ऐ ओ औ अं अः
এ ঐ ও ঔ অং অঃ
ा ि ी ु ू ृ ॄ े ै ो ौ
া ি ী ু ূ ৃ ৄ ে ৈ ো ৌ ং ঃ

ব্যঞ্জনবর্ণ।

क ख ग घ ङ। च छ ज झ ञ।
ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ।
ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न।
ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন।
प फ ब भ म। य र ल व श
প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ
ष स ह क्ष त्र ज्ञ ड़ ढ़ य
ষ স হ ক্ষ ত্র জ্ঞ ড় ঢ় য় ং ঁ ঃ

হিন্দী বর্ণমালার উচ্চারণ।

বাঙ্গালায় বর্ণমালা গুলি ঈষৎ 'ও' সংযুক্ত করিয়া পড়িতে হয়, হিন্দীতে 'অ অ' সংযুক্ত করিয়া পড়িতে হয়; যেমন 'জীবন্ত' শব্দের 'ন্ত' যুক্ত অ। ङ ঙ বাঙ্গালায় উঁ অঁ, হিন্দীতে গঁ উচ্চারণ। ण ণ বাঙ্গালায় মূর্দ্ধন্য ণ, হিন্দীতে ড়ঁ উচ্চারণ। य য বাঙ্গালায় বর্গীয় 'জ'র ন্যায় উচ্চারণ, হিন্দীতে 'য়'র ন্যায়। व ব বাঙ্গালায় বর্গীয় 'ব'র ন্যায় উচ্চারণ, হিন্দীতে 'ওআ'র ন্যায় উচ্চারণ। তালব্য শ হিন্দীতে দুই প্রকার লিখিত হয়। হিন্দীতে সর্ব্ব সংযুক্ত অক্ষরই উপর নিচে ভাবে লিখিতে হয়, তবে যে গুলিতে কিছু নূতনত্ব আছে, সে গুলি নিয়ে লিখিত হইল।

क्थ क्त क्म क्य क्र क्व क्ष ख्य ग्ध ग्य च्छ च्य ज्ञ

ক্থ ক্ত ক্ম ক্য ক্র ক্ব ক্ষ খ্য গ্ধ গ্য চ্ছ চ্য জ্ঞ

ष्ट त्त त्थ त्प त्य त्र त्स द्ध द्म न्त न्द न्ध न्न प्त प्म प्य

ষ্ট ত্ত ত্থ ৎপ ত্য ত্র ৎস দ্ধ ধ্ম ন্ত ন্দ ন্ধ ন্ন প্ত প্ম প্য

म्प य्य र्क श्व श्र श्न श्च ष्क स्त स्न स्प

ম্প য্য র্ক শ্ব শ্র শ্ন শ্চ ষ্ক স্ত স্ন স্প ইত্যাদি

দাঁড়িযুক্ত অক্ষরের শরীরে মিশিয়া, দাঁড়িযুক্ত অক্ষর বসিয়া থাকে যেমন क्म ग्न न्थ स्न। যদি একটী দাঁড়িযুক্ত না হয়, তাহা হইলে উপর নিচে ভাবে মিলিত হইয়া লিখিত হয়; যেমন ङ्क द्व द्म द्ध; প্রতিনিয়ম श्व श्न त्थ ष्ट। ङ, ञ, ण, न, म এই পাঁচটীর স্থানে সময়ে সময়ে হিন্দীতে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের মস্তকে (ं) এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, ইহা আমাদের অনুস্বারের ন্যায়;

যেমন অঙ্ক=অংক, ঘণ্টা ঘংটা, মন্দ মংদ। মূর্দ্ধন্য ণ যুক্ত হইলে দুইটী দাঁড়ির মধ্যে একটী থাকিয়া যায় ; অর্থাৎ হিন্দী'র' র ন্যায় হয়।

র ফলা বর্ণে যুক্ত হইলে বাণের ন্যায় বর্ণের গায়ে বিঁধিয়া থাকে, এবং রেফ মাথায় উঠে যেমন গ্র স্র ইত্যাদি।

কথার শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে তাহা হিন্দীতে হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়, যেমন আমাদের বাঙ্গালায় জল, স্থল, কর, (হাত) কিরণ, পণ্ডিত, আভরণ, প্রদীপ ইত্যাদি উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় প্রভেদ আছে ; কোন কোন কথার শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ গুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, কোন গুলি হসন্ত। হসন্তের উদাহরণ উপরে দেওয়া গেল। অকারান্ত, যথা ভাল, মন্দ, ভূষিত, (হওয়া) জীবন্ত, গর্ব্ব, খর্ব্ব, অবরুদ্ধ, ক্রৌঞ্চ. অস্র. কার্ত্তিকেয়, জনৈক, ইত্যাদি। হিন্দীতে ইকার অল্প উচ্চারিত হয়। তাহাতে অকারের অংশ শ্রুত হয় 'পতি'কে পৎই বলে। আমাদের দেশে ইকার যেমন দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয়, সে প্রকার হিন্দীতে হয় না। নিম্নলিখিত প্রভেদ দেখিলে, সকলে বুঝিতে পারিবেন হিন্দীতে ইকার কি প্রকার উচ্চারিত হয়। সে কি ? নানাবিধ, দেবর্ষি, নিভৃত, কার্ত্তিক, দিন, পরাজিত ইত্যাদি। এ স্থানে 'কি' 'দি' দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয় ; বিধ, দেবর্ষি, কার্ত্তিক গুলি আমাদের ইকার উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারিত হয় ; নিভৃত, পরাজিত হিন্দী ইকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। এই প্রকার উকারেরও জানিতে হইবে। এই প্রকারে উচ্চারণ করিয়া হিন্দী দোহাচোপাই পড়িলে, মধুর শোনাইবে ; নতুবা বাঙ্গালার বিকৃতাবস্থা সেগুলিতে আসিয়া পড়িবে।

প্রবাদ সংগ্রহ।

অ

অকালকুষ্মাণ্ড। কুলের অহিতকরী। দুর্য্যোধন আদি শত ভাই গান্ধারীর দোষে কুষ্মাণ্ডরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ব্যাসের বরে তৈলেরক্ষিত হইলে, সেই কুষ্মাণ্ড দুর্যোধনাদিকে প্রসবকরে।

অকালে নোঙালেনাঁশ। আগেনা নোঙালে...অর্থদেখ
বাঁশকরেট্যাঁশ ট্যাঁশ ॥

অক্কা পাওয়া। 'অক্কা'র অর্থ মাতা; তাহাতে পঞ্চভূত অন্তার্গত পৃথিবীকে বুঝাইতেছে। মরণের পরে দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়।

অক্কেজে বৌ-ঝাড়ু কুটতে দড়। অসৎ লোক অন্যায় কাজেই মাতিয়া থাকে।

অঘটন ঘটায় বিধি। কপালে যাহা আছে, তাহাই হইয়া থাকে। ঈশ্বর মানুষের ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা, সময়ে সময়ে ঘটাইয়া থাকেন। ইন্দ্র, কল্প।

অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং নমুঞ্চতি। যার যে স্বভাব, তাহা কখন যায় না।

অজগরের দাতারাম। অজগরকা দাতা রাম। দীন দুঃখীর রক্ষক ঈশ্বর। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রবোধ চন্দ্রিকা।

অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসদেয়ো ন কস্যচিৎ। যাহার সঙ্গে কোন আলাপ পরিচয় নাই, তাহাকে ঘরে স্থান দেওয়া

উচিত নহে। হিন্দীকবি গিরিধর লিখিয়াছেন ; কহগিরিধর
কবিরায ঘরৈআবৈ অনুভেরী । বাতকহৈবনায জানিয়ো দুখী বৈরী ॥
অর্থাৎ ঘরে অপরিচত ব্যক্তি আসিয়া তোষামোদের
কথা বলিলে তাহাকে শত্রুতুল্য জানিবে।

অজ্ঞানের করলেজানেনা। } শৈশবাবস্থায় মাতাপিতা সন্তানের
অমানুসের করলে মানে না॥ } জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন, তাহা
সে জানিতে পারে না ; তাহা তাহার অজ্ঞানতার জন্য.
কিন্তু যে মনুষ্য অকৃতজ্ঞ, তাহার উপকার করিলে, সে
উপকারীর সন্মান করে না।

অতিথি সর্ব্বময় গুরু। অতিথির ভালকরিয়া সৎকার করা উচিত।

অতিদর্পে হতালঙ্কা অতিমানেচ কৌরবাঃ। } বেশী বাড়াবাড়ি
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং ॥ } কোন বিষয়েরই
ভাল নহে।

অতিবড়রূপসী না পান বর।
অতিবড় ঘরণী না পান ঘর॥ অর্থাৎ ভাগ্যই বলবান ; দেখ,
যে কন্যা অপূর্ব্ব রূপযৌবন সম্পন্না, তাহার ভাগ্যে সর্ব্বদা
উপযুক্ত বর প্রাপ্তি হয় না, এবং যিনি গৃহলক্ষ্মী, তিনি
ভাগ্যদোষে লক্ষ্মীছাড়ার করে সমর্পিতা হন।

অতিবাড় বেড়না ঝড়েতে উড়াবে। বড়গাছই ঝড়ে আগে
অতি নিনু হয়োনা ছাগলে মুড়াবে॥ ভাঙ্গে ; ছাগল ক্ষুদ্র
বৃক্ষ ও ঘাস আদি খাইয়া থাকে ; বেশী অহঙ্কার ও বেশী
নম্রতা কোনটাই ভালনয়।

অতিবুদ্ধির গলায় ( ) দড়ি। কোনকার্য্যের অত্যন্ত ভাল নয়
তাহাতে অনিষ্টই ঘটিয়াথাকে।

অতিবুদ্ধির হাভাত। অতিবুদ্ধি প্রকাশ করিতে যাইলে, অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

অতিলোভে তাঁতীনষ্ট। খাচ্ছিল তাঁতী...ইত্যাদি ইহার সঙ্কেত জ্ঞাপক প্রবাদ।

অতিসোদর হয়। টিকালে=গিলিলে, গলাধঃ করিলে। অসন্তুষ্ট
গালেতুলে দেয়। টিকুলেতো হয়॥ ব্যক্তির, যত্ন করিলেও তুষ্টি জন্মে না। ‘স্তাঙ্গা’ৎও ব্যবহৃত হয়।

অতৈলং সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং। সরিষার তৈল তৈল নয়, পুষ্পবাসিত বেলাচামেলীর তৈলই তৈল, সুতরাং পর্ব্বদিনে সর্ষপ তৈল মর্দ্দনে হানি নাই।

অভ্যাস কুক্কুর বতাস ভূকঁ। অন্যমনস্ক কুকুর বাতাস চলিলেই ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে; অর্থাৎ যাহার মন একবার কোন কারণে ভীত হইয়াছে সে সর্ব্বদা শসঙ্কিত ভাবে থাকে।

অদৃষ্টকরলা ভাজা বিচি কচ কচ করে। মন্দ ভাগ্য হইলে, সহস্র চেষ্টায়ও কপালে সুখ হয় না।

অধজল গগরি ছলকত জাত। যাহারা লঘুচিত্ত, তাহারা আপনার বিদ্যা প্রকাশ করিতেই তৎপর। Empty vessel sounds much. [illegible]।

অদ্যভক্ষ্যোধনুগুর্ণঃ। ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কাজ করা।

অধমেন ধনং প্রাপ্যতৃণবন্মন্যতে জগৎ। নীচ লোকের সামর্থ্য হইলে, সকলকে তুচ্ছ করে।

অনুকি কামড়ালে চুলকোয় গা। একটু তেল দে অমোর্ত্তের

মা। তেল আছে নেই পলা। কাল এসো দুপুর বেলা। এমুনি তেল দেব যেন গা বয়ে পড়ে। রাহুতো মুলোজোড়ের লোক ধন্য ধন্য করে॥ কৃপণের কথা জ্ঞাপক প্রবাদ।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। Too many cooks spoil the broth. সামান্য কার্য্য অল্প লোক দ্বারাই অনুষ্ঠিত করা উচিত। অনেকে এক কার্য্য সম্পাদনে একত্রিত হইলে, গোলযোগ এবং কার্য্য পণ্ড হইবারই সম্ভাবনা।

অনন্ত দেবের অনন্ত লীলা। যে ধড়িবাজ, তাহার অসাধ্য ছকু দাদার আঠার লীলা॥ কোন কাজ নাই। চতুর সবই করিতে পারে।

অনব্বেসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে। কোন বিষয়ে অভ্যাস না থাকিলে, তাহা বিরক্তিকর বোধ হয়। অনব্বেস=অনভ্যাস।

अन्तरकपटि मुखरसा मानमान न लेंय। যে অন্তরে খল, মুখে মিষ্ট दगावाज सब सि बुरा यारकोदगा न देय। অর্থাৎ 'বিষকুম্ভ পয়ো-आगेराह वतायके पाछे गीतादिय॥ মুখ', তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, সে তোমাকে বিপথে লইয়া গিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।

অন্ধকারে ঢীল ছোড়া বা মারা। অনিশ্চিত হইয়া কোন বিষয় সমর্থন করিতে, অনেকগুলি প্রমাণের অবতারণা করা।

অন্ধ জাগোরে কিবা রাত্রি কিম্বা দিন। যাহার কোন বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই; যে ভাল মন্দ কোন বিষয়েই কথা কহে না।

অন্ন বিনা চর্ম্ম দড়ি। অত্যন্ত দুরবস্থা বুঝাইতেছে।
তৈল বিনা গায়ে খড়ি॥

অপনীগলিমে কুত্তাশের। আপনার বশে পাইলে, লোকে প্রভুত্ব
[illegible]
করে। Every cock crows well on his own dunghill.

অপনী রামকো ভজী রিঝভজ বা খীঝ। ঈশ্বরকে যে প্রকারেই
খেত পড়ে বিয়াজামিহে উলটী পড়ে কিসীধ॥ প্রার্থনা কর তিনি
তাহা জানিতে পারিবেন, যেমন ক্ষেত্রে বীজ উল্টে বা সোজা যেমন পড়ুক গাছ হইবেই হইবে। বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্না পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ। ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘাঃ জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥ রঘুবংশ ১০ম সর্গ ও মহিম্নস্তব ৭ম শ্লোক দেখ এই ভাবই দৃষ্ট হইবে।

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা চাই। হঠাৎ কোন কাজকরা যুক্তি সিদ্ধ নয়; যেমন রোগ, তার তেমনি ব্যবস্থা চাই। Look before you leap (কিরন্ময়ী। রাজকৃষ্ণ রায়)

অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে। আবর...অর্থ দেখ।
ঢেঁকীকে বুঝাব কত নিত্যধান ভানে॥

অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্কর। যাহার চিত্ত চঞ্চল, তাহার অনুগ্রহেও বিশ্বাস নাই।

অভিমানী দুয়ো। যে সামান্য কথায় অভিমান করে,
নেটী পেটী সুয়ো॥ তাহাকে কেহ আদর করে না,
কিন্তু যে কথার বাধ্য হইয়া চলে, তাহারই আদর অধিক।

অভিমানে বালীর দন্ত যান গড়াগড়ি। ইহার পূর্ব্ব চরণটী "ঘোষ বোস মিত্র ইহারা কুলের অধিকারী"। পরের সুখে অভিমান করা ও দুঃখিত হওয়া।

অমৃতে অরুচিকার? ভালবস্তু সকলকেই ভাললাগে।

অরণ্যের ছরাত। অরণ্যের ন্যায় বৃহৎ শরীর; যে পরিশ্রম করিতে কাতর নহে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে উক্ত হয়।

অরণ্যে রোদন। যে স্থানে জন মানব নাই, সে স্থানে রোদন করিলে কি ফল? যে তোমার দুঃখে দুঃখীনয় তাহারে দুঃখ জানাইয়া লাভ নাই। এই প্রবাদটীর ব্যবহার অনুযায়িক অর্থ করিতে হয়।

অরাঁধুনির হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে। অনুপযুক্ত পাত্রে
না জানি রাঁধুনি মোরে কেমন করে রাঁদে॥ কোন দ্রব্য পড়িলে তাহার দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

অর্গুণ নেই বর্গুণ আছে। অনুপযুক্ত দ্রব্যের পরস্পর
শিঙ্গে নেই ডম্বুর আছে॥ সমাগম। ভাল না করিতে পারিয়া, অন্যায় কাজকরা। অ=বিষ্ণু=সত্ত্ব। ব=শিব=তম।

অলভ্য বাণিজ্যের কচ কচি সার। যে বাণিজ্যে লাভ নাই, তাহাতে বকাবকি মাত্রই সার, অর্থাৎ যাহাতে কোন লাভ নাই সে কার্য্যে হাত দিলে কষ্টই হয়।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া অন্যায় রূপে লোকসমাজে প্রকাশ করা।

আঁসমুণ সইতে নারি। যে স্থানে অন্যায় কার্য্যের জন্য
শিকেয় বসে () ঝুলে মরি॥ উপদেশ দিবার যো নাই, সে স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয় (উভয় সঙ্কট প্রহসন)

অস্থিচর্ম্ম সার হওয়া। অত্যন্ত কৃশ হওয়া।

অহঙ্কারে ধরা খানা সরা দেখা। অহঙ্কারে দিক্ বিদিক জ্ঞান শূন্য হওয়া।

অহির অসমীল বহরী কীছাহী। অহির অর্থাৎ গোয়ালার মিত্রতা

ছিন একআপন ঘরীএকনারী ॥ মেষের ছায়ার, ন্যায় এই আছে এই নাই, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য নহে। ডাকাত বিশ্বনাথ বাবু ও ফাঁসি কাটে উঠিবার সময় তাই বলিয়াছিল।

অহির গড়ড়িয়া পাসী। তিনো সত্যানাসী ॥ গোয়ালা, মেষপালক. এবং শূকর পালক, তিন জাতিই সর্ব্বনাশের মুল।

অহিরনকী সাথগড়রিয়ামাতে। ভেঢন খাত সিয়ার ॥ অনুপযুক্ত সঙ্গ হইলে একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আ

আকন্দে যদি মধুপাই। তবে কেন পর্ব্বতে যাই ॥ যদি অল্প আয়াসে কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে গোলযোগে যাইয়া কাজ কি। মৃত্যুঞ্জয় প্রবোধ চন্দ্রিকা।

আকাশে খুঁটি দেওয়া। অসম্ভব কার্য্যের কল্পনাকরা।

আকাশ থেকে পড়া। অনভিজ্ঞতার ভাণ করা।

আকাশ হাতে পাওয়া। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির উপক্রম হওয়া। হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে। চল বাছা বর্দ্ধমানে বিদ্যালাভ হবে ॥ পাইল আকাশ বাণীতে হাতে আকাশ। ...॥ ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর।

আগুন লেগে যাওয়া। সুখ নষ্ট হয়ে যাওয়া। দৈনিক।

আগে জামাই খায়না। শেষে ভোঁতা টাও পায় না ॥ কেহ কিছু যাচিয়া দিতে গেলে, যদি না লওয়া হয়, তাহালে শেষে দুঃখ করিতে হয়।

আগে বেঙ্গে পরে দাঁস্তে মধ্যে মধ্যে কুটনি। বৈষ্ণবীদের নিন্দা।

সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাজ্য অবশেষে বোষ্ণবী ॥ জ্ঞাপক প্রবাদ।

আগীজান। পীক্তিমান ॥ শুদ্রের সহিত আচরণ।

আঙ্গুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া। বৃহৎ কার্য্য অল্প আয়াসে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা পাওয়া।

আগে আগে যায় কালুয়া পিছুন পানে চায়। চিত্তের সন্দিগ্ধতা ধনঘড়ালয়ে পাছে পার্ব্বতী পলায় ॥ জ্ঞাপক প্রবাদ। কবিকঙ্কণ।

আগে দেও কড়ি। টাকা না হইলে, আবশ্যকীয় বস্তু পাওয়া যায় তবে দিব বড়ি ॥ না; আর লোকেও সহসা বিশ্বাস করে না।

আগনাংলা যে দিক যায়। যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা করিবে, পেছু নাংগলা সেই দিকে ধায় ॥ সেই প্রকার পশ্চাৎদ্ববর্ত্তী লোকেরা, তাঁহাদের দেখিয়া শিখিবে। দৈনিক।

নাংলা যায়
আগ্ ~~নেমলা~~ যেমন ~~করে~~। (ঐ) বড়র আচরণ দেখিয়াই ছোট
নাংলা যায় ॥
পাছ ~~নেমলা~~ তেমনে ~~শেখে~~ ॥ শিক্ষা করিয়া থাকে।

আগে না নোয়ালে বাঁশ। শৈশবাবস্থাতে সভাবের সংস্কার পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ ॥ না হইলে, পরিণত বয়সে তাহার সংস্কার হওয়া দুস্কর।

আগে হলাম আমি তার পর হল মা। অসম্বন্ধ প্রলাপ। হাসতে হাসতে দাদা হল বাবা হল না ॥

আচারে লক্ষ্মি বিচারে পণ্ডিত। যে শুদ্ধাচারে থাকে সেই লক্ষ্মীবান: যে সুবিচার করে সেই পণ্ডিত।

আছে গরু না বয় হাল। বল এবং অয়োজন থাকিতে, যে তার দুঃখ সর্ব্বকাল ॥ উপার্জ্জনের উপায় দেখে না, সে সর্ব্বদা দুঃখ পায়। দৈনিক

আছে কাজ ' কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করিলে, অবিলম্বে
ত সকালে সাজ॥ তাহার আয়োজন করা উচিত।

আজকের খেয়ে নেড়া নাচে। নিশ্চিন্ত ব্যক্তি; যে কল্য কি
কালকের গোবিন্দ আছে॥ ভক্ষণ করিব তাহা ভাবে না।

আজু গোসাইঁ। খেপা; পাগল। ইঁহার প্রকৃত নাম অযোধ্যানাথ গোস্বামী। ইনি কালীভক্ত রামপ্রসাদের গানের পাল্‌টা গান বাঁধিতেন।

আজ মরে লক্ষ্মণ ছমাসের পথ। দুঃসাধ্য ব্যাধি হইলে, শীঘ্র তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা উচিত; বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত আনিতে গিয়া, অসময়ে সূর্য্যদেবের উদয়ে এই বলিয়া খেদোক্তি করেন।

আট আনার কলার বয়ে, দুটাকার মুটে হয়রাণ॥ অল্প লাভ করিতে গিয়া বেশী লোক্‌সান করা।

আটে পিটে দড়। কার্য্যে দক্ষ না হইলে শক্ত কাজে হাত
ঘোড়ার উপর চড়॥ দেওয়া উচিত নয়। রামতারণ কবি নবনাটক।

আঠারমাসে বৎসর। অলস প্রকৃতির ব্যক্তি।

আড়ে হাতে লাগা। প্রাণ পণ চেষ্টা করা। যুদ্ধ সময়ে তরবারি ধরার সহিত এই প্রবাদের সম্বন্ধ অনুমিত হয়।

আতুরে নিয়মোনাস্তি। রোগী ব্যক্তি, নিত্যকৃত্যাদি ধর্ম্মনিয়ম পালন না করিলে হানি নাই।

আদ্দি কইলে দেবতা তুষ্ট। পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, দেবতা
আদ্দিকইলে মানুষরুষ্ট॥ তুষ্ট হন কিন্তু মানুষ তুষ্ট হয় না;

তাহার কারণ—যে নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ক্ষমতাবান হইয়াছে, তাহার আদি বিবরণ প্রকাশ করিলে, তাহার ব্যথিত হইবারই সম্ভাবনা।

আদা জলে লেগে যাওয়া। কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে খুব পরিশ্রম করা।

আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরে কাজ কি। যে কোন বিশেষ কাজের উপযুক্ত নহে বা করিতে অশক্ত, তাহার তাহাতে হাত দেওয়া বিড়ম্বনা।

আদেখলা মড়িপোড়া। মহাব্রাহ্মণের ন্যায় লোভী।

আঁধারের বাতি। আনন্দজনক বস্তু। "আমার খুল্লনা কন্যা আঁধারের রাতি"। (কবিকঙ্কণ)।

আনিলাম মুলা। পেটের () হলো শূলা॥ ভাল ভাবিয়া কাজ করিতে গিয়া মন্দ হওয়া। মৃত্যুঞ্জয়, প্রবোধ।

আন সতিনে নাড়েচাড়ে। বুন সতিনে পুড়িয়ে মারে॥ সপত্নী বিষয়ক প্রবাদ। ভগিনী সতিন হইলে,বড় কষ্টভোগ করিতে হয়. স্বজনের কটূক্তিতে মনে বড় ব্যথা লাগে। উ,স,

আপন বুদ্ধে ফকির হওয়া ভাল। পরবুদ্ধে রাজা কিছু নয়॥ নিজ বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া, কাজ করা উচিত।

আপন রুচি খাওয়া, পর রুচি পরা। নিজ রুচি দেখ।

আপনার কোটে পাই। ত চিঁড়ে কুটে খাই॥ নিজ বশে থাকিলে, লোকে ইচ্ছানুযায়িক কাজ করে।

আপনার চর্খায় তেল দেওয়া। নিজের কার্য্যে মনোযোগী হওয়া। Oil your own machine.

আপনার চোখে স্বর্ণ বর্ষে দাদার চোখে রুপো। নিজে

তার পর যত দেখ ফাঁকা আর ফুঁকো॥ কোন কাজ করিলে তাহা ভাল ও মনোমত হইয়া থাকে, কিন্তু অপরে করিলে, মনোমত হয় না।

আপনার ছাগল লেজের দিকে কাটি। লোকে নিজ দ্রব্য, ভাল মন্দ দুই ব্যবহারেই আনিতে পারে।

আপনার ছেলেটী খায় এতটী নাচে যেন নেটোটী।
পরের ছেলেটা খায় এতটা নাচে যেন বাঁদরটা। সকলেই নিজের দ্রব্যের অধিক আদর করিয়া থাকে। টী=সম্মান ও আদর; টা=অনাদর জ্ঞাপক প্রত্যয়।

আপনার ঢাকা থাক্। পরের বিকিয়ে যাক্॥ স্বার্থপর ব্যক্তির কথা; সে পরের অনিষ্ট চিন্তাই করিয়া থাকে। (উ-স)

আপনার দিকে চায় না কালি। পরকে বলে চাল্‌দা গালি॥ আপনার দোষ না দেখিয়া, পরকে নিন্দা করা। (দৈনিক)

আপনার ধন পরকে দিয়ে। দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে॥ নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য পরহস্তগত হইলে, কার্য্য সময়ে তদভাবে কষ্ট পাইতে হয়।

আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা। নিজের অপকার নিজেই করা।

আপনার বুদ্ধি ছিল ভাল পর বুদ্ধিতে পাগল।
বাঁচাতে গিয়ে হাঁসের ডিম গলায় পড়লো ছাগল॥ নিজের বুদ্ধি অনুযায়িক, পরিমিত ব্যয় করা উচিত। পরের উপদেশে অযথা ব্যয় করিতে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

আপনার বেড়াল পত্তি পায় না। নিজের লোকের প্রতি অনা-
পরের ওড়ে ক্ষীর।
দর। নিজের ঘোন...অর্থ দেখ। পত্তি=পথ্যি=পথ্য।

আপনার নয় ঠাকুর পরে করবে কি। যে নিজের স্বার্থ বোঝে না, তাহাকে উপদেশ দিয়া লাভ নাই।

আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা। পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা। স্বার্থপর ও ক্রূরব্যক্তির কথা।

আপনার মান আপনার কাছে। অপমানিত হইবার কাজ না করিলে, কেহ অপমান করিতে পারে না।

আপনার মা রাঁধুনি বার মাস সুখ। 'মাতা'ই সন্তানকে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিয়া থাকেন।

আপনার সময় আঁটাআঁটী। পরের বেলায় দাঁত কপাটী॥ স্বার্থপর ব্যক্তির কথা; যে নিজের কার্য্য উদ্ধার করিয়া, পরের উপকার করে না।

আপনি খেতে ভাত পায় না শঙ্করারে ডাকে।

আপনি থাকতে জায়গা পায় না শঙ্করারে ডাকে। আপনার সমস্থান না করিয়া, পরের সাহায্য করায় দুঃখই হয়। (দৈ)

আপনি বুড় ভাল। তাই লোককে বলে কাল॥ নিজের দোষ
4 [illegible]
না দেখিয়া, পর ছিদ্রান্বেষণ করা ভাল নহে।

আপনি রৈলেন ডরপানিতে। পোলারে পাঠালেন চর॥ অজ্ঞ ব্যক্তিকে বৃহৎ কাজ করিতে বলা উচিত নহে। পোলা =পুত্র; ডরপানি=দরপানি=জলের ভিতর (ফা)

আপনি বাঁচলে বাপের নাম। নিজের শরীররক্ষাই, মানুষের প্রথম লক্ষ্য। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং"। (দীন-ন-ত)

আপ্ত ছিদ্র ন জানাতি পর ছিদ্র পদে পদে। লোকে নিজ দোষ না দেখিয়া, পরের দোষই দেখিয়া থাকে।

আপ্ত রেখে ধর্ম্ম। তবে পিতৃলোকের কর্ম্ম॥ শরীর সুস্থ না

থাকিলে, কোন ধর্ম্ম কাজই হয় না। আপনি বাঁ... দেখ।

আপ মলা মী জগন মলা। সাধুর, কাহার সহিত বিবাদ নাই। ‘উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং’।

আবর কে বুঝাব কত বোঝ নাহি মানে। ঢেঁকীকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥ সহস্র চেষ্টা করিলেও, মূর্খকে কোন বিষয় বুঝান যাইতে পারে না।

আবর তাঁতী গোবর খায়। স্ত্রীর বোলে মর্‌তে যায়॥ মূর্খের অসাধ্য কিছুই নাই; সে নিজের প্রাণও নাশ করিতে পারে।

আমার বুদ্ধি শোন। ঘর দোর ভেঙ্গে নোটেশাক বোনো॥ কুচক্রীর গুণ জ্ঞাপক প্রবাদ; সে শুদ্ধ, পরের অপকার করিতেই উপদেশ দেয়।

আমার ভাই রাবণ রাজা আমি শূর্পনখা। গুণ নাই আত্ম-ধরা মাঝে এমন জোড়া পারিস যদি দেখা॥ শ্লাঘা করা। (দৈ)

আমি কি তেম্‌নি চাঁপা রাই। যমের হাতে খুর্প দিয়ে হুস্বঘাস ছোলাই॥ ◦ স্ত্রীলোকের নির্বন্ধাতিশয় ও উগ্রচণ্ডতা জ্ঞাপক প্রবাদ।

আর মাগীর আর চিন্তে। হুয়ো মাগীর পতি () চিন্তে॥ সকলেই নিজের স্বার্থান্বেষণ করিয়া থাকে!

আর যত দেখ' সব কার্য্যের কারণে। জননী সমান কেহ নাহি ত্রিভুবনে॥ ‘মা’র তুল্য, সন্তানের প্রতি স্নেহকারিণী, সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

আরসীর মুখ পড়সীর মুখ। যেমন দেখাবে তেমনি দেখ॥

লোকের সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, সেও তোমার সহিত তদ্বৎ করিবে। Do to others, as you would they should do unto you. (Bible)।

আলালের ঘরের দুলাল। সবে ঘরের নীলমণি; সুতরাং অত্যন্ত আদরের বস্তু।

আলোচাল দেখলে, ভেড়ার মুখ চুলকোয়। লোভের বস্তু দেখিলে, লোভী লুব্ধ হয়। যেমন চোর ধন দেখিলে।

আল্কতার কুটী। গুণহীন বস্তু।

আশায় মরে চাষা। আশাতেই, সংসার চলিতেছে।

আশা বৈতরণী নদী। আশার শেষ নাই। বৈতরণী নরকের নদী; তাহার পর পারে পাপী যাইতে অক্ষম।

আশা পরম দুঃখ। নিরাশা পরম সুখ॥ আশার শেষ নাই, সুতরাং যে অল্পে সন্তুষ্ট, সেই সুখী। "ন জাতুকামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" মনু২'৯৪ (পু প্র দে)

আশার অর্দ্ধেক ফল। মনস্কামনার সম্পূর্ণ পূর্ণ না হওয়া।

আশীর্ব্বাদে চিঁড়ে ভেজেনা। শুষ্ক কথায় কাজ হয়না, তৎসঙ্গে উদ্যমও চাই।

আশাভঙ্গ দুঃখ মরণ সমান। (দৈনিক)

আশ্বিন মাসে রোগা পাঁঠার কড়ি। গরজের সময় লোকে, অপদার্থ বস্তুও অধিক মূল্যে কিনিয়া থাকে। সময় গুণে ...অর্থ দেখ।

আষাঢ়ে না হ'ল সুত হা সুত জো সুত।
ষোলতে না হ'ল পুত হা পুত জো পুত॥ উপযুক্ত সময়ে কোন

বিষয়ের ফল না ফলিলে, পরে হইবার আশা অতি অল্প থাকে।

আষাঢ় মাসের বেলা, বৎসরের অন্য সময়াপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী, সুতরাং এই মাসে অন্য সময়াপেক্ষা কার্য্যের ভাগ বেশী হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে বস্ত্রের উন্নতি হওয়াতে, অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সুত কাটিয়া জীবন ধারণ করিত। "আষাঢ়ান্ত বেলা" একটী প্রচলিত কথা। 'ষোলতে"=স্ত্রীলোকের ষোল বৎসর বয়সে।

আসর ঘরে মশাল নাই। ঢেঁকুশেলে চাঁদোয়া॥ বিশৃঙ্খলতা জ্ঞাপক প্রবাদ। [illegible]

আস্কে খেয়েছো। ফোঁড় গোনোনি॥ পরিণাম চিন্তা না করিয়া, কোন কার্য্যের আরম্ভে তাহা সহজসাধ্য মনে করা।

আঁস্তাকুড়ের পাতা সর্গে যায় না। নীচ মনা ব্যক্তি দ্বারা, মহৎ কার্য্য কখন সম্পাদিত হয় না।

ই

ইট্‌টী পড়লে পাট্‌কেলটী পড়ে।

ইট্‌টী মারলে পাট্‌কেলটী খেতে হয়॥ যাহার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিবে, সেও তদ্বৎ তোমার সহিত করিবে। (মন্দ আচরণে ব্যবহৃত)। Tit for tat,

ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট। দুই দিক নষ্ট করা।

ইল্লত যায় ধুলে। স্বভাব যায় মলে॥ স্থান ধৌত করিলে অপরিষ্কার যায় (দূর হয়); এবং স্বভাব মৃত্যু হইলে দূর হয়। 'ইল্লত' (ফা)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

উচিত বলিতে গেলে বন্ধু বিগাড় হয়। শ্রুতি কঠোর উপদেশ, সময়ে সময়ে বন্ধুর সহিত কলহের কারণ হয়।

উঁচু নজর তাজে ভারি। লোকের কথা তুচ্ছ করি॥ দাম্ভিক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তির স্বভাব। তাজ=মস্তক (ফা); তাজে ভারি=অহঙ্কারে পূর্ণ।

উচোটে পড়ে প্রাণ। হঠাৎ কোন বিপদ্।

উচ্ছের কচি, পটলের বিচি। ছাগের ছা, মাছের মা॥ এই সকল খাদ্য বেশ মুখরোচক। "সাগেরছা" ওবলে=কচি সাগ। ছাগের ছা=কচি পাঁঠা; মাছের মা=পাকা বড় মাছ।

ঊঁচী দুকান ফীকি পকান। অন্তঃসার রহিত; যাহার বাহিরেই ভড়ং। ঊঁচী=জাঁকজমকে, ফিকিপকান=স্বাদরহিত মিষ্টান্ন।

উঠন্তি মূল পত্তনে চেনা যায়। যাহার উন্নতি হইবে, তাহার চিহ্ন পূর্ব্বাহ্নেই প্রকাশ পায়।

উঠে পড়ে লাগা। কায়মনে কার্য্য সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করা।

উঠলে ঢেঁকী বস্‌লে পাট। সাত পাথর আমানি যত পার ভাত॥ যাহাকে অযথা পরিশ্রম করিতে হয়; যে কখন কর্ম্ম হইতে অবসর পায় না। পাট=পাটের দড়ি কাটা।

উড়ে এসে জুড়ে বসা। কোন স্থানে, অন্যায়রূপে অধিকার করা।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ। গাছে ফুল শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। হাটে কলা নৈবিদ্যায় নমঃ॥ অনাদর করিয়া কোন কাজ করা।

উড়ো পাখীকে পোষ মানান সহজ নয়। অস্থিরমতি কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে না। (দৈ)

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে। এক জনের দোষ, অন্যের উপরে আরোপিত করা।

ऊपर रङ्गा चौंगा भीतर भारी भडार।

উপরে চাকন চিকন ভীতরে ফোঁপরা। দুইটীর অর্থ এক; অন্তঃসার শূন্য; যেমন গিল্টীর গহনা।

উপরোধে ঢেঁকী গেলা। লোকের নির্বন্ধাতিশয় রক্ষা করা।

উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করিতে নাই। উপস্থিত অর্থাৎ হস্তগত কোন দ্রব্যেরই অনাদর করা উচিত নহে।

উপস্থিত ত্যাগ করো না। অনুপস্থিত কল্পনা করো না ॥ ঐ অর্থ। ধ্রুবাণি যো পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে। ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি ॥ (দৈ)

উপোস করলে যাবে দিন। ধার করলে হবে ঋণ ॥ অঋণী ব্যক্তিই সুখী।

উন ভাতে দুনো বল। বিস্তর ভাতে রসাতল ॥ পরিমিত অথচ অল্প আহার করিলে, শীঘ্র পরিপাক হয়; সুতরাং স্ফূর্ত্তির সহিত দেহে বল হয়; কিন্তু পেটুকের ন্যায় আহার করিলে, নড়ন চড়ন বিহীন হইয়া কষ্টে পড়িয়া থাকিতে হয়।

উভে নেই ক্ষেরে আছে। দুষ্ট ব্যক্তির কথা; যে ইষ্ট না করিয়া, অনিষ্ট করিবারই চেষ্টায় থাকে।

उलटे चोर कोतवाली डाँटे।

উল্টে চোরা মশান গায়। এই দুইটীর এক অর্থ। নিজের দোষ ক্ষালনার্থে অন্যকে দুষ্য করা। নিজে চোর, কোটালকে বলিতেছে তুমি চোর।

পুরাকালে চোরকে মশানে লইয়া যাইবার সময়, বড় বড় চৌমাথায় চোরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া, শাস্তির উল্লেখ করা হইত; এই নিমিত্ত 'গাওয়া' ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে। গৈ=গাওয়া=বলা, কীর্ত্তন করা। (বসন্ত সেনা বা মৃচ্ছকটিক দেখ)

উস্‌খো মাটীতে বেড়াল হাগে। শক্ত মাটীর কাছে যায় না॥ নিরীহ ব্যক্তিকেই সকলে কষ্ট দেয়। "সবৈ সহায়ক সবলকে কোউ ন নিবল সহায়। পবন জগাবত আগকো দীপহিঁ দেত বুঝায়॥ সকলেই বলবানের সহায়; নির্ব্বলের কেহ সাহায্যকারী নাই; বায়ুতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু প্রদীপ নিবিয়া যায়।

এ

এক কলসী জল তুলে কাঁকালে দিলে হাত।
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্‌দিনীর ভাত॥ অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি সকলেরই নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। মহাদেবের প্রতি কুচুনিদের উক্তি। (শিবায়ণ দেখ)

এক কান কাটা সহরের বার দে'যায়।
দুই কান কাটা সহরের ভিতর দে'যায়॥ যাহার অল্পমাত্র লজ্জা আছে, সে দুষ্কর্ম্ম করিতে ভীত হয়; কিন্তু যে নির্লজ্জ সে তাহাতে ভীত হয় না।

এক খুরে মাথা মুড়ান। সমান স্বভাব চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি।

এক ঘ্'টকো বিয়াবন। এক খুরে অর্থ (মন্দ বিষয়ে উক্ত)

এক গঙ্গা=অনেক পরিমাণ বোধক; এক রাশি।

এক গাছের ছাল অন্যতে জোড়া লাগে না। স্বভাবের বিভিন্নতা হইলে, প্রায়ই পরস্পরে সদ্ভাব জন্মে না।

এক গাঁয়ে ঢেঁকী। অন্য গাঁয়ে মাথা ব্যথা ॥ বিনা কারণে কষ্ট পাওয়া। 'গাঁয়ে' র স্থানে 'দেশেও' ব্যবহৃত হয়।

এক চির পান দুই চির হল। সোনার সিংহানে ভাগ বসিল ॥ স্ত্রীলোকের সপত্নী হওয়া ; ইহা বড় অসহনীয় হয়।

এক চোখো পানাকরা। পক্ষপাত করা।

এক ছেলে তার ফুলের সজ্জে। পাঁচ ছেলে তার কাঁটার সজ্জে ॥ এক পুত্র থাকিলে, মাতা পিতার যত্ন করিয়া থাকে ; অনেক গুলি থাকিলে, আড়াআড়িতে, তাঁহাদের প্রতি যত্নের ত্রুটি হইয়া থাকে। ('সাঝার মা গঙ্গা পায় না' দেখ)।

একটী হাতী একটী ঘোড়া। থৈ থৈ করে গাছের গোড়া ॥ স্থান অপরিষ্কার করিয়া রাখা।

একটা কথা মনে পড়লো আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরুণকে নিয়ে গেছে নাচাতে নাচাতে। নির্ব্বোধ স্ত্রী-
হেগা তোমাদের কোন কুটুম্ব আছে জলেতে ॥ লোকের কথা।

কোন পুরস্ত্রী বহুকে লইয়া স্নান করিতে গমন করেন। স্নান করিবার সময়, তাঁহাকে কুমীরে টানিয়া লইয়া যায়। বহু বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে এই দুর্ঘটনা জানাইতে বিস্মৃত হন ; কিন্তু ভোজনান্তে আচমন করিবার সময়, তাঁহার সেই ঘটনা স্মরণ হওয়ায়, স্বামীর নিকট উক্তরূপে প্রকাশ করিলেন।

এক ঠোকরে মাছ বেঁধে না, সেইবা কেমন বঁড়শী।
এক ডাকেতে শাড়া দেয় না সেই বা কেমন পড়্শী। উক্ত
মিনি তুফানে লা ডুবোয় সেই বা কেমন নেয়ে। দ্রব্য ও
কথা পড়্লে বুঝতে পারে না সেই বা কেমন মেয়ে ॥ ব্যক্তি
ত্রয়ের দোষ প্রকাশক প্রবাদ। মিনি=সামান্য। (চক্ষুদান)

এক নদী বিশ ক্রোশ। একটা বিষয়ের ভরসা, কিন্তু তাহাও সুদূর পরাহত।

এক পন্থ দো কাজ। এক উপায়ে, দুই কাজ সিদ্ধ করা। To kill two birds with one stone. [কই।

এক পাগলে রক্ষে নাই। সাত পাগলের মেলা॥ কষ্টের উপর

এক পুতের আশ। আর নদী কুলে বাস॥ এক পুত্রের আশা করা বৃথা; কিন্তু ইহা মনের ভ্রান্তি। ঈশ্বর ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান্ ও দীর্ঘজীবী করিলে, এক পুত্রই সুখের বস্তু; কিন্তু এ প্রকার, পুণ্যবানেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। 'বরমেকঃ গুণী পুত্রঃ ন চ মূর্খ শতৈরপি' ইতি চাণক্য।

এক ভস্ম আর ছার। দোষ গুণ কব কার॥ সমান স্বভাব গুণযুক্ত দ্রব্যের মধ্যে, কোনটাই অন্যটার অপেক্ষা ভাল নহে। (নীলদর্পণ)

এক মুরগী কবার জবাই। কষ্টের উপর কষ্ট দেওয়া অনুচিত।

এক বরের স্ত্রী হেলা দোলা। দোজ বরের স্ত্রী গলার মালা॥ 'হেলাদোলা'=যে আদর অনাদর দুই ভোগ করে। 'গলার মালা=আদরের বস্তু।

এক রজপুত তের হাঁড়ী। কেউ খায়না কার বাড়ী॥ পশ্চিমে প্রায় সকলেই স্বপাক করিয়া খায়; অন্যের গৃহে অন্ন ভোজন করে না। ব্রাহ্মণ, অপরিচিত ব্রাহ্মণের গৃহে পাকা রান্না (লুচি)ও ভোজন করেন না। বাঙ্গলা দেশে শেষ পদ্ধতির তাদৃশ কড়াকড়ি নাই।

এক লাঠিতে সাত সাপ মারা। এক উপায়ে, অনেকগুলি কার্য্য সিদ্ধ করা। একপন্থ...অর্থ দেখ।

এক সূর্য্যীতে ধান শুখিয়ে খাওয়া। এক দেশবাসী।

এক হাত লওয়া। বিদ্রুপ করিয়া দোষ কীর্ত্তন করা।

এক হেনশেলে তিন রাঁধুনী। পুড়ে মর্‌লো তার ফেনগালুনী॥ কোন কার্য্যের অংশ বিশেষে বিস্তর লোক একত্রিত হইলে, কার্য্য তো ভাল হয় না; অপিচ একটী না একটী অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

একাই এক শ। সাহসী; যে বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সক্ষম।

একা না বোকা। বৃহৎ কার্য্য, নিজ বুদ্ধিতে প্রায় সুসম্পন্ন হয় না; বহুদর্শীর পরামর্শ লওয়া উচিত।

একুশ কোড়া গুণে খান। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান॥ শত২ লাঠী...অর্থ দেখ

একে পায় আরে চায়। দুহাতে মাদোল বাজায়॥ লোকে মনোমত দ্রব্য পাইতে অভিলাষ করে; তাহা পাইলে মহা আনন্দিত হয়। হুজুকপ্রিয় হুজুক পাইলে আনন্দিত হয়।

একে বাপ তায় বয়সে বড়।

একে বেড়াল কাল। পাঁচ গড়াগড়ি দিয়ে রূপ বেরিয়ে প'লো॥ স্বাভাবিক কুরূপ ব্যক্তি, অপরিস্কার থাকিলে, আরও কুরূপ দৃষ্ট হয়।

একে মোনসা তায় ধুনোর ধোঁ। ক্রোধী ব্যক্তিকে, ক্রোধোত্তেজক কথা বলিয়া রাগাইতে নাই।

একে রুনু ঝুনু, দুয়ে পাঠ। তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট॥ দুই মনোযোগী বালক, একত্রে পাঠ করিলে পাঠ ভাল হয়;

অন্তর্দ্ধে গণ্ডগোল হইয়া থাকে। (অধিক সন্ন্যাসী...অর্থ দেখ)

এক্কে জম্‌রা কা সন্যাসী হৈ। হক্ক হুঁচ ...অর্থ

এখন না জান্‌লে জানবে পরে। গাঁতিজাল দিয়ে কাঁদবে সে॥ সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিলে, কষ্ট ভোগ করিতে হয়। (দৈ)

এখান থেকে মারলুম তির লাগলো কলাগাছে।

উরুচ্ বয়ে রক্ত পড়ে চোখ্ গেল রে বাপ॥ অসম্বদ্ধ কথা বলা।

এগনে দর্শন ভারী। পশ্চাৎ গুণ বিচারি॥ লোকে অগ্রে রূপ দেখে, পরে গুণ; যেমন বর কন্যা উভয় পক্ষেই, প্রথমে রূপ দেখা নিয়ম আছে। পণ্ডিত গুণ ইচ্ছা করেন।

এগুলেও নির্ব্বংশের বেটা। পেছুলেও শালার শালা॥ অসন্তুষ্ট ব্যক্তির কাজ করিলে, সুখ্যাতি নাই।

এঁচোড়ে পাকা। অল্পবয়স্ক হইয়া, বিজ্ঞের ন্যায় কথা কওয়া। (কটূক্তিরূপে ব্যবহৃত)

এঁটো খায় মিঠের লোভে। মানব স্বার্থ দ্বারা চালিত; টাকার জন্যই লোকে ধনীর শরণাগত হয়। "সেবিতব্যোমহাবৃক্ষ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।", (হিতোপদেশ)

এড় এড় ছাড় ছাড়। অনাদর করা।

এড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। অকাজ করিয়া দুঃখ করা।

এতো সুখ তোর কপালে। তবে কেন তোর কাঁথা বগলে॥ মিথ্যা অহঙ্কারির প্রতি কটূক্তি।

এঁদোপেটা খায় দায়। নেওপেটার দোষ দেয়॥ এঁদোপেটা =যে শিশুর পেট স্বভাবতই নিচু। নেওপেটা=যাহার

পেট উঁচু; সুতরাং লোকে মনে করে, সেওলটাই ভোজন করিয়াছে।

এ বড় কঠিন ঠাঁই। ভায়ে২ দেখা নাই॥ যে স্থানে উপরোধ রক্ষিত হয় না।

এ বনে যে বিড়াল আসে। সেই বন বিড়াল হয়॥ স্থান মাহাত্ম্য (বিদ্রুপ) জ্ঞাপক প্রবাদ।

এ বিয়ের এই মন্ত্র। যেমন কাজ, তায় সেই প্রকার আয়োজন চাই।

এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দক্ষিণে। যে স্থানে কোন কার্য্যেরই শৃঙ্খলা নাই, সে স্থানে উপদেশ দিলে, অপমানিত হইতে হয়।

ও

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। নেকড়ার আলো দিয়ে॥ আয়োজন না করিয়া, তাড়াতাড়ি কোন কাজ করা।

ওদের বৌ নত পরেছে সাত স্যাঙে বয়। নাকে কেমনে রয়। না ওরাই বলে ওরাই কয়॥ অসম্ভব কথা, কেহই বিশ্বাস করে না। অসম্ভব্যং নবক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে। শিলাতরতিপানীয়ং গীতং গায়ন্তি বানরাঃ॥ জলে পাথর ভাসে, এবং বানরে গীত গায়, ইহা রামায়ণেই শুনিতে পাইবে, কুটিল প্রত্যক্ষবাদী চাণক্য, তাহা বিশ্বাস করিবেন কেন? স্যাঙ=সাঙ্গাৎ=সখি।

ওর তর্ গিরিহুত। হাবা, বুদ্ধিহীন। ইহা "অবভুবো গিরি-

হুতাং অর্থাৎ দুর্গা আমাদের পালন কর, এই সংস্কৃত বাক্যের অপভ্রংশ। কেন যে এ প্রকার অর্থ হইল, বলা যায় না।

ওরে নোলা ভাজনা খোলা। এটা নোলা পরের ঘর।
ওরে নোলা সামাই কর॥ নোলা=লোভ; মুখ। ভাজনা খোলা=যে পাত্রে, চাল মুগ আদি ভাজা হয়। নোলা তুই ভাজনাখোলার ন্যায়; তোমাতে যাহা পড়ে, তাহার পূর্ব্বাবয়বের লোপ হয়, অর্থাৎ পেটে চলিয়া যায়। কোন বিবাহিতা কন্যা, শ্বশুরালয়ে গিয়া, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ করিতেছেন। সামাই=ধৈর্য্যধরা, মনকে বশ করা।

ওল খেয়ে গোল। কষ্টের কাজ করিলে, কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

ঔ

ঔষধ ধরিয়াছে। কার্য্য সিদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছে। 'কল ধরিয়াছে, দেখ।

ঔষধার্থে সুরাপান। ঔষধ রূপে সুরাপান করিলে পাপ নাই।

শুক্র মুনির মতে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ মহাপাতকী মধ্যে গণ্য হয়। দৈত্যেরা তাঁহার শিষ্য কচকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, সুরা প্রস্তুত করে, এবং তাহাই শুক্রকে পানার্থে দিয়াছিল। শুক্র প্রিয় শিষ্য কচকে আহ্বান করাতে, তিনি অভ্যন্তর হইতে আমুল বিবরণ বিবৃত করিলেন। তখন শুক্র কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করিয়া, বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন। কচ বহির্গত হইয়া, মৃত গুরুকে মন্ত্র প্রভাবে বাঁচাইয়া দিলেন এবং অভিষ্ট পূর্ণ হওয়াতে দেবলোকে ইন্দ্রের নিকট গমন

করিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রকে সুরার সহিত পান করিয়া ছিলেন বলিয়া, সুরা অভিশপ্তও ঘৃণ্য বস্তুর মধ্যে গণ্য হয়। (মহাভারত আদি পর্ব্ব যযাতির বিষয় দেখ।

ক

ক অক্ষর গোমাংস। বিদ্যাহীন, Illiterate. গোমাংস অস্পর্শ বস্তু; সেই প্রকার, বর্ণমালার আদ্যক্ষর 'ক' ও যে অজ্ঞাত।

কইতে জান্‌লে খাটি না। বস্‌তে জান্‌লে উঠি না॥ বুদ্ধি থাকিলে, কেহ পরাজিত করিতে পারে না। "বুদ্ধি যস্য বলং তস্য।

কটী ছেলে, না পুড়িয়ে খাব। কথার অসঙ্গত উত্তর দেওয়া।

কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে। ধনে সর্ব্ব কার্য্যই সিদ্ধ হয়।

কতই বা দেখ্‌ব আর। ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার॥ কদাকার বস্তুর সহিত সুন্দর দ্রব্যের মিলন হইলে, মনোরঞ্জক হয় না। (উ—স—প্র).

কত ধানে কত চাল। প্রত্যক্ষ দৃষ্টে কার্য্য গুলি সহজসাধ্য বোধ হইলও, কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে কষ্টকর বোধ হয়।

কত ভাত কে দুধ দিয়ে খায়। কোন বিশেষ কার্য্যে কে কত পটু।

[illegible]। ভবিষ্যতি। আরো কিবা আছে গতি॥ যাহার কপালে সুখ নাই, সে পরম্পরা দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে।

কত সাধ যায় রে চিতে। ফোগলা দাঁতে মিসি দিতে॥ মনের

দুরাশা জ্ঞাপক প্রবাদ (দৈ)। 'চিতে'র স্থানে, 'খুদ্দার' ও বলে এবং শেষ চরণের স্থানে 'মলের আশায় চুট্‌কি দিতে,' ও ব্যবহৃত হয়।

কথায় চিড়ে ভেজে না। আশীর্ব্বাদে চিড়ে···অর্থ দেখ।

কনবা বৈল বয়ারি বদুকী। কানা গোরু, বাতাস চলিলেই ভীত হয়। অলার্‌ কুকুর···অর্থ দেখ।

কপাল অজে২ যায়। তুমি যাবে··অর্থ দেখ।

কপাল পোড়া বা ভাঙ্গা। সর্ব্বনাশ হওয়া; (১) স্বামীর মৃত্যু হওয়া (২)।

কপালে নাইকো ঘী। ঠক্‌ঠকালে হবে কি॥ হতভাগ্য ব্যক্তির কপালে কখন সুখ হয় না।

কপালের লিখন। না যায় খণ্ডন॥ অদৃষ্টই, অন্য চেষ্টাপেক্ষা বলবান।

কম্পনিকা মাল। দালি মী ডাল॥ যে স্থানে কোন কার্য্যেরই শৃঙ্খলা নাই, সে স্থানে বিস্তর টাকার ক্ষতি হয়। ইহা বাঙ্গালায়ও ব্যবহৃত হয়।

কর্‌নাহি তো ডর কাহে। দোষী না হইলে ভয় করে না।

কর্ত্তার আজ্ঞে উলুবনে কেত্তন। লোকমাত্রই স্বাধীন; সুতরাং ভালমন্দ দুই কাজ করাই তাহার ইচ্ছাধীন।

কলসীর জল। পরিমিত সুতরাং অস্থায়ী বস্তু।

কলুর ছেলে গায় ভাল। ঘানি পাছে শুয়ে॥ যে স্থান যাহার পক্ষে স্বাভাবিক, সে তথাই শোভা পায়।

কষ্ট বই ইষ্ট সিদ্ধি হয় না। পরিশ্রম না করিলে, মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। যতন নহিলে···অর্থ দেখ (রাজ—কির)

কাক খায় কাঁটাল বকের মুখে আটা। একের দোষের জন্য অন্যের কষ্ট ভোগ। (?)

কাক খায় সকলের মাস। কাকের মাস কেউ খায় না॥ ধূর্ত্ত সকলকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তাহাকে কেহই জব্দ করিতে পারে না।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা। যে নিজের কোন উপকারে আইসে না, তাহার নিমিত্ত কষ্ট করায় কোন লাভ নাই। (?)

কাক মরলো ঝড়ে।
পেঁচা বলে আমার শাপ লাগলো হাড়ে হাড়ে॥ বুদ্ধিহীন ব্যক্তি মনে করে, জগতের সকল ঘটনাই তাহার জন্যই হইতেছে।

কাকের পশ্চাতে ফিঙে লাগা। অত্যন্ত বিরক্ত করা।

কাকের মাস কাক খায় না। সজাতির কেহ দ্বেষ করে না; করে কেবল মনুষ্য। বিচারশক্তি সত্ত্বেও মানুষ যে সজাতির দ্বেষ করে, ইহা বড় দুঃখজনক। (দৈ)

কাঁখেবিটিয়াগাঁড়ুণীঢার। নিকটে দ্রব্য থাকিলেও, সময়ে সময়ে অন্বেষণার্থে বৃথা পরিশ্রম ভোগ করিতে হয়।

কাঙ্গালকে করোনা দয়া। কাঙ্গাল জানে আঠার মায়া॥ কোন কোন ধূর্ত্ত ভিখারি দুঃখের ভাণ করিয়া, লোককে ঠকাইয়া থাকে।

কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নাই। ভিখারিকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ। দরিদ্রের ধনীর ন্যায় হওয়া দুরাশা।

কাঙ্গালের ছেলের রাঙ্গই সোণা। দরিদ্রের অল্পে সন্তুষ্ট থাকা চাই।

কাঙ্গালের মরণ বিট্‌কেল। দরিদ্রের মরণ সময়ও দেখিবার কেহ নাই। (?)

কাঙ্গালের রাঙ্গতাই সোণা। মাচা বেধে শোয় বালাখানা ॥ দুঃখীর অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকা চাই।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ। পাকলে করে টঁ্যাশ টঁ্যাশ ॥

আগে না......অর্থ দেখ। Strike iron when hot

কাঁচা মাটীতে পা দেওয়া।

কাঁজ সেরে বসি। শত্রু মেরে হাঁসী ॥ অধ্যবসায়ী ব্যক্তি কার্য্য শেষ করিয়া, তবে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়।

কাজের সময় কাজী। কাজ ফুবালে পাজী ॥ স্বার্থপর ব্যক্তির লক্ষণ।

কাজির কাছে হিঁদুর পরব। অবিচার জ্ঞাপক প্রবাদ। (দীন-বন্ধু-নীলদর্পণ) পরব=পার্ব্বণ।

কাট বিড়ালের সাগর বাঁধা। অসাধ্য কাজ করিতে যাওয়া।

কাট্‌লেও রক্ত নাই। কুট্‌লেও মাশ নাই ॥ সর্ব্ব কার্য্যের অনুপযুক্ত। (১) সর্ব্ব কষ্ট সহকারী (কাহার নৃশংসতা দৃষ্টে উক্ত হয়) (২)।

কাটা কইর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করা। অত্যন্ত যন্ত্রণা। 'কই'র স্থানে 'ছাগল'ও বলে।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। কষ্টের উপর কষ্ট দেওয়া।

কাঁটালের আমসত্ত্ব। অসঙ্গত কথা।

নাজানে পরমত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি

চরায় রে। ...(আজুগোসাই)

কাঠুরেব মেয়ে রাজা আনৃলে ঘরে।
খাট পালঙ্ক দেখে সে হেঁসে হেঁসে মরে॥ নীচ ব্যক্তি উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইলে, বড় বিস্মিত হয়।

কাঠের ভিতর পিঁপড়ে বলে চিনি নৈলে খাবনি।
চিন্তা করে চিন্তামণি জোগান অমুনি॥ ঈশ্বর বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল জীবকে আহার দিয়া থাকেন। এই অল্প বাক্য দ্বারা, তাঁহার কেমন ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

কাঠের মাত্র বিড়াল হউক। ইন্দুর মাত্র ধরুক॥ যে কোন প্রকারে যত্ন করিয়া, কার্য্য উদ্ধার করা উচিত।

কান কাঁদে সোণারে। সোণা কাঁদে কানেরে॥ পরস্পর সৌহার্দ্য থাকিলে, সহানুভূতি হইয়া থাকে। 'কাঁদে'র স্থানে 'চায় ও ব্যবহৃত হয়। (দীন-ন, ত,)

কান টানিলে মাথা আসে। যাহারা পরস্পরে স্বার্থে বদ্ধ, তাহাদের মধ্যে একটীর উপর সকলের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে।

কাণা খোঁড়ার এক গুণ বাড়া। ইহারা প্রায়ই দুষ্ট স্বভাবের হইয়া থাকে।

কাণা গরু বামনকে দান। অনাদার পূর্ব্বক দান করা।

কাণা গোরুর ভিন্ন পথ। এক গুঁয়ে ব্যক্তি বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে।

কাণা পুত্তে পোষে। রাজা ঝিয়ে শোষে॥ রাজা-ও কন্যা, পিতার ধন হস্তগত করিতেই তৎপর; কিন্তু পুত্র কাণা হইলেও, বৃদ্ধ পিতা মাতার লালন পালন করিয়া থাকে।

কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন। বিশ্রী বস্তুকে সুন্দর বলা।

কামার বুড় হলে লোহা শক্ত হয়। সামর্থ্যের হ্রাস হইলে, অভ্যস্ত কাজও কঠিন বলিয়া বোধ হয়।

কামারের কুমোর বৃত্তি। নৈজিকা কাম......অর্থ দেখ। যার কাজ......অর্থ

কামিনির কথা শোনে তারে বলি পতি।
পতি পায়ে থাকে মন তারে বলি সতী॥ পতি ও সতীর অর্থ। (দীন-ন, ত)

কায়থ কীট খটকিরা। যিকা জানৈ পরকি পীড়া॥ কায়স্থ ও ছার-পোকা পরের কষ্ট বোঝে না। হিন্দুস্থানি 'কবিকঙ্কণে'র ভঁাড়ুদত্ত দ্রষ্টব্য।

কায়থের ছোট বেদের বড়।

কায়থের মূর্খ কলুর বলদ॥ কলুর বলদ=অন্য কাজের অনুপযুক্ত।

কায়থের হাড়া। বেগুনের থাড়া॥ থাড়া=বেগুনের বোঁটা যাহা অকর্ম্মণ্য বস্তু।

কার আগুনে কেবা মরে, আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী, বল্‌ছে তোরা দে উলু॥ জুয়াচোরের কথা।

একটী অপুত্রক মূক ব্যক্তি (বোবা), অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। কোন জুয়াচোর তাহা জানিতে পারিয়া, একটী কলুর স্ত্রীকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিল—' তুমি স্ত্রীর ন্যায় এই বোবার সেবা কর ; তাহার মৃত্যু হইলে, টাকা তোমারই হইবে, তাহাতে আমাকেও কিছু অংশ দিবে '। এই প্রকার কৃত হইলে কালে মূকের মৃত্যু হয়। জুয়াচোর ব্যক্তি কলে কৌশলে টাকার সন্ধান লইয়াছিল ; এবং পুত্র বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিত। তাৎকালিক প্রথানুসারে, কলুর স্ত্রীকে

'সতী' হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। জুয়াচোর প্রথমাবধিই একটী প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন করিয়া রাখিয়াছিল। মৃতদেহ নদীতটে নীত হইয়া, চিতায় স্থাপিত হইল। কলুর বনিতা 'পাত ফের' ঘুরিয়া আসিবে, ইত্যবসরে জুয়াচোর তাহাকে ঠেকা মারিয়া, জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষিপ্ত করিল। প্রথমটী 'কলুর স্ত্রী'র উক্তি; দ্বিতীয়টী জুয়াচোরের উত্তর। সতীদাহের সময় বাজনা বাদ্য হইত বলিয়া, অবলার কাতর কণ্ঠ কেহ শুনিতে পাইত না। তখন এই প্রকারে বিষয়াধিকারী দায়াদেরা, অনেক অনিচ্ছুকা স্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টা পাইত। ইংরাজ সতী দাহ নিবারিত করিয়া, সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সতী এখন ত মরিতেছে। তাহা কি কেহ রোধ করিতে পারিতেছে? (সতীদাহের বিষয় বঙ্গদর্শন ও 'রামমোহন রায়ে,র জীবনী দ্রষ্টব্য)।

কারণ বই কার্য্য হয় না। কার্য্যটী কেন হইল, জানিতে হইলে কারণের অনুসন্ধান করা উচিত। (রাজ-কির)

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে। খোলা কেটে বামন মরে॥ বিশৃঙ্খল স্থানে লোকে কষ্ট ভোগ করে।

কার সাধ্য কেবা মারে। খোদায় যদি রাজি॥ ঈশ্বর সহায় থাকিলে, কেহ অনিষ্ট করিতে পারে না। রাখে হরি...... অর্থ দেখ।

কারুর ঘর পোড়ে কেউ খোঁয়া খায়। কারুর সর্ব্বনাশ...দেখ

কারুর দুধে চিনি। কারুর শাকে বালি॥ সকলে সমান সুখী হয় না। ভাগ্যগুণে লোকে সুখ দুঃখ ভোগ করে।

কারুর সর্ব্বনাশ। কারুর পোষ মাস॥ কেহ সুখী, কেহ দুঃখী এই জগতের গতি॥

কারে পড়্লে আল্লার নাম। কষ্টের সময় ঈশ্বরকে মনে হয়।

কাল কাপড় রুক্ষ মাথা। লক্ষ্মী বলেন থাকবো কোথা॥ অপ-

৫. অভাবে লক্ষ্মী, স্বভাবে দারিদ্র।

বিত্র স্থানে লক্ষ্মী থাকেন না।

কাল নেমীর লঙ্কা ভাগ। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই, তাহার সুপরিণাম চিন্তা কর।

কাল বামন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোসলমান।
ধানুকীর ছেলে পোষ্যপুত্র পাঁচ বেটাই সমান॥ লোক প্রবাদ অনুসারে, ইহারা ভাল ব্যক্তি হয় না।

কাল যায় না জল যায়। জলের স্রোতের ন্যায়, সময়ও সর্ব্বদা প্রবহমান। ইচ্ছায় ইহা রুদ্ধ হয় না। ধন জন......অর্থ দেখ। (রাজ-কির)

কালা শোনে ~~চাকের~~ বাদ্দি। কালা বলে মোর বের বাদ্দি॥ বধির নিজ মনের ভাবানুযায়িক, লোকের বাক্যের অর্থ করিয়া থাকে।

কোন বধির চাষা ক্ষেতে বসিয়া বেগুন তুলিতে ছিল। কোন লোক কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার কয়টী ছেলে"। সে মনে করিল বেগুনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে, সুতরাং তৎক্ষনাৎ উত্তর করিল "পুড়িয়ে খাব"॥

কালিছিলাম বসে স্বর্ণ পিঁড়ে। আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে॥ জীবনে সুখ দুঃখ দুই হইয়া থাকে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"। (রামতা-না না)

কালি রাম্ রাজা হবে, আজি বনবাস্। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। 'দিন যায় ত ক্ষণ যায় না' দেখ।

কালে বানু পণ্ডিত হবে। অধ্যবসায়ী ব্যক্তির উন্নতি হয়। 'উঠন্তিমূল......দেখ'।

কাশীতে ভূমিকম্প। অসম্ভব সম্ভব হয় না।

কাঁইবাঞ্জ বিয়েই। কাষ্ট গুড়ি বাজি ॥ অসম্ভব সম্ভব হয় না। বাঁঝার ছেলেও হবে না, বাজনাও বাজবে না।

কি জানি লেখা জোখা। এক এক পোদ এক এক টাকাশ নির্ব্বোধ ; যে হিসাব পত্র কিছু বোঝে না।

পোদ বড় হীনজাতি ; পূর্ব্বে ইহারা বড় নির্ব্বোধ ছিল,—টাকা কড়ি সিকায় করিয়া রাখিত ; এবং মোটামুটি হিসাব বুঝিত। একদা জমীদারের নায়েব, খাথট আদায় তাহাদের গ্রামে আগমন করেন। সকল প্রজাই এক 'সিকা' (টাকার চতুর্থাংশ) দিতে আদিষ্ট হইল। বুদ্ধিহীন পোদেরা সর্ব্বনাশ ভাবিয়া, নায়েবের নিকট হাত জোড় করিয়া উক্ত কথা নিবেদন করিল।

কিনতে ছাগল। বেচতে পাগল ॥ অল্প আয়াসসাধ্য কার্য্য, করিতে কাহার কষ্ট হয় না।

কিপ্পিনের ধন বব্বরে যায়। কৃপণের ধন অন্য লোকেই লুটিয়া লয়। বব্বর=দুষ্ট ব্যক্তি। (?)

কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ। যে বোঝে সেই শ্রেষ্ঠ ॥ বুদ্ধি ও জ্ঞানি স্বভাব জাত।

[illegible]

কিবা রূপের ছাঁই। তাতে হলুদ মাখা নাই ॥ কুশ্রী স্ত্রীলোক আভরণভূষিতা হইলেও সুশ্রী দেখায় না।

কিবা মেয়ের ছ্যারী। বাঁশ বনের প্যারী ॥

কিল খেয়ে কিল চুরী করা। অপমানিত হইলে বুদ্ধিমান প্রকাশ করে না।

কিল দাগড়ি ওঠ ওঠ। জামাই এলো [illegible] কোচ ॥ কন্যাকে প্রহার অনুচিত, যেহেতু তাহাতে সে অবাধ্য হইয়া যায়।

কিসের নাই কি। পান্তা ভাতে ঘী॥ সমস্ত কার্য্যেই বিপরীতাচরণ করা। 'বেগুন পোড়ায় ঘী'ও বলে। 'সংসার ......অর্থ দেখ'।

কিসের মাসী কিসের পিশি কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন॥ মার ন্যায় পুত্রস্নেহকারিণী সংসারে দুর্লভা।

कुक्कुर का मार अढ़ाइ पहर। বালকদের কলহ, অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে।

কুকুরের পেটে ঘী হজম হয়না। লঘুচেতা ব্যক্তি, সর্ব্ব কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কুকুরের [illegible] ঘী প্রাপ্তি। কুকুর বলে কি বিপত্তি॥ ঐ অর্থ। "ओछे नर के पेटमें रहै न मोटी बात। आध सेर के पात्र में कैसे सेर समात॥ ओछे=ওছা ; ছিবলে। मोटी=গুরু।

কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনের এক কথা মরণ সমান॥ সুজন কুজনের গুণ দোষ জ্ঞাপক প্রবাদ।

কুঁজোর কি অনিচ্ছা চিত হয়ে শোয়া। সকলেরই, সুখে থাকিতে ইচ্ছা করে।

কুটে যোগী ধ্যানে দড়। সামর্থ্য না থাকিলেই, নম্র হইতে হয়। মন্দ লোকের বিষয়ে উক্ত হয়।

কুঠে মুরগীর ঠোঁটে বল। অলস ব্যক্তির, সর্ব্বদাই খাইতে ইচ্ছা করে। (?)

কুড়ে গরু অমাবস্যা খোঁজে। অলস ব্যক্তি, সর্ব্বদাই বিশ্রাম ইচ্ছা করে। অমাবস্যার দিন কৃষকেরা হাল জোতে না।

কুড়ে বসে কুযুক্তি করে। অলস ব্যক্তি, লোকের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে। দলাদলির দলপতির বিষয় ভাবিয়া দেখ।

কুঁড়ের বাতান বদ্দিনাথ। বৈদ্যনাথ অলস ব্যক্তির বাসস্থান। প্রবাদের সঙ্কেত অজ্ঞাত।

কুড়েরে কুড়ে বায় বয়। দোর টা দিলে ভাল হয়॥

কুড়েরে বলে কুড়ে। আমি শুই তুই দোর তাড়াদে॥ অলস ব্যক্তিকে, কোন কার্য্য করিতে বলিলে, সে বড় বিরক্ত হয়। [illegible] কোন [illegible]থার ব্যক্তির একটী তদ্বৎ ভৃত্য ছিল। একদা উভয়েই এক ঘরেই শয়ন করিয়াছিল। ভৃত্যকে প্রভু বলিলেন "দেখ্ত বৃষ্টি হইতেছে না?" ভৃত্য না উঠিয়া উত্তর করিল "হাঁ মহাশয় বৃষ্টি হইতেছে, কেন না, এই বিড়ালটার গা ভিজে২ দেখিতেছি।" প্রভু—"আচ্ছা প্রদীপটা নিবিয়ে দে।" ভৃত্য—মহাশয় চক্ষু বন্দ করিয়া শুইয়া থাকিলে, আপনি অন্ধকার হইয়া যাইবে। প্রভু—"আচ্ছা জানালাটা বন্ধ করে দে।" ভৃত্য—"মহাশয় আমি দুটা কাজ করিলাম, এটা আপনি করুন।"

কুঁদের মুখে ব্যাঁক থাকে না। অধ্যবসায় দ্বারা কঠিন কাজও সহজ হয়। (?)। (মন—প্র, প)

কুপুত্তুর যদিও হয়। কুমাতা কখন নয়॥ কুপুত্র সকলেরই হেয় বস্তু; কিন্তু গর্ভধারিণী মাতার পক্ষে সে অনাদরের বস্তু নহে। (মন-প্র-প) (দৈ)

কুপো কাৎ করা—মৃত্যু হওয়া।

কুমীরের সঙ্গে বাদ করে, জলে বাস করা। নির্ব্বলের, বলবানের সহিত কলহ অনুচিত। (বঙ্গ)

কুঁহড় বনিয়া। কুমড়ার জাওয়ালি; যে অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়; সুতরাং হীনবল, ভীরু। ইহা কুঁহড় বনিয়া [illegible] নাহী।

জী নর্জীনি দীখন মুরছোঁহী ॥ (তুলসীদাস বা-কা), পরশুরামের প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি। এখানে কুমড়ার জাওয়ালি ত কেহ নাই, যে তর্জ্জনি দেখাইলেই, শুখাইয়া যাইবে। কাচি কুমড়ার বিষয় এই প্রবাদ চির প্রচলিত।

কুস্থানাদপি কাঞ্চনং। ধন কুস্থান হইতে লইলেও দোষ নাই। (ইন্দ্র-কল্প)

কৃষ্ণ বিষ্ণু। গণ্য মান্য ব্যক্তি। (বিদ্রুপাত্মক)

কেউ মরে বিল ছেঁচে। কেউ খায় কৈ॥ সকলে সমান সুখী হয় না।

কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ। ভাল করিতে যাইয়া, মন্দ হওয়া।

কোথায় গাঁ তার আবার ভাগ। ভবিষ্যৎ বস্তুর জন্য অকারণ

কোথায় বিষয় তার আবার বিচার॥ তর্ককরা।

কোঁদলে জাত নষ্ট। রোগে রূপ নষ্ট॥ কলহ করিলে কুলের কুৎসা প্রকাশ হয়; রোগে রূপ নষ্ট হয়।

কোন কালে বৌ রূপসী।

জাড়কালে ~~[illegible]~~ জাড়-কাঁটা গর্মী~~কালে~~ ঘামাচী॥ রূপ ঈশ্বর দত্ত। কালে তাহার বৈলক্ষণ হইয়া থাকে।

কোন জন্মে হবে পো। নেকৃড়া কানি তুলে থো॥ বর্ত্তমান বিষয়ই, লোকের অগ্রে চিন্তা করা আবশ্যক।

কোঁয়লা ধোয়ি না উজরৈ লাসুন নজী ন বৈঠয়

কূর কুবাড় না নজী কি বৈঠ ঘর খায়॥ স্বভাব যায় না; জলে ধুইলেও কয়লা পরিষ্কার হয় না; রসুন গন্ধ পরিত্যাগ করে না; এবং ক্রূর ব্যক্তি ধনহীন হইলেও, ক্রূরতা পরিত্যাগ করে না।

কোলে ঝোল টানা। ভক্ত নিজের স্বার্থ বোঝা। (বঙ্গ)

ঘর' পুরু' কভী ন মিত্র'। অব মিত্র' তব দগন দগা ॥ বেশে কখন মিত্র হয় না; যদি হইল, বিশ্বাসঘাতকতা করিবেই।

ক্ষেপার চৌদ্দ ক্ষেপীর আট। এই নিয়ে কাল কাট ॥ মহাদেবের চতুর্দ্দশীতে এবং মা দুর্গার অষ্টমীতে অর্চ্চনা পূর্ব্বক জন্ম ক্ষেপন করাই ভক্তের উচিত।

খ

খঞ্জনের নৃত্য দেখে চড়াই নৃত্য করে। মহতের আদর্শ, সাধারণে শিক্ষা করে।

খড়ের আগুন—যাহা চিরস্থায়ী নহে।

খর নদীতে চড়া পড়ে। অপরিমিতব্যায়ী ব্যক্তি, শীঘ্রই দরিদ্র হয়।

খল যায় রসাতল। দুষ্টের নাশ হইয়া থাকে।

খাই দাই ভুলিনি। তত্ত্ব কথা ছাড়িনি ॥ সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বরারাধনা সুচারুরূপে হইতে পারে। চতুর নিজের স্বার্থ কখন বিস্মৃত হয় না। (২)

খাই মাছ না ছুঁই পাণী। নির্লিপ্ত হইয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করা। (ধূর্ত্তের কথা) (মন—প্র·পু) [illegible]

খাওয়াবি হাতীর ভোগে। দেখিবি বাঘের চোখে ॥ বালকদিগকে, তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান উচিত; এবং তৎসঙ্গে বাঘের দৃষ্টিতে দেখিয়া, স্ববশে থাকিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা। অত্যন্ত যন্ত্রণা দেওয়া।

খাট ভাঙ্গলেই ভূমি শয্যা। উপায়হীন হইলে, ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত।

খাঁচা ভাঙ্গা উড়ো পাখী পোষ মানবার নয়। স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি কখন বশীভূত হয় না। (রামনা-নব,না)

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে। মরলো তাঁতী হেলে গরু কিনে॥ যাহার যে বৃত্তি, তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, নতুবা কষ্ট পদে পদে। অতি লোভ...দেখ।

খাবার সময় নবার মা। উলু দেবার সময় মুখে ঘা॥ স্বার্থপর ব্যক্তির লক্ষণ। "খাবার বেলা মস্ত হা। দেবার সময় ...॥" ইহাও বলে। (মন-প্র-প)

খাবার কুকুরকে নাই দিলে, কাঁধে চড়ে॥ নীচকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। নাই দিলে...অর্থ দেখ।

খাবার সময় শোবার চিন্তা। সর্ব্ব কার্য্যে, বিপরীত আচরণ করা।

খায় না দেয় না পাপী সঞ্চয় করে।
তার ধন লয় চোর আর পরে॥ কিপ্পিনের ধন...অর্থ দেখ।

খায় মালসাট করে। ওঠে হাঁটু ধরে॥ অহঙ্কার করিয়া কোন কাজ করা, কিন্তু পরে অপদস্থ হওয়া। স্বার্থপর ব্যক্তি, পরের কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট। (২)

খাল পার হয়ে কুমীরকে কলা। ভয় হইতে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়া, আস্ফালন করা।

খা শত্রু পরে পরে। স্বার্থপর ব্যক্তি পরের অমঙ্গল সাধিয়া, নিজ কার্য্য উদ্ধার করে। খা শত্রু...দেখ।

খাস বাগানে আলকুশী। ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যাঘাত দেওয়া।

খিদে, রুচি, নুন। সঙ্গে তিন ব্যঞ্জন॥ ক্ষুধার সময় মন্দ দ্রব্যও ভাল লাগে।

খুজরা কাজের মুজরা নাই। অল্পে২ অনেক কাজ করিলে, প্রশংসা নাই।

খুঁড়িয়ে বড় হওয়া। বিনা শক্তিতে, বড় হইবার ইচ্ছা করা।

খুন করিল খুনে। পরের কথা শুনে॥ অন্যের কথা শুনিয়া পরের অপকার করিলে, মন অনুতপ্ত হয়।

খেতে পায় না চুনো পুঁটী। হাতে দেয় হীরের আংটী॥ ধনীর ন্যায় আচরণ দরিদ্রের পক্ষে বড় কষ্ট কর।

খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হওয়া। খ্যা কড়ি...দেখ।

খেয়ে দেয়ে যায় শুতে। বিধাতা লেখায় মুলো চুরি কত্তে॥ ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা কেহ জানিতে পারে না।

খেল্‌তে জানলে কাণা কড়ি দিয়ে খেলা যায়। ইচ্ছা থাকিলে, কার্য্যে মনোযোগী হয়।

খোঁটার জোরে পাড়ল জোঝে। বাছুর লড়ে...দেখ।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। হতভাগা লোকের কপালে কখন সুখ নাই।

খোদার খাসী। হৃষ্ট পুষ্ট ব্যক্তি।

খোরায় তিন লাথী। উপযুক্ত বস্তুকে অবহেলা করা।

খোস খবরের ঝুঁটাও ভাল। সুসংবাদ মিথ্যা হইলেও, প্রীতিকর হয়। (বঙ্গ)

খ্যা কড়ি দিয়ে ডুবে পার। সুখার্থে ধন ব্যয় করিয়াও, সুখভোগে বঞ্চিত হওয়া।

গ

গগরি দানা। শূদ্র উতানা॥ গোলায় ধান হইলেই, শূদ্র অহঙ্কৃত হয়। অধনেন ধনং...অর্থ দেখ।

গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা। কাহার ধন ব্যয় করিয়া নিজের গৌরব লওয়া।

গঙ্গা জলে দাঁড়ি বলা। শপথ করা।

গঙ্গা মড়া এলেন না। যে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না।

গঙ্গায় মলা ফেলিলে, গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না॥ নীচ ব্যক্তির কটূক্তিতে, মহতের মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না।

গতর নাই চোপায় দড়। মেগে খায় পালি বড়। দরিদ্রের, ধনীর ন্যায় অহঙ্কার শোভা পায় না।

গতানুশোচনা নাস্তি। যাহা গেল, তার জন্য দুঃখ অনুচিত। (দীন-ন-ত)

গদাই লস্করী চাল। আলস্য; দীর্ঘ সূত্রতা, "হচ্চে হবেভাব" প্রকাশ করা।

গয়ার পাপ বিদায় করা। ভিখারি, অথবা যাহারা টাকা পাইবার জন্য লোককে অযথা বিরক্ত করে, তাঁহাদের তুষ্ট করিয়া, বিরক্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া।

গরজ বড় বালাই। নিজ স্বার্থ, একটী আপদ স্বরূপ। লালচ বুরি বলা হৈ—অর্থ দেখ। (বঙ্গ)

গরজে গয়লা ঢিল বয়। স্বার্থপর ব্যক্তি, নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য সর্ব্ব কষ্টই সহ্য করিতে পারে। অস্থির অস্... দেখ।

গরিবের কথা বাসি হ'লে ভাল লাগে। দরিদ্রেরও সদুপদেশ গ্রহণীয়।

গরিবের রাঙ্গই সোনা। কাঙ্গালের...অর্থ দেখ।

গলা নাই গান গায়। মাগ নাই শশুর বাড়ী যায়।
বিনা সম্বলে পথ যায়॥ নির্ব্বোধের লক্ষণ।

গলা টিপিলে দুধ ওঠা। অত্যন্ত অল্প বয়স্ক; যাহার বিবেচনা শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় নাই।

গলায় পড়ে বজায় সিদ্ধি। ভার পড়িলেই লোকে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পায়।

গাই নাই বলদ দুয়ে দে। উপায় না থাকিলেও, অন্যায় উপায়ে কার্য্য সম্পাদন করিতে অনুরোধ করা। (?)

গাইতে গাইতে গান। বাজাতে বাজাতে বান। অভ্যাসে কঠিন বস্তুও সহজ হয়। Perseverence over-comes difficulties. Cf [illegible] "করত২ অভ্যাস তে জড়মতি হোত সুজান। রসরি আবত জাল ই সিল পর পড়ত নিসান॥" অভ্যাস করিলে মূর্খ ও বুদ্ধিমান হয়, কুয়া হইতে জল তুলিতে২, পাথরের উপর দড়ির চিহ্ন পড়িয়া যায়। বান=তাল জ্ঞান।

গাং পেরিয়ে কুমীরকে কলা। খাল...অর্থ দেখ।

গাছে উঠ্‌তে পারে না। বড় ছানাটী আমার॥ শক্তি নাই অধিক পাইবার আশা করা।

গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। কোন বিষয় ভবিষ্যতে লাভ হইবে বলিয়া, তাহার জন্য পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আয়োজন করা;

গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হয়। বুনে বুনে দেখা হয় না॥ ভগনীরা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, পরস্পর সাক্ষাত হইবার অল্পই সম্ভাবনা; কিন্তু নদী গুলি সাগরগামিনী প্রযুক্ত পরস্পরে মিলিত হয়।

গাছে তুলে মই কাড়া। আশা দিয়া পূর্ণ না করা।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই পরিণাম চিন্তা কর। (১) অথবা বিপরীত অর্থ—আরম্ভেই অনেক লভ্য হওয়া। (২)

গাছেরও খাব। তলারও কুড়াব। স্বার্থপরের লক্ষণ।

গাছে গরু চরায়। মুখে ধান শুকোয়। অসম্ভব কাজ করা। (৭)

গাছের চেয়ে কি ফল ভারি। মাতার পক্ষে সন্তানকে ক্রোড়ে লওয়া কষ্টকর নহে। (৭)

গাজনের নাই ঠিকানা। শুধু বলে ঢাক বাজানা॥ টাকার সমস্থান না থাকিলে, কাজে প্রবৃত্ত হওয়া অন্যায়।

গা নাজ আচা পড় নৈ কাহ। গা ব হু অঁচা ঘর ঘর গয়॥ পুকুরে শেওলা পড়িলে পুকুর নষ্ট হয়; স্ত্রী পর গৃহে গমন করিলে নষ্টা হয়।

গাধা পিটে ঘোড়া। অসম্ভব সম্ভব করিতে চেষ্টা করা।

গাধা সব বইতে পারে। ভাতের কাঠি পারে না॥ মূর্খ ব্যক্তি পরের কথায় চালিত হয়।

গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া। নাক নাই তার নাক নাড়া॥ দুষ্ট ব্যক্তি নির্দ্দোষীর প্রতি দোষারোপ করিতেই তৎপর।

গাঁ বেড়ায় ধোপানি তোলা জলে নায়। যে কষ্টসাধ্য কার্য্য করিতে পারগ, তাহার সহজ কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, এই কটুক্তি ব্যবহৃত হয়।

গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ান। নিশ্চিন্ত থাকা; (কোন কাজ না করা)

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। সকলে অগ্রাহ্য করিলেও নিজ শ্লাঘা করা।

গায়ের গন্ধে ঘুম হয় না। মাথায় ফুলেল তেল॥ দোষে পরিপূর্ণ ব্যক্তির, একটী গুণ থাকিলে কোন লাভ নাই।

গালকে মাল হারে। খোঁচা কানে ছুরি হারে। নির্বলী ব্যক্তি সাহসী হইলে. বলবানকেও পরাজিত করিতে সক্ষম। গাল=গালাগালি (১); যাহার গাল আছে, অর্থাৎ যে তাড়াতাড়ি করে কথা কহিতে পারে; বাগ্মী (২)।

গাল গল্প কোটা বাড়। বাজার খরচ চৌদ্দ বুড়ি॥ আত্ম-শ্লাঘী ব্যক্তি।

গাল বজানা। আত্মশ্লাঘা করা; দর্প করা। (কবীর, হরিশ্চন্দ্র)

গাল বাড়ায়ে চড় খাওয়া। নিজের কষ্ট নিজে আনা।

গিন্নির উপর গিন্নিপানা। ভাঙ্গা পাঁড়ের আলপানা॥ বুদ্ধিহীন ব্যক্তির, বহুদর্শী ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করা।

গিন্নির গায়ে গন্ধ নাই। ধনীর তোষামোদ করিয়া 'মুখ শোভাত' (প্রীতিকর) কথা বলা।

[illegible] খাইনে [illegible] বলে। লোহা খাইনে শক্ত বলে॥ সর্ব্বভক্ষী ব্যক্তির লক্ষণ।

গুয়ের এপিটও যেমন। ওপিটও তেমন॥ সমান স্বভাবযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন ভিন্নতা নাই।

গুটীপোকা গুটী করে। নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে॥ মুর্খ নিজের অনিষ্ট নিজেই করে।

গুড় দিয়ে খেলে গুনচটও মিষ্টি লাগে।

গুণ জ্ঞান ছমাস। কপালের ভোগ বার মাস॥ অদৃষ্টের গতি-রোধ করিতে, কেহ সক্ষম নহে। তুকতাক...দেখ।

গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে নাই।

গুরু মারা বিদ্যা। দুষ্ট স্বভাব।

গুরু করৈ জান। পানীপিয়ৈ ছান॥ বিবেচনা ও ধীরতার সহিত সর্ব্ব কার্য্যই করা উচিত।

গুরুর কথা যে না শোনে কানে।
প্রাণ যায় তার হেঁচ্‌কা টানে॥ গুরুবৎ বর্দ্ধিষ্ট ব্যক্তির উপদেশ মতে কার্য্য না করিলে, বিপদ পদে২ ঘটিয়া থাকে। "বৃদ্ধস্য বচনংগ্রাহ্যমাপৎকালেহ্যপস্থিতে।, (চাণক্য)

গৃহস্থেরে ভুতে পায়। চালকুটে পিটে খায়॥ অল্প আয়াস সাধ্য বস্তুর জন্য অনেক পরিশ্রম, নির্ব্বোধের কর্ম্ম। হস্তদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া, নাসিকা নির্দ্দেশ অপেক্ষা সম্মুখ হইতেই তাহার নির্দ্দেশ সহজ।

গেঁড়ির চেঙ আবার সর্প দেখ্‌বে। নীচ দ্বারা উত্তম কার্য্য কখন হইবে না। গেঁড়ি=সামুক (গ্রাম্য)।

গেঁয়ে যুগী ভীখ পায় না। স্বজনকে সাহায্য না করিয়া, অপরকে দান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু charity begins at home.

গেরস্ত কাওরার শোরে কড়ি। যেটা যাহার জীবিকা—বুঝিয়া চলিলে, তাহাতেই তাহার ধনবৃদ্ধি হইতে পারে।

গেল যে গঙ্গার হাটী। আছে যে লোহার কাটি॥ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিলে লাভ নাই; যে বর্ত্তমান তাহার যত্ন করা উচিত। হাটী=গমনকারী, পথিক। 'ভাটী' ও হয়। লোহার কাটী=স্থায়ী দ্রব্য।

গীর গুড় পুয়া নহী বনত হৈ। গুড় বিনা মালপো হয় না; অর্থাৎ সর্ব্ব কার্য্যেই অর্থের আবশ্যক।

গোকুলের ষাঁড়। অনিষ্টকারী ব্যক্তি; যাহাকে ধর্ম্মের অনুরোধে মান্য করা যায় (?)

গোঁগাছেলের নাম তর্ক বাগীশ। অসম্ভব কথা।

গোড়া কেটে আগায় জল।

গোড়া কেটে জলের ঝারা। মাথায় পা দিয়ে পায়ে ধরা॥
গোড়া কেটে আগায় জল।
অবিবেচকের কাজ। প্রথমে অপমান করিয়া, মিনতি করিলে অস্থির চিত্ততা বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্ব কার্য্য বিবেচনাপূর্ব্বক করা উচিত। দুই প্রবাদই একার্থ জ্ঞাপক।

গোদা পায়ে আল্‌তা। দরিদ্র ব্যক্তির ধনীর ন্যায় ভড়ং করা। (?)

গোদের উপর বিষ ফোড়া। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা।

গোপাল সিংহের বেগার। অনিচ্ছা পূর্ব্বক, লোকের অনুরোধে কোন কাজ করা।

গোঁফ খেজুরে। অত্যন্ত অলস প্রকৃতির ব্যক্তি। sloth.
কোন কুঁড়ে ব্যক্তি, খেজুর তলায় শয়ন করিয়াছিল; দৈবাৎ একটী পাকা খেজুর, তাহার মুখে না পড়িয়া, গোঁফের উপরে পড়িল। সে এপ্রকার অলস যে, তাহা হাত দিয়া মুখে তুলিল না, মুখে তুলিবার জন্য কোন পথিককে মিনতি করিতে লাগিল।

গোবর গাদায় পদ্ম ফুল। নীচকুলে মহৎ ব্যক্তি। (১) দরিদ্রের ঘরে সুন্দর পুত্র। (২)

গোঁয়ার গোবিন্দ। যাহার প্রাণের ভয় নাই; ডান পিটে। (দৈ)

গোঁয়ারের মরণ গাছের আগায়। লাফডিঙ্গে...অর্থদেখ।

গোমড়কে ডোমের পার্ব্বণ। পরদুঃখে দুরাত্মার আনন্দ হয়।
ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।

গোরু মেরে জুতো দান। অনিষ্ট করিয়া, কথঞ্চিৎ ইষ্ট করিতে চেষ্টা পাওয়া, অবিবেচকের কর্ম্ম।

গোলমালে চণ্ডীপাঠ। বিশৃঙ্খলিত কার্য্য।

গোলে হরিবোল। ঐ অর্থ।

ঘ

ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে। অবিবেচক ব্যক্তি, তাড়াতাড়ি কাজ করে।

ঘটা বাজিয়ে দুর্গোৎসব। ইতু পুজোর ঢাক॥ সৎকার্য্যে ব্যয় না করিয়া, অসৎকার্য্যে অধিক ধনব্যয় করা।

ঘটার গরুড়। অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি।

ঘন দুধের ফোঁটা। বড়গাছের কাঁটা॥ যাহার অধিনে গুরুতর কার্য্যের ভার আছে, তাহাকেই বেশী কষ্ট সহিতে হয়।

ঘড়িমে ঘর জলে। অড়াই পহর কা ভদ্রা॥ সমূহ বিপদের সময় ধর্ম্মের নিয়ম বিচার করিলে চলে না।

ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ভদ্রা নক্ষত্র থাকিতে কোন কাজ করা উচিত নহে। এক ঘটার মধ্যে, অগ্নিদাহে গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে; এমত অবস্থায় এমন কোন বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছেন, যিনি ভদ্রার স্থিতিকাল ৭॥০ ঘটা পর্য্যন্ত অগ্নিনির্ব্বাণে পরাঙ্মুখ হইবেন।

ঘর কা মুরগী ডাল বরাবর। যে নিজ বস্তুকে উত্তম জ্ঞান করে না। লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ।

ঘর চোরে পার নাই। ঘরসন্ধানী সর্ব্বনাশ করে।

৫. ঘর শত্রুতে রাবন নষ্ট।

ঘরজ্বালানে পরভুলানে। দুষ্টাস্ত্রীর চরিত্র।

ঘর থাকতে বাবুই ভেজে। কপালে সুখ না থাকিলে কেহ সুখী হয় না।

ঘরনেই দোর মাজা। বৌ নেই ছেলের জন্য কাঁদা। বিনা কারণে কষ্টভোগ।
cf. [illegible]

ঘর নোঙরা দোর বাসী। গিন্নি করেন পঞ্চগ্রাসী॥ 'অপরিষ্কৃত ব্যক্তির কথা। (১) গুপ্তভাবে দুষ্ক্রিয়া; কিন্তু প্রকাশ্যে সৎ ব্যক্তির ভাব প্রকাশ করা। (২) (१)

ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখ্‌লেই ভয় পায়। যে একবার কাহার প্রবঞ্চনায় ঠকিয়াছে, সে কাহাকেও বিশ্বাস করে না। দুধ খা জলা...অর্থ; নেড়া একবার...অর্থ দেখ।
cf. [illegible] দেখলে ডর পায়!

ঘর পোড়ার কাঠ। ~~দুষ্ট ও অসৎব্যক্তি~~। cf. [illegible]

ঘর নাই তার উপর শিউরি। অলীক বিষয় কল্পনা করা।
cf. [illegible]

ঘর বাঁধতে দড়ি। বিয়ে কত্তে কড়ি॥ টাকার সর্ব্ব কাজেই আবশ্যক হইয়া থাকে। কবি যথার্থ বলিয়াছেন- "টাকা দেখ্‌তে গোল, থাকলে গোল, না থাকলে গোল।"

ঘর বাঁধবে ছাইবে না। ধার দেবে চাইবে না॥ নির্ব্বোধের লক্ষণ।

ঘরমুখো বাঙ্গালী। রণমুখো সেপাই॥ বাঙ্গালীর নিন্দা।

ঘর সন্ধানে বিভীষণ। ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট। গৃহের সকল রহস্যজ্ঞ ব্যক্তি। তাহাকে ক্রুদ্ধ করিলে, অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

ঘর সর্ব্বস্ব ঘরে। আঁচুরি যায় তাবে॥ নিকটে দ্রব্য থাকিলেও, সময়ে সময়ে তাহা অন্বেষণ করিতে, বৃথা পরিশ্রম করিয়া মরিতে হয়।

ঘর কী বৈর ঘরৌলী কী শালা। উস্কী বহু হর লেব বিধালা॥ যে দুষ্ট। স্ত্রীর স্বজনের- সহিত সদ্ভাব নাই, কিন্তু পাড়াপড়সীর

লোক জনের সহিত সদ্ভাব আছে, এমন স্ত্রীর মৃত্যুই ভাল।

ঘরে কে/আমি কলা খাইনি। দোষী ব্যক্তি, নিজ দোষ স্বমুখেই স্বীকার করিয়া ফেলে।

ঘরে ঘরে চুরি। তাই প্রাণ ধরি॥ দুঃখের অনেক সহানুভূতি থাকিলে, দুঃখের লাঘব হইয়া থাকে।

ঘরে ছুঁচোর কেত্তন। বাহিরে কোঁচার পত্তন॥ অপরিমিত ব্যয়ীর লক্ষণ। Sob !

ঘরে নাই ইন্দী। ভজরে গোবিন্দী॥ সামর্থ না থাকিলে, অধিক আস্ফালন করা অনুচিত।

ঘরে নাই অষ্ট রম্ভা। পরের বাড়ি কোঁচা লম্বা॥ ঐ অর্থ।

ঘরে নাই ভাত। কোঁচা তিন হাত॥ ঐ অর্থ।

ঘরে বসে রাজা উজির মারা। বৃথা আস্ফালন করা।

ঘরে বসে বাজার মাকে ড্যাইন বলা। ঐ অর্থ।

ঘরে বসে মাহিনা নেয। এমন মনিব কোথায় পায়॥ সদাশয় ব্যক্তি, যে অপোষ্য গুলিকে প্রতিপালন করে।

ঘরে ভাত নাই। যত্নে ঘাট নাই॥ অমায়িক ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও, লোকের সম্মান, আহ্বান করিতে ত্রুটি করে না।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। আপনার ক্ষতি করিয়া পরের কাজ করা।

ঘরের পাছা। পেটের বাছা॥ নিজ উদ্যানের ফল ও পুত্র, লোকের অত্যন্ত স্নেহের বস্তু।

ঘরের ইন্দুর বাঁধ কাটিলে ধরে রাখে কে। ঘর চোর...অর্থ।

ঘরের গুণ মেজের মাটী। যে আসে সে বিয়োক্ত বেটী॥ লোকে, যে স্থানে যে প্রকার ধারা দেখে, সেই অনুযায়িক

কাজও করে। (মন্দ বিষয়ে উক্ত হয়)।

ঘরের ঢেঁকীর কুমীর হওয়া। স্বজনের অনিষ্টকারী হওয়া। ঢেঁকী বুদ্ধিহীন ব্যক্তি।

ঘরের ভিতর তিনজন। হেগে গেল কোন জন॥ অল্প লোকের মধ্যে অন্যায় কাজ ঘটিলে, একজন না একজন দোষী হইয়া থাকে।

ঘরের মধ্যে আধ ঘরা। ক্ষুদ্র বিষয়ের ভাগ।

ঘরের ষাঁড়ে। পেট ফাড়ে। ঘরের ঢেঁকী...অর্থ।

ঘসে মেজে রূপ। জোর করে সোহাগ॥ স্বাভাবিক রূপও স্নেহই যথার্থ; কপট রূপও স্নেহ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ঘসিতে ঘসিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়। অভ্যাস বলে কঠিন বস্তু সহজ হয়। গাইতে গাইতে অর্থ দেখ।

ঘাটে পানি খাওয়া। কষ্টে সৃষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা। "কিবা পতি দোষ দেখি কৈলে রোষ সত্য কহ মোরে বাণি এ বিরহ জ্বরে যদি পতি মরে কোন ঘাটে খাবে পানি।" কবিকঙ্কণ।

ঘাড় কেন কাত। ঐ এক জাত॥ নিজ স্বভাব কেহ পরিত্যাগ করে না। (কটূক্তি)।

ঘাড়ে হাগা। কোন দুষ্ক কার্য্যে পরাজয় করা।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। আস্তে খেয়ে...অর্থ।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

তোর দিন গেছে মোর দিন আছে॥ স্বজাতির মধ্যে সহানুভূতি না থাকা। "ধন্য সহর কোলকেতা। হেথায় ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা।" (হুতোম)

ঘুঁটে কুড়ুনির বেটা। ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল॥ যে স্থানে যোগ্য ব্যক্তি কেহ নাই, সেখানে বাচাল ব্যক্তির মান্য অধিক হইয়া থাকে। 'বনগাঁয়ে সেয়াল রাজা' দেখ।

ঘুমন্ত বাঘকে চিয়ান। রাগী ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ করা।

ঘোঙ্গা উল্টান। মৃত্যু। ঘোঙ্গা অর্থাৎ সামুক উল্টাইয়া ভাসিতে থাকিলে, অভ্যন্তরস্থ জীবের মৃত্যু প্রকাশ করে।

ঘোড়া দেখে, খোঁড়া হওয়া। ক্ষমতা থাকিতে, অপরকে দেখিয়া অক্ষমতা প্রকাশ করা।

ঘোড়া ভেড়ার একদর। ভাল মন্দ দুই সমান মুড়ি মিছরি একদর অর্থ।

ঘুমসীতে কি করিবে, মুদোর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে!

ঘোড়ার ঘাস কাটা। অলাভ জনক কার্য্য করা।

ঘোল, কুল, কলা। তিন নষ্ট গলা॥ এই তিনটী দ্রব্য ভোজন করিলে, স্বর ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

ঘোল মাগ্তে পেছন ভাঁড়। যাচ্ঞা অপেক্ষা নিজ লঘুত্ব জ্ঞাপক আর কিছু নাই। যদি কাহার নিকট কোন দ্রব্য চাহিলেই, তবে আর লজ্জা করিয়া কাজ কি (?)

চ

চক্ষু থাকিতে অন্ধ। বুদ্ধি দোষে গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলা।

চক্ষুলজ্জার মাথা খাওয়া। অকুণ্ঠিত হইয়া অন্যায় কার্য্য করা।

চখের বালী। অনাদরের বস্তু।

চটকস্য মাংসং ভাগং শতধা। অল্প বস্তুর অনেক ভাগ করিয়া, লোককে বিতরণ করিলে কাহারই মনস্তুষ্টি হয় না।

চড়মেরে গড়। অবিচকের ন্যায় কাজ করিলে, পরে অনুতপ্ত হইতে হয়।

চন্দ্র সূর্য্য অস্তগে, জোনাকী ধরে বাতী। যে কার্য্য ক্ষমতাবান ব্যক্তি করিতে অশক্ত, তাহাতে দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রবৃত্ত হওয়া। পূর্ব্ব ছত্রটী 'ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শৈল সেনাপতি।"

चरसी यार किसके। दम लगाये खिसके॥ চরসপায়ী (স্বার্থপর) কাহার বন্ধু হয় না।

চলেছো যদি বঙ্গে। কপাল যাবে সঙ্গে॥ তুমি যাবে ..অর্থদেখ

চাউল নাই ভাতে ভাত। দরিদ্রের অধিক আশা বিড়ম্বনা।

চাকের মধু কি মিষ্ট হত। মৌমাছি যদি না র'ত॥ —কারণ থাকিলেই কার্য্য হয়।

চাচা আপন বাচা। নিজ চরিত্র অগ্রে সংশোধন কর। উচিত, পরে অন্যকে উপদেশ দেওয়া উচিত। Physician heal thyself

চাঁদ কপালে দীর্ঘ ফোঁটা। মুখে তার সর্ষে বাটা। পরস্পর বিপরীত দ্রব্যের মিলন। (?)

চানের সাক্ষী ফোঁটা। কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয়।

চাপ পড়লে বাপ বলে। চাপ্লে বোঝা বাপের ঘাড়ে। কষ্ট হইলেই, লোকে ঈশ্বরকে স্মরণ করে।

চারি কড়ার চড়ুই, চণ্ডিমণ্ডপে বাস। সামর্থ না থাকিলে বেশী আশা করা অনুচিত।

চার দিনকা চাঁদনি ফির অঁধিয়োর। সুখের সময় শীঘ্র কাটিয়া যায়; অন্ততঃ তাহা বোধ হয়। চাঁদনি=জ্যোৎস্না, শুক্ল পক্ষ; অঁধিয়োর=কৃষ্ণ পক্ষ।

চাল না চুলো। ঢেঁকী না কুলো॥ যাহার থাকিবার স্থান নাই। Vagabond.

চালুনি বলে ছুঁচ ভাঁয়া। তোর মাথায় কেন ছেঁদা॥ আপনার দোষ সমূহ না দেখিয়া পরের দোষ দেখা।

চালে ফলে কুষ্মাণ্ড। হয়ের মার গলায় গরগণ্ড॥ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না। (মৃত্যু-প্র, চ)

চালের দর কত, মামাব ভাতে আছি। কোন বিষয়ের অসঙ্গত উত্তর দেওয়া। কটী ছেলে…অর্থ।

চাষা কি জানে মদের স্বাদ। নীচ ব্যক্তি, মহৎ ব্যবহার করিতে জানে না।

চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোক্কর। যেমন কাজ তাহার সেই প্রকার পরিশ্রম ও আয়োজন করা উচিত। (?)

চাষার বুদ্ধি চড় গরু।

আপনার গরুকে বলে শুধেগোর বেটার গরু। চাষার বুদ্ধি হীনতার প্রমাণ।

চাহিলেন জীরা। পাইলেন হীরা॥ আশাতীত ফল পাওয়া।

চির দিন কভু সমান না যায়। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" ইতি ভাব।

চিলকে বিল দেখান ভাল নয়। লোভী ব্যক্তিকে ধনের সন্ধান বলিলে, ধনের অপচয় হয়। প্র:)

চিল পড়্লে কুটাগাছটাও নে যায়। দুষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা

করিলে, অনিষ্ট ঘটিবেই ঘটিবে।"

চিংড়িমাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট। অল্পদোষে ধর্ম্মের হানি হয়।

চূড়ার উপর ময়ূর পাখা। শোভার উপর শোভা। (ব্যঙ্গ)

চুল চিরে বিচার করা। অতিসূক্ষ্ম বিচার।

চুল নেই খোঁপা বাঁধা। সামর্থ না থাকিলে, আড়ম্বর যুক্ত কাজ অনুচিত।

চুলের সাঁকো ক্ষুরের ধার। কষ্টসাধ্য কাজে কষ্টই হয়।

চেতনেতে অচেতন। প্রেমে টানে যার মন॥

চেনা বামনের পৈতায় কাজ কি। জানিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা বাহুল্য।

চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। উদ্যম থাকিলে, সর্ব্ব অভিষ্ট সিদ্ধ হয়।

চৈতে চৈত কামড়ী। বৈশাখে বোঁতলা মুড়ি॥

চোক দিয়াছেন বিধি। দেখ নিরবধি।

মন্দভাবে চাও। চোখের মাথা খাও॥ পরস্ত্রী দর্শন মহা পাপ; তৎ বিষয়ক প্রবাদ।

চোরকে বলে চুরি কত্তে। গৃহস্থকে বলে সজাগ হতে॥ ধূর্ত্তব্যক্তির চরিত্র জ্ঞাপক প্রবাদ।

চোর ডাকাতের ভয়। পেটে পুরলেই হয়॥ যেস্থানে ইহাদের উপদ্রব অধিক, সেস্থানে ধন সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতে হয়।

চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। অসৎ ব্যক্তি, ধর্ম্মোপদেশ গ্রাহ্য করে না। 'চোর নাহি শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।" (কাশী-মহা-বন)।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। দুর্ঘটনা ঘটিবার সময়, প্রায়ই বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়া থাকে।

চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। চলিত সংস্কার মতে ইহা একটী সাহসিক কর্ম্ম বটে, কিন্তু একাধ্যেটী পণ্ডিতের নিকট পাপ মধ্যে গণ্য!

চোরা চায় ভাঙ্গা বেড়া। অসৎ লোকের মন মন্দ দিকেই গিয়া থাকে।

চোরে কামারে দেখা নাই, সিঁদ কাটী গড়ে। চতুর ব্যক্তি, পরে অলক্ষ্যে নিজ কার্য্য সিদ্ধি করে।

চোরে চোরে মাস্তত ভাই। অসৎ ব্যক্তি সব সমান।

চোরের উপর বাটপাড়ি। দুষ্টব্যক্তিকে ছলে কৌশলে ঠকান।

চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া। দুষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রবঞ্চিত হইলে, দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

চোরের গলা আরনলা।

চোরের মন পুই আঁদাড়ে।

চোরের মন। বোজকার তোন॥

চোবের মন ভাঙ্গা বেড়ায়। চোরা চায় ..অর্থ দেখ। তোন=দিকে; আদাড়=যে স্থানে আবর্জ্জন নিক্ষিপ্ত হয়।

চোরের মার কুরকুট্টি। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি॥ অন্ধকারেই অসৎ ব্যক্তির মনস্কানা সিদ্ধির সুবিধা হয়। কুরকুট্টি=আনন্দ।

চোরের মায়ের কান্না। উঁগরবারও নয় ফুগরবারও নয়॥ কোন বিষয় যাহা প্রকাশ করিতে লোকে লজ্জিত হয়। 'উগরা'=প্রকাশ করা, ফুগরা=গোপন করা।

চোরের রাত্রি বাসই লাভ। বথা লাভ হওয়া।

চৌকীদারি কি ঝকমারি, মার খেতে প্রাণ যায়। অসৎ কার্য্যে, কষ্টই ভোগ করিতে হয়।

চৌষড়িমাত দেখান। আশ্চর্য্য কাণ্ড করা।

চৌদ্দ শাকের মদ্ধিখানে, ওল পরামাণিক। অসৎ ব্যক্তি, নিজ আচরণেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শাকের সহিত 'ওল' খেলেই, গলা ধরিবে।

চ্যাং উঁযায় বেং উঁযায়। খল্‌সে বলে আমি উঁযাই॥ দরিদ্রের, ধনীর তুল্য হইবার আশা করা বিড়ম্বনা। উজাওয়া= উঁচু হওয়া।

ছ

ছকড়া নকডা কবা। তিন ছয নয় করা; বৃথা নষ্ট করা

ছয় নয় কবা॥ অবিবেচনা পূর্ব্বক ক্ষতি করা। (পু-প্র-দ্র)

ছাইচাপা আগুণ। যে দুঃখ কখন দূর হয় না (১) বহুকাল স্থায়ী। (রাজ-কির)

ছাই ছুই করিয়া। রুদ্র পড়ি ঘুমসুরিয়া॥ অন্যায় রূপে অন্য ব্যক্তির দ্রব্য ভোগ করা।

ছাইতে জানেনা গোড় চেনে। বহুদর্শী ব্যক্তি; যে সর্ব্ব-কার্য্যে বিচক্ষণ। গোড়=গোড়া, মূল। ।

ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গাকুলো। অনাদরের বস্তু।

ছাগল বলে প্রাণে মলুম। গৃহস্থ বলে আলুনি খেলুম॥ প্রাণ-পণে কাজ করিলেও, অসন্তুষ্ট ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় না।

ছাগলে যদি যব মাড়ত, তা। ত গরুর দরকার হত না॥ যেটা

॥ যাহার কাজ নয়, তাহা সে কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না।

ছাগলে কি না খায়। পাগলে কি না গায় ॥ বুদ্ধিহীন সব করিতে পারে। (রাজ-হির)

ছাগলের কাজ কি যব মাড়া। ছাগলে যদি...অর্থদেখ

ছাতারের কেত্তন বা নৃত্য। পরের অনুকরণ করা।

ছাতা দে' মাথা রাখা। কষ্টে সাহার্য্যকরা (ক্রোধের সময় বিদ্রূপ অর্থে উক্ত হয়)।

ছাঁচ না কেটে ভাঙ্গো মাথা। তবু না ছাড়িব বড়ায়ের কথা ॥ যাহার যে স্বভাব, তাহা কখন দূর হয় না। বড়াই=দাম্ভিকতা।

ছাঁদন দড়ি, গোদা বাড়ী। যে আমার আমি তারি ॥ দড়িও লাটী কাহার নয়। যখন যাহার নিকট থাকে তখন তাহারই কার্য্যে আসিয়া থাকে।

ছায়া আর কায়া। সমান ধর্ম্মের বস্তু। (ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয়)

ছায়াতে ভুত দেখা। অপ্রকৃত বস্তুকে প্রকৃত বলিয়া জ্ঞান করা। (সন্দেহ স্থলে উক্ত হয়)। (বঙ্গবাসী)

ছার পোকার বিয়েন। অসৎ কর্ম্মের অনেক পৃষ্ঠ পোষক জুটিয়া থাকে।

ছিকল্লি, কাটা টে। যে যত্ন করিলেও, বাধ্যতা স্বীকার করে না।

ছিদ্রেষনর্থাবহুলীভবন্তি। দোষের সংস্কার না হইলে, তাহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন বস্ত্রের ছিদ্র। কোন দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বলিতেছে,—একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং। গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য। তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতংমে। ছিদ্রেষনর্থাবহুলীভবন্তি। একটী দুঃখের শেষ না হইতেই,

আমি সমুদ্র পারে গমনের মানস করি; এমন সময়ে দ্বিতীয় উপস্থিত হইল। দোষের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

ছিল ঢেঁকী হল শূল। কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল॥ শূল=অস্ত্র.

ছিল না কথা হল শাল। আজ বা হউক হবে কাল॥ বিবাদের কথার ভঞ্জন না হইলে, পর পর বৃদ্ধি হইতে পারে।

ছিলাম রুগী হলাম বোজা। অনেক বিষয় দেখিলেই, লোকের বহুদর্শিতা জন্মিয়া থাকে।

ছুঁচ হয়ে ঢোকে, বেটে (ফালা) হয়ে বেরোয়। ধূর্ত্তব্যক্তি, কপটতা পূর্ব্বক নিজ কার্য্য সিদ্ধ করে।

ছুঁচো মারিলে হাতে গন্ধ। মহৎ ব্যক্তির নীচ কাজ করা অনুচিত। (মত্ত্য-প্র-চ)

ছুঁচো বলে গাঁ আমার। অহঙ্কারী দরিদ্রের প্রতি কটূক্তি।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। তার মাহিনা চৌদ্দসিকে॥ সমানগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি (বিদ্রূপাত্মক)।

ছুঁচে মাছি কাটা। অল্প শক্তিতে বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করা।

ছুতরের তিনসী ভানে কাটে খায়। যত থাকে যত যায়॥ যে স্থানে সকলেই কার্য্যক্ষম, সে স্থানে ধনের ক্ষয় হয় না।

ছুঁচোর গু ওষুধে লাগে। ছুঁচো সে পর্ব্বতে হাগে॥ নীচের অযথা সম্মান হইলে, সে অহঙ্কারে মত্ত হয়।

ছেড়ে দিলে ভেড়ে ধরা। এড়েদিয়ে ..অর্থ দেখ।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে। লাখ টাকা স্বপ্ন দেখে॥ সামর্থ না থাকিলেও, অধিক আশা করা।

ছেঁদা ষণ্ডী, চোদ্ধা গাই। চোর পড়শী, ধূর্ত্ত ভাই॥
মুখ হেলে, স্ত্রী নষ্ট। এই ছয়টী বড় কষ্ট॥

এই কয়টীকে বিশ্বাস নাই ; চাণক্য বলিয়াছেন—'দুষ্টা ভার্য্যা, শঠং মিত্রং, ভৃত্যোশ্চোত্তরদায়কাঃ। সসর্পে চ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥" চোরাগাই=যে গাভীদোহন করিবার সময় গৃহস্থকে দুগ্ধ না দিয়া বৎসকে পান করায়।

ছেঁদা ভাঁড়ে জল রাখা। কোন দ্রব্য অন্যায় রূপে নষ্ট করা।

ন্যাংড়ে ল্যাংড়া
~~ছেমড়ে~~ না কর দয়া। ছেমড়া জানে আঠার মায়া॥ কাঙ্গাল ...দেখ। ছেমড়া, 'ছেঁওড়' = মন্দপথ গামী ব্যক্তি।

ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি। অল্প বিষয়ে বেশী কষ্ট বা ধন ব্যয় করা।

ছেলে মুখে বুড় কথা। বিজ্ঞত্ব প্রকাশ করা (বিদ্রুপ)

ছেলের হাতের মোয়া। অনায়াস প্রাপ্তব্য বস্তু।

মেজ
~~ছোট~~ সরাটী ভেঙ্গে গেছে বড় সরাটী আছে।

নাচো কোঁদো বৌ আমার হাতের আঁটকল আছে॥ কৃপণের কথা। আঁটকল=আন্দাজ ; কোঁদা=আহ্লাদিত হওয়া ; কাহার শাশুড়ী বড় কৃপণ ছিলেন, বহুদের ভাত দিবার সময় সরা মাপিয়া দিতেন। দৈবাৎ সরাখানি ভাঙ্গিয়া গেলে, বৌ বড় আনন্দিত হইল ; তাহাতে শাশুড়ী উক্ত কথা গুলি বলিলেন।

ছোট মুখে বড় কথা। ছোট মুখ=নীচব্যক্তি ; বড় কথা= অসন্মানের কথা।

ছোলা দাঁতে গোলা মিশি। রূপ না থাকিলে ভুষণে অঙ্গের শোভা হয় না। ছোলা দাঁত=যে দাঁত সাজান নহে, 'একটী এখানে একটী ওখানে' এইভাবে সন্নিবিষ্ট।

জ

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচ্‌বি কোথা। মৃত্যুর হাত কেহ এড়াইতে পারিবে না। পাপী ও ধার্ম্মিক উভয়েরই ঐ গতি, কর্ম্মানুসারে বিশেষত্ব হইয়া থাকে। (?)

জগতের ভাল কে। যার মনে লাগে যে॥ প্রকৃতির অভিন্নতা হইলেই, সদ্ভাব জন্মিয়া থাকে। **प्रकृति मिलि मन मिलत है अनमिलते न मिलाय। दुध दहिनै जमत है काँजिनै फट याय॥** দধি পড়িলে, দুগ্ধ জমিয়া যায় অর্থাৎ দধি হয়; কিন্তু আমানি পড়িলে, দুধ কাটিয়া যায় অর্থাৎ ছানা হইয়া যায়।

জগন্নাথে গেলে হাড়ির ঝাঁটা খেতে হয়। বৃহৎ কার্য্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

জড়ভরত। নিরীহ ব্যক্তি; যে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে অক্ষম।

জঙ্গলা কভু পোষ না মানে। সদা মন তার কেওড়া বনে॥ নিজ স্বভাব কেহ কখন পরিত্যাগ করে না। জঙ্গলা=বুনো পাখী।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সংসারে মাতা ও জন্মভূমি সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়া।

জনম দুখিনী সীতা। সীতার নাই কেউ মাতা পিতা॥ দীন হীন ব্যক্তি; যাহার দুঃখে সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই। সীতার বিষয় রামায়ণে দেখ।

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে। তিন কর্ম্ম নিয়ে॥ সংসারে ইহাই মানবের লীলা খেলা।

জন্মে করে না লক্ষ্মী পূজা। একেবারে দশভুজা॥ প্রথমেই

বৃহৎ সুতরাং অসাধ্য কার্য্যে প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নহে। নিম্ন হইতে ক্রমে উচ্চে ওঠাই বুদ্ধিমানের কাজ; রাতারাতি কে কোথায় বড় মানুষ হইয়াছে।

জন্মের মধ্যে কর্ম্ম চৈত্র-মাসে রাস। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সর্ব্ব কার্য্যই অসময়ে করিয়া থাকে।

জপ কর তপ কর মর্‌তে জান্‌লে হয়। যাহার বিনা কষ্টে মৃত্যু হয়, সেই পুন্যবান ব্যক্তি।

জব্বর করে সুধান। উচ্চস্বরে বলা। (বাঁকুড়া জিলার বুলি)

জব মীঠা পিছবে বলা কি কি হর ছুপায়ে জায়।

জব দুর্জন হঁসকে মিলা নী সমৃঝো কন্ধ ॥ দুর্জন হাঁসিয়া সম্ভাষণ করিলে, সাবধান হওয়া উচিত। লড়য়ে মেড়া পেছনে সরিলেই জানিবে, পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছে।

জমী অভাবে উঠান চষা। নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি, অনিষ্ট চিন্তাই করিয়া থাকে।

জমীন আসমান ফ়রক্ক। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বস্তুর তুলনা।

জয়কালে ক্ষয় নাই। মরণকালে ওষুধ নাই॥ অদৃষ্টই বলবান। ‘বাড় বৃদ্ধি’র (সুসময়) সময় লক্ষ্মী অচলাই থাকেন। মৃত্যু সময় কোন ঔষধই ফলপ্রদ হয় না।

জল আগে না তৃষ্ণা আগে। কোন বিষয়ের ইচ্ছা হৃদয়ে উপস্থিত না হইলে, তাহাতে মনের প্রবৃত্তি হয় না। (ব্যবহার অনুয়ায়িক অর্থ কর্ত্তব্য)। মাতার স্নেহ আছে বলিয়াই, জামাতার গৃহে অপমান সত্ত্বেও গমন করেন।

জল জল ইন্দ্রের জল। বল বল বাহুর বল॥ বর্ষার জল না হইলে কৃষক আনন্দিত হয় না; বাহুবল না থাকিলে আত্মরক্ষা হয় না।

জল, জোলাপ, জুয়াচুরি। তিন নিয়ে ডাক্তারি॥ ইংরাজি চিকিৎসার নিন্দাজ্ঞাপক প্রবাদ।

জল না খেয়ে থাক্‌বে তুমি। না মরিতো দেখ্‌বো আমি॥ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা জ্ঞাপক প্রবাদ।

জল নেড়ে জোঁকের বল বোঝা। কার্য্য দ্বারা সদসৎলোক অবধারণ করা

জলেই জল বাঁধে।=কোন স্থানে এক বার জল দাঁড়াইলে, ক্রমে ক্রমে জলের পরিমাণ বৃদ্ধিই হইতে থাকে। সুতরাং টাকাতেই টাকার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ। সর্ব্ব দিকেই বিপদ।

জলে থেকে কুমীরের সহিত বাদ। অধীন থাকিয়া, দুষ্ট ব্যক্তির সহিত কলহ করিলে, অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

জলে পাথর পচে না।

জলের আলপানা দেওয়া। অলীক কার্য্য করা

জলের রেখা খলের পিরীত। খলকে বিশ্বাস নাই। সরলয়োঃ সখি সখ্যমনাবিলং। কুটিলয়োর্ঘটনৈব ন জায়তে। যদি ভবেৎ কুটিলে সরলে তদা ন চিরমস্তি ধনুঃশরয়োরিব॥ সরল ও কুটিল ব্যক্তির সদ্ভাব, তির ধনুকের ন্যায় চিরস্থায়ী হয় না।

জলের শত্রু পানা। গাঁয়ের শত্রু কানা॥ 'কানা খোঁড়ার এক গুণ বাড়া'; 'গানাস্ত্র ..অর্থ দেখ।

জহাঁ অন্ন ছিন্‌বানা। বহাঁ সুন্দরী জানা॥ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বত্র যাওয়া যাইতে পারে।

জহুরি না হলে জহর চিন্তে পারে না।, গুণীব্যক্তি, গুণবানের সম্মান করিতে জানে।

জাকী দর্শন হন্ মিলী বাকী দর্শন ভন্।
জাকী দর্শন হন্ নহী বাকী হন্ না ভন্॥ ঈশ্বর সদয় থাকিলে, লোকে দুঃখ ভোগ করে না; নতুবা হতভাগার কপালে আর সুখ কোথায়? হন্=ইহলোকে, ভন্=পরলোকে।

জাগরণে ভয়ং নাস্তি। সর্ব্বদা সাবধানে থাকিলে, কেহ হঠাৎ অনিষ্ট করিতে পারে না।

জাতও গেল পেটও ভর্‌ল না। লোভে পড়িয়া, কোন কাজ করিয়া সুফল ভোগ না করা।

জাত ভিখারীর ভেক্রে কাজ কি। ভিখারীর আবার লজ্জা কি।

[illegible]

জান্‌লেই ভয়। নাজান্‌লে নয়॥ ভয়ের কারণ মনে উপস্থিত হইলেই, ভয় হয় নতুবা নহে। (রাজ-কির)।

জানে না শোনে না মুলে। মাগ্‌কে ডাকে ঠাকুরুণ বলে॥ অবিবেচকের ন্যায় কথা বলা।

জানুভানু কৃশানু শিতের পরিত্রাণ। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তির কথা। (কবিকঙ্কণ)।

জামিন হয় দিতে। গাছে উঠে মর্‌তে॥ পরের ভরসায় কোন কাজ করা উচিত নয়॥

জামাই এল কামাই করে বস্‌তে দেগো পিঁড়ে।
জলপান করিতে দেও সরু ধানের চিঁড়ে॥ জামাইয়ের যত্ন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে।

জামাইর জন্যে মারে হাঁস। ছাই গুষ্টি খায় মাস॥

জাল ছেঁড়া পোলো ভাঙ্গা। যাহা কোন কার্য্যে আইসে না।

জালার উপর পালার বাড়ি। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। (?)

[illegible]

জাহাজের পাছে ~~নোঙ্গর~~। ~~সর্ব্ব কার্য্যে~~ বিপরীত আচরণ।

জিয়ন্ত মাছে পোকা পাড়ান। প্রত্যক্ষ বিষয়, মিথ্যাকরিয়া বলা।

জিলিপির পেঁচ। কূটবুদ্ধি।

जितनि चद्दर देखो उतनि पैर फैलाओ। আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত। Cut your coat according to your cloth.

जिसकर जान सभाव छुटेना जिसे। नीम न मीठी होय सिचौ गुड़घीमें॥ যার যে স্বভাব, তাহা কখন যায় না। নীম, গুড় ঘী দিয়া সিঞ্চন করিলেও, মিষ্ট হয় না। "স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন। পয়সা সিক্তে নিত্যং ন নিম্বং মধুরায়তে"।

जिसकी लाठी उसकी भैंस। দুর্ব্বলের দ্রব্যের উপর, বলবান আধিপত্য করে। Might is right.

জীব মরবে আপন দোষে। কি করবে তার হরিদাসে॥ উপদেশ গ্রাহ্য না করিলে, দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

জুতো মেরেছে অপমান ত করেনি। নির্লজ্জের লক্ষণ।

জুয়াচোরের বাড়ীর কলার, না আঁচালে বিশ্বাস নাই। প্রবঞ্চক ব্যক্তির কথা, কেহ সহসা বিশ্বাস করে না।

যে গর্জায় সে বরষায় না। গাগরজলা... দেখ

निला नाटा। निला खोटा॥ অহঙ্কারী দুষ্ট বালকের প্রতি কটূক্তি। नाटा=বেঁটে; खोटा=দুষ্ট।

জেনে শুনে খেলে ও। কাজ কি পরে সিটিকে নু॥ স্বেচ্ছায় মন্দ কাজ করিয়া, দুঃখ করিলে, লাভ নাই। (রাজ-উক্তি)

जैसा का तैसा। वैसवा का साथ॥ যে যেমন লোক তার উপযুক্ত লোক হইলে সদ্ভাব জন্মে। (মন্দ বিষয়ে উক্ত) যেমন নুনগুল...দেখ।"

জৈসা দেখো গাঁবকিরীত। বৈসা উঠাবো আপন ভীত॥ অধিক লোকে যেমন কাজ করে, সেই প্রকার কাজ করিলে নিন্দা নাই। রীত=ধরণ, চলন ; ভীত=দেওয়াল ; বাড়ি ; বনেদ।

জৈসা দোগে বৈসা পাওগে। যেমন দেবে তেমনি পাবে। আরসী... অর্থ দেখ।

জোঁকের মুখে নুন পড়া। দুষ্টকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। '—চুন দেওয়া' ও হয়।

জাঁকো টোটকা। উন্হীকো ঘমকে পরৈ ফটকা॥ যে পরের অনিষ্ট করিতে যায়, তাহার নিজেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে।

জো গরজতা হৈ বহ বরসতা নহি। বেশী আড়ম্বরে, কাজ অল্পই হয়। জে গরজায় সে বরষায় না।

জোন, জমাই, ভাগ্না। তিন নয় আপনা॥ ইহাদের বিশ্বাস নাই। জোন=জন ; মজুর labourer. (ইহা চলিত কথা)।

জোর কপাল। সুভাদৃষ্ট।

জোর যার। মুলুক তার॥ জিসকী...অর্থ দেখ।

জোছনার ফিনিক ফোটে। চোরের মার বুক ফাটে॥ আলোকে অসৎ ব্যক্তির কার্য্য সিদ্ধি হয় না ; সেই জন্য তাহারা অন্ধকার খোঁজে। 'রাত্রি' কুকার্য্যের মূর্ত্তিসরূপ উক্ত হইয়াছে। night=evil personified.

জোয়ারের জল। যাহা চিরস্থায়ী নহে। ধন জন যৌবন... অর্থ দেখ।

জো নহান ধুলি কানন সো সব দৈব পরৈ।

জিনকা মরৈ সী কংগল নাহি কুশল হাথ জরৈ॥ হিংসক ব্যক্তির কথা ; সে কখন পরের মঙ্গল সহ্য করিতে পারে না।

যেমন বর্ণন শুনিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ হইল; ঈশ্বর যাহার সুদিন দিয়াছেন, সে সর্ব্বদা আনন্দিত থাকে; তাহাতে হিংস্রকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। **অমরৈ**=সুখী ও নিরোগী করা; **মংগল গানা**=আনন্দিত হওয়া **হাব**=হাড়।

জ্বরে পায় না পরে পায়। গুপ্ত প্রণয়ীর প্রতি কটূক্তি। (?)

ঝ

ঝকমারির মাশুল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত (১)। প্রবঞ্চক কর্তৃক প্রবঞ্চিত হওয়া (২)। ঝক (হিন্দী)=মাছ; জীবহত্যা পাপ মধ্যে গণ্য বলিয়া, এই পাপ কার্য্য যে করিত তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত; সুতরাং লুব্ধ হইয়া কোন কাজ করিতে গেলে, কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

ঝড়ের আগে ঢেঁপা দৌড়ায়। লঘুচেতা ব্যক্তি অল্পতেই বিচলিত হয়। হুজুকে হুজুগ খোঁজে।

ঝড়ের আগে ধুলো ওড়ে। কারণ হইতে কার্য্য হয়।

ঝিকে মেরে বৌকে শিখান। উদাহরণ দেখাইয়া, উপদেশ দেওয়া।

ঝি জব্দ কিলে বৌ জব্দ শিলে।
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে॥ হলুদ জব্দ...অর্থ দেখ।

ঝির ঝি কর্‌বে কি। নাতিনী প্রায় নিজের কোন কাজেই আসে না।

ঝোপ বুঝে কোপ। সময় বুঝিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করা। সবুরে …দেখ।

ট

টক টেঁসো আটী সারা। শস্য শূন্য আঁস ভরা।
এই আম বিলাবার ধারা॥ কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত দ্রব্য। ক্রূর ব্যক্তি, প্রায় এই রূপেই লোককে দান করিয়া থাকে। কানা গরু…অর্থ দেখ।

টাকা যার। মোকদ্দমা তার॥ টাকা থাকিলে, সকলেই স্বপক্ষে বলিয়া থাকে। বিচারকের নিন্দা বিষয়ক প্রবাদ।

টাঙ্গন ঘোড়ার বাচ্ছা। বৃথা আত্মশ্লাঘীর প্রতি বিদ্রূপ।

টাটী ঘর না রাখিহৈ পুরুষ ন রাখৈ জীয়।
জো সত্ আপন রাখি হৈ সো কুলবন্তিন্ হোয়॥ সতী স্ত্রী, নিজ সতীত্ব নিজেই রক্ষা করিয়া থাকে; যে হেতু স্ত্রীকে গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া সচ্চরিত্রা করা দুঃসাধ্য। যদি তাই হবে তা হলে 'আরব্য উপন্যাস', 'loves of the harem' ইত্যাদি পুস্তক প্রস্তুত হইত না। সত্=সতীত্ব ধর্ম্ম।

টিপে মারা বসে খায়। বড় গলা দরবারে যায়॥ চালাক চতুর ব্যক্তিই সভায় গমনের যোগ্য।

টোপ পড়িলে খায় না সেই বা কেমন বঁড়শী।
ইসারাতে বোঝে না সেই বা কেমন পড়শী॥ এক ডাকে… দেখ।

ঠ

ঠগ বাছ্‌তে গাঁ উজাড়। অসৎ লোক সংসারে বিস্তর, সুতরাং নিজের কাজ, সৌহার্দ্য প্রকাশ করিয়া সিদ্ধ করা উচিত।

ঠাকুর কে দেখিয়ে কলা। নৈবিদ্য নে ছুটে পালা॥ বিশ্বাসঘাতকতা করা।

ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাইনি। দোষী ব্যক্তি নিজেই স্বাপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলে।

ঠাকুরে করিলে হেলা। রাখালে মারে ঢেলা॥ ঈশ্বর অভাগা করিলে, ইতরব্যক্তিও গ্রাহ্য করে না।

ঠেকে শেখা, আর দেখে শেখা। বুদ্ধিমানের পক্ষে আদর্শ চরিত্রই যথেষ্ট এবং বুদ্ধিহীনের পক্ষে তাহার বিপরীত।

ঠোঁট কাটা কাগ (কাক)। অত্যন্ত মুখর।

ড

ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে নাই। মন্দভাগ্য হইলে, ধন অযথানষ্ট হইয়া থাকে।

ডাইনের মাথায় সর্ষের ফোড়ন। উপযুক্ত শাস্তি।

ডাইনের হাতে পুত সমর্পণ। ক্রূর ব্যক্তির নিকট, আদরের বস্তু দিয়া বিশ্বাস নাই॥

ডাইনের মায়া বোঝা ভার। ক্রূর ব্যক্তিকে বিশ্বাস নাই।

ডাকদিয়ে বলে রাবণ। কলা পোতো আষাঢ় শ্রাবণ॥ এই দুই মাসেই কলার গাছ পুতিতে হয়।

ডুব্‌লো না। তো ডুবিয়ে বা॥ দুঃসময়ে কষ্ট সহ্য করা উচিত।

ডম্মুরের ফুল। অদৃষ্ট বস্তু; যাহা কেহ কখন দেখিতে পায় না।

এপ্রকার প্রবাদ আছে, যে ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়; কিন্তু ইহার ফুলও ফল এক প্রকার হওয়ায়, কাহার চক্ষে প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

ডুলি পার কর্‌বি ত ঘোড়া পার কর। অল্পতে সন্তুষ্ট না হওয়া।

डोलि न काहार। बीबी है तैयार॥ আয়োজন না করিয়া, কোন কাজ করিতে উদ্যত হওয়া। না পাল্কী না বেহারা, বহু সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছেন।

ডোলে গরু সামুকে ধান। অসম্ভব কাজ করা।

ঢ

ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন। ছোট বড় সকলের ধ্বংশ করা বা হওয়া।

ঢাকের কড়িতে মনসা বিকান। লঘু কাজে বৃহৎ আয়োজন করিলে, ধনের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে।

ঢাকের কাছে টিম্‌টিমের বাদ্য। বৃহতের নিকট লঘু দ্রব্যের কেহ মান্য করে না।

ঢাল না তলবার। নিধিরাম সর্দ্দার॥ বিনা সামর্থ্যে আস্ফালন করা।

ঢিলটী পড়্‌লে, পাট্‌কেলটী খেতে হয়। যেমন কাজ করিবে, তেমনি প্রতিফল পাইবে।

ঢিলদিয়ে ঢিল ভাঙ্গা। অন্যকে দিয়া নিজ কার্য্য উদ্ধার করা বুদ্ধিমানের কাজ।

ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কুলোক সর্ব্বত্রই সমান।

ঢোলের পাছে কাঁশী।

ত

তপ্তভাতে ঘী ঢালা। আদর করা।

তর্পণেই গঙ্গা শুকোয় জলসত্র দিতে বসেছি। অল্প ধনে বৃহৎ কার্য্যের আশা পূর্ণ হয় না।

তাঁতী কুলও গেল বোষ্ণব কুলও গেল। দুইদিক নষ্ট করা; একজন চতুর্দ্দিকে মননিবিষ্ট করিলে, কোন কাজই সুসিদ্ধ করিতে পারে না।

তাত সয় ত বাত সয় না। গৃষ্মে শরীরের হানি হয় না, কিন্তু শীত লাগাইলে শরীরের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে। মূর্খ যে অবধি কথা কহে না, সেই পর্য্যন্ত শোভা পাইয়া থাকে।

তাঁবা তুলসী হাতে করে বলা। শপথ করা; দিব্য করা।

তাল, তেঁতুল, দৈ। বদ্দিবলে ওষুধ কৈ॥ রুগ্ন অবস্থায় এই দ্রব্যগুলি ভক্ষণ করিলে, রোগের বৃদ্ধি হয়।

তাল পুকুর নাম ঘটি বোড়ে না। যাহার শুদ্ধ বাহিরেই ভড়ং।

তিন ছয় নয় করা। ধন অযথা নষ্ট করা। 'ছকড়া নকড়া' 'নয় ছয়' দেখ।

তিলকে তাল করা। অল্প বিষয় অনেক বাড়াইয়া বর্ণন করা।

তিল চোর তিলাসন চোর। একটা 'কুটো' চুরি করিলেও, চোর দুর্নাম হইয়া যায়।

তিল পড়্‌লে তাল পড়ে। অল্প অনিষ্ট করিলে, বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তিলটী...অর্থ দেখ।

ত্রিশঙ্কুর সর্গ। নিজের দোষে মনস্কামনার সিদ্ধি না হওয়া।
ত্রিশঙ্কু অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া

অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন। মৃত্যুকালে স্বর্গারোহণ সময়ে ইন্দ্র কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলে, স্বমুখে নিজ যশ বর্ণন করেন; তাহাতে ইন্দ্র বলেন "তুমি ক্ষীণ পুণ্য হইয়াছ, সুতরাং স্বর্গও মর্ত্তের মাঝামাঝি স্থানে থাক"। তাই তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি হইল না।

তুক তাক ছয় মাস। যা কপালে বার মাস। সহস্র চেষ্টাতেও, অদৃষ্ট লিখন কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।

তুফানেতে হাল ধরে না সেই বা কেমন নেয়ে।
কথা পড়লে বোঝে না সেই বা কেমন মেয়ে॥ এক ঠোকর …দেখ।

তুমি বল ছাড়ি ছাড়ি আমি না ছাড়িব।
পায়ের নুপুর হয়ে রুনু ঝুনু বাজিব॥ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা জ্ঞাপক প্রবাদ। (কৃত্তিবাস)।

তুমি যাবে বঙ্গে। কপাল যাবে সঙ্গে॥ তুক তাক…অর্থ দেখ। লোকে মনে করে, আমি এস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইলে, আমার কপালে সুখ হইবে; কিন্তু ইহা ভ্রম, কেননা অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে, লোকে সুখী হয় না।

তুলসী টেঢ় সদাচলি আঈ। রঘুবংশিনকা যাহি নাঈ॥ পূর্ব্বাপর যে রীতি লোকের অনুমোদিত হইয়া আসিয়াছে, সে অনুযায়িক কোন কাজ করিলে, দুষ্য হইতে হয় না। যেমন রঘুবংশীয়েরা সর্ব্বদাই কুটিল নীতি অবলম্বন করিয়াও যশস্বী হইয়াছেন।

তুলোধোনা করা। অত্যন্ত প্রহার। to beat to mummy.

তৃষ্ণা আগে না জল আগে। 'জল আগে না তৃষ্ণা আগে' দেখ।

তেল তামাক ময়দা। যত রগড়াও তত ফয়দা॥

তেল দাও সিঁদুর দাও ভবি ভুলবার নয়। নিজের নির্বন্ধাতিশয় (একগুঁয়ে পানা) বা স্বার্থ পরিত্যাগ না করা।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া। ধনী ব্যক্তিকে সাহার্য্য করা; যাহার কোন বিষয়ের অভাব নাই, তাহাকে কিছু দেওয়া।

तेलीका काम तमोलीकरै (दर्जीकि) चोलीमे आग लागै। যেটা যাহার বৃত্তি নয়, সে তাহা করিতে গেলে নষ্ট করিয়া ফেলে। ‘যার কর্ম্ম তারে সাজে। অন্য লোকে লাঠী বাজে—অর্থ দেখ।

बैरी डाहै परिया परिया। दैवा डाहै एकै बेरिया ॥ মানুষ মানুষের অল্পই অনিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু যমরাজ প্রাণ না লইয়া নিষ্কৃতি দেন না।

তেলে বেগুনে জলে ওঠা। রাগান্বিত হওয়া।

তোপ দাগা=মৃত্যু হওয়া।

তোমার দুঃখ দেখে আমার বুক ফাটে।

তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে॥ মহাত্মা ব্যক্তি, পরের দুঃখে নিজদুঃখাপেক্ষা অধিক দুঃখিত হয়েন।

থ

থাক মান, যাক প্রাণ। ভদ্রব্যক্তি প্রাণ অপেক্ষা মানকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করেন।

থাক কুকুর মনের আশে। ভাত দিব তোরে পোষ মাসে॥ আশা দিয়া বিলম্বে পূর্ণ করা।

থাকে যদি চূড়া বাঁশী। মিলবে রাধার হেন দাসী॥ চতুর ব্যক্তি নানা উপায়ে স্বকার্য্য সিদ্ধ করে।

থাক্‌লে জ্ঞাতি ভাতে খায়। মর্‌লে জ্ঞাতি কাঁদে যায়॥
'দায়াদ' দের নিন্দা জ্ঞাপক প্রবাদ। ভাতে খায়=বিষয়ের অংশ প্রাপ্তির জন্য বিবাদ করে।

থাল ভেঙ্গে থুল। থুল ভেঙ্গে থাল॥ কোন বিষয়ের অনেক রূপান্তর করা।

থালা কাঁশী থাক্‌তে সান্‌কীতে বজ্রাঘাত। পরাক্রমীর সহিত পরাক্রম প্রকাশ করিলেই শোভা পায়; নতুবা নিরীহ ব্যক্তিকে কষ্ট দিলে গৌরব নাই।

থিয়ে তল যাবে তবুনুয়ে ডুব দিবে না। অহঙ্কারী ব্যক্তি নিজে ধ্বংশ হইলেও পরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে না।

থুথ্‌কুড়ি দে ছাতু মলা। সামান্য ধনে বৃহৎ কাজ করিবার চেষ্টা করা।

থোড়বড়ি খাঁড়া, খাড়াবড়ি থোড়। সমান ধর্ম্মী বস্তু।

থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া। অধিক আত্মশ্লাঘা করিলে, অপদস্থ হইতে হয়।

দ

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা। পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা॥
পশ্চিম দ্বারীর মুখে ছাই। উত্তর দ্বারীর কাছে না যাই।
গৃহ নির্ম্মাণের নিয়ম। পুবে হাঁস......দেখ। (পূর্ণশশী)।
আমাদের দেশে দক্ষিণদিকে সদরদ্বার (অর্থাৎ অনাবৃত) রাখা স্বাস্থ্যজনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ উক্ত দিক্ হইতে মলয়ানিল

প্রবাহিত হয় এবং তদ্বিপরীত উত্তর দিক্ হইতে তরাই ও পাহাড়ের অস্বাস্থ্যজনক দুর্গন্ধ ও শীতল বায়ু প্রায়ই প্রবাহিত হয়; সেই জন্য উত্তর দিক্ আবৃত রাখিবার কথাও প্রচলিত আছে।

দশচক্রে ভগবান ভূত। অধিক লোকে সত্যকে মিথ্যা করিয়া বলিলেও তাহাই লোকে বিশ্বাস করে।

ভগবান নামে কোন রাজার একজন প্রিয় সভাসদ্ ছিলেন। ভগবান সভায় উপস্থিত হইলে রাজা অন্য সভাসদ্বর্গের সহিত বাক্যালাপ স্থগিত রাখিয়া ভগবানের সহিতই কথাবার্ত্তা কহিতেন; তাহাতে সকলেই ভগবানের প্রতি ঈর্যান্বিত হইয়া, তাঁহাকে স্থানান্তর করিবার চক্রান্ত করিতে লাগিল। একদা তাহারা সকলে রাজাকে বলিল, 'ভগবানের মৃত্যু হইয়াছে' এবং ভগবানকে বলিল, 'কোন বিশেষ কারণে রাজা তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তুমি সভায় আর যাইও না'। ইহার কিছু কাল পরে রাজা মহাসমারোহের সহিত নগর পরিদর্শন করিতে বহির্ভূত হন। ভগবান রাজদর্শন করিবার এ অবসর পরিত্যাগ না করিয়া, পথ-পার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। রাজা ভগবানকে দেখিয়া, সভাসদ্বর্গকে তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। ভগবান্ আসিলে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইবে বলিয়া, তাহারা রাজাকে বলিল, 'ভগবান্ ভূত হইয়াছেন'; অতএব আমাদের আর ওদিকে অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই। উক্ত হইয়াছে—"চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যঃ ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ। অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যং ভগবান্ ভূতত্বাং গতঃ॥"

দশপুত্র সমো কন্যা যদি পাত্র বুঝে দেয়। কন্যা সুপাত্রের হস্তে পড়িলে, অসময়ে পুত্রের কাজ করিয়া থাকে।

দশদিন চোরের এক দিন সাধের। বার বার অনিষ্ট করিলেই একবার শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

দশ বদ্দি সম অগ্নি। ~~অগ্নি সময় বিশেষে~~ ঔষধের কার্য্য করিয়া থাকে।

দশ মাসের গর্ভ বাৎকর্ম্মেই গেল।

দশমাসের ভর্‌সা, বাৎকর্ম্মেই ফর্‌সা। চিরপোষিত আশার হঠাৎ নাশ হওয়া। (মৃত্যু—প্র, চ,)

দশমুখে ধর্ম্ম। দশজনে যাহা বলে, তাহাই লোকে গ্রাহ্য করিয়া থাকে।

দশে পাঁচে খাই। দিনে তিন নাই। অপরিমিতব্যয়ী ব্যক্তি, ধনসঞ্চয় করিতে পারে না।

দশে মিলি করি কাজ। হারি জিতি নাহি লাজ॥ অনেকে একত্রিত হইয়া কোন কার্য্য করিলে, তাহা প্রায়ই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; ফল ভাল না হইলেও কোন লজ্জা নাই।

দশের লাঠী একের বোঝা। বৃহৎ কার্য্য একজনকে করিতে হইলে, কষ্টকর বোধ হয়।

দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা না বোঝা। হস্তগত দ্রব্যের অনাদর করিলে, পরে অনুতাপ করিতে হয়।

দাঁতে দড়ি দিয়া থাকা। ভোজনে কৃপণতা করা।

দাঁত গেল, এস মা এস। প্রশ্নের অসংলগ্ন উত্তর দেওয়া।

কোন ব্যক্তি, দাঁত নামক তাহার একটী প্রিয় অনুদ্দিষ্ট গাভীকে খুঁজিতে গিয়া, পথে আছাড় খাইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে। অনেক অনুসন্ধানের পর বিফল মনোরথ হইয়া, সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া আইসে। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় পরিবারকে বলিল, 'দাঁত গেল অর্থাৎ দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবার মনে করিল দাঁত গাভি হয় তো আসিতেছে; সে গাভীকে ডাকিল, 'এসো মা এসো'।

দাতা দান দেয় ভাণ্ডারি কা পেট পিরায়। সৎকার্য্যে ধন ব্যয় করিতে নিবারণ করা ভাল নহে। ইহাতে অসাধুতা প্রকাশ পায়।

দাঁতে মিশি দেখন হাঁসি চুলে চাঁপা ফুল।
পরে ধরে পীরিত করে মজাবে দুকুল॥ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের লক্ষণ। (দীন—ন, ত,)

দাসীর পা ধোয়াই তবু কলসীর তল ( ) ধোয়াই না। ভদ্রবংশীয় ব্যক্তিদের ভৃত্যই মান সম্ভ্রমের মূল; সুতরাং ভৃত্যকে দুর্বাক্য বলা অনুচিত।

দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি। পরের ভরসায় কোন কাজ করা। দাদাকে সাহসী মনে করিয়া নিজের বগলে ছুরি লইয়া চলিয়াছে, কিন্তু কার্য্য কালে দাদা সাহস প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

দাদার কথায় বোল বোল। পরের কথায় সায় দেওয়া।

দান যেমন। দক্ষিণে ও তেমন॥ যেমন কাজ তার সেই প্রকার আয়োজন। (বিদ্রুপাত্মক)

দায় মোদ্দার রাজি। ত কি করিবে কাজি॥ বিবাদ পরস্পরের মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া গেলে, বিচারকের আবশ্যক কি।

দাল ন গলনা। কাহাকে ও প্রবঞ্চিত করিবার ইচ্ছা সকল না হওয়া।

দালমে কুচ্ছ কালাহৈ। কোন কার্য্যে অপ্রত্যক্ষ ভাবে শঙ্কা বা গোল যোগ থাকা।

দিন গেল হালে জোলে।
রাত হলে জোনাকির মুখে বাতী জলে॥ দিবস বৃথা নষ্ট করিয়া, রাত্রে প্রদীপ আলোকে দিবসের কাজ করা মূর্খের লক্ষণ। হালে জোলে—আঁলো জ্বালিয়া। (তুলনা কর) রবির কিরণে চাঁদের কিরণে, আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতী। সবে

উচ্চ রবে যারে তারে কবে, ভুতলে বাঙ্গালি অধম জাতি ॥
(রাজ—অব)

দিনে তিন খাই। দশে পাঁচে নাই। দশেপাঁচে...অর্থদেখ।

দিন যায় ত খ্যান যায় না। কোন মুহূর্ত্তে কি ঘটিবে তাহা লোকে জানিতে পারে না। খ্যান=ক্ষণ।

দিলেন দেবতা দিন এত দিন পরে।
মাদারে মালতি লতা উঠিবে আদরে ॥ ঈশ্বর সুসময় দিলেই, লোকে সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়া থাকে। (দীন-ন, ত)

দুইনৌকায় পা দেওয়া। উভয় সঙ্কট অবস্থা; কোন কাজ করিতে কিংকর্ত্তব্য বিমুঢ় হওয়া। To be between the horns of dilemma. যেমন—পরপুরুষ নারীগর্ভ, রাখিলে গর্ভ যেতে ধর্ম্ম নারাখিলে জীব নষ্ট ঘটে। পড়িলে জীব অগাধ জলে, মরিতে হয় ধরিতে গেলে, না ধরিলে পাপ উভয় সঙ্কট বটে। (দাশুরায়)

দুই চক্ষের বিষ। অত্যন্ত অনাদরের বস্তু ॥

দুখীর কপালে সুখ নাই। বিয়েবাড়ি ভাত নাই ॥ মন্দভাগ্য ব্যক্তির সহস্র চেষ্টাতে ও কপালে সুখ হয় না।

দুই সতিনের ঘর কন্না। ঘরের গিন্নি ভাত পান্‌না ॥ সতিন ঘরে থাকিলে, যে কতদুর কষ্ট সহ্য করিতে হয় তা বলা যায় না। ইহাদের পরস্পর আড়াআড়িতে, গৃহের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। চক্ষুদান প্রহসনে ইহার একটী গল্প দ্রষ্টব্য।

দুধ কলা দাও যত। সাপের বিষ বাড়ে তত ॥ ক্রুর ব্যক্তিকে যত্ন করিলেও বশ্যতা স্বীকার করে না। (মনো, প্র-প)

পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং। উপদেশো হি মূর্খানং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥ (হিত)

দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা। হিংস্রক ব্যক্তিকে যত্ন করা।

দুধক্কা জলা মাঠা ফুঁকং পিনাহ্ট। উষ্ণদুগ্ধ পান করিয়া, যে দগ্ধ হইয়াছে, সে ঘোলও ফুঁ দিয়া পান করিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রবঞ্চিত ব্যক্তি কাহাকেও প্রায় বিশ্বাস করে না। A burnt child dreads from fire.

দুঃখে শ্যাল কুকুর কাঁদা। অত্যন্ত দুরবস্থা।

দেখা দেখি শাঁখার নাচন। দরিদ্রের পক্ষে ধনীব্যক্তির কার্য্যগুলি অনুকরণ করা বিড়ম্বনা।

দেখ্ বী ত দেখ না দেখ্ বী ত মোর। অসাবধানে থাকিলে, লোভী ব্যক্তি দ্রব্য অপহরণ করিয়া থাকে। Opportunity the thief

দেখে দেখে লাগল ধাঁধা। পেত্নীর পীঠে পিতল বাঁধা॥ রূপ-
[illegible]
বিহীন হইলে আভরণে শোভা হয় না।

দেখ্ সিঁদুরে। যাহা দেখিতে সুন্দর কিন্তু অপদার্থ। যেমন মাকাল ফল

দেবতার॰পাঁঠা খাওয়া। জয়ী হওয়া।

দেয় থোয় রাখে॰মান। তার নাম যজমান॥ খোসামুদে ব্যক্তি টাকা দিলেই সন্তুষ্ট থাকে। (রামনা-ন, না)

ধ

ধন, জন, যৌবন যেন জোয়ারেরি জল। ঐশ্বর্য্য ও যৌবন চিরস্থায়ী নহে।

ধন থাকিলে সিঁধের ভয়। ভয়ের কারণ থাকিলেই ভয় হয়।

ধন দেখৈজান। আধালেয বাঁট॥ লোভী ব্যক্তিকে ধনের সন্ধান বলিলে, ধনের অপচয় হইয়া থাকে।

ধনীর মাথায় ধর ছাতি। নির্ধনেরে মার লাথী॥ ধনীকেই সকলে সম্মান ও আদর করিয়া থাকে, নির্ধনের কোথাও আদর নাই। (কবিকঙ্কণ লক্ষ্মী বন্দনা দেখ)

ধরাকে সরাজ্ঞান। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া লঘুগুরুকে গ্রাহ্য না করা।

ধর মার কাট খাও। ডেং ডেঙ্গিয়ে মাদল বাজাও॥ দুর্জ্জন ব্যক্তি, নিজস্বার্থ সম্পাদনার্থে, লোককে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ধরে ভগ্রবটান। লোকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাহাকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করা।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। পাপকল্লে ধরা পড়ে॥ ধর্ম্মই পাপ পুণ্যের বিচার কর্ত্তা। (বঙ্গবাসী)

ধান ভানতে শিবের গীত। এক প্রসঙ্গে অন্য বিজাতীয় প্রসঙ্গের উত্থাপনা করা।

ধানের আগড়া উড়ে যায়। মানুষের আগড়া রয়ে যায়॥ ধান গাছের আগড়া অর্থাৎ অগ্রভাগ ফল থাকে না, লোকের অন্নরূপে খাদ্য হইয়া থাকে; কিন্তু মানুষের ফল অর্থাৎ সন্তান থাকিয়া যায়—মনুষ্য বৃদ্ধাবস্থায় লোকান্তর প্রাপ্ত হয়।

ধানাই পানাই কাটী। তিন না মানে সাটী॥ শিশুসন্তান দিগকে এই কয়টী দ্রব্যের নিকট হইতে সাবধানে রাখা

কর্ত্তব্য; কেন না এগুলি শিশুর গলায় আটকাইলে সাটী-ষষ্ঠিঠাকুরুন ও তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থা। ধানাই ধান; পানাই=পান।

ধারকরে কানে সোনা। অপরিমিত ব্যয়ীর লক্ষণ।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি। থাই...অর্থদেখ।

ধিকির ধিকির জাল। সেই সন্ধ্যাকাল॥ এককাজে অন্যায় বিলম্ব করা—অলস ব্যক্তির লক্ষণ।

ধীরেজাল ঘোনোকাটী। তারে বলি দুধ আউটী॥ দুগ্ধজ্বাল-দিবার প্রক্রিয়া বিষয়ক প্রবাদ।

ন

নগরে উঠ্‌তেই বাজারে আগুন লাগ্‌লো। কোন কার্য্যের আরম্ভেই দৈবাৎ ব্যাঘাত হওয়া॥

ন জোরু ন জাঁতা। খুদাসে নাতা॥ যারকেহ তিনকুলে নাই, সেই ঈশ্বরের প্রতি মন নিবিষ্ট করিতে পারে। (১) দুষ্ট ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে ভীত হয় না (২)

ন দেবায় ন ধর্ম্মায়। স্বতঃ প্রবৃত্তহইয়া, কোন কার্য্যের মন্দ পরিণাম করা। উপযুক্ত কার্য্যে কোন বস্তু ব্যবহার না করিয়া বৃথা নষ্ট করা।

নরের মন নারায়ণ জানে। প্রত্যেক লোকেরই মন বিভিন্ন সুতরাং হঠাৎ কাহাকেও বিশ্বাস করা উচিত নহে।

নয় মণ তেলও পুড়বেনা রাধাও নাচ্‌বে না। অসম্ভব কার্য্য গুলি কার্য্যে পারিণত হয় না।

নয়া নৌকর হিরণ মারে। নূতন ভৃত্য প্রথম প্রথম কার্য্যে তৎপরতা দেখাইয়া থাকে।

নরা গজা বিশেশয়। তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়॥

বাইস বল্‌দা তের ছাগলা। এই গুন্‌তে বরা পাগলা॥ মানুষ ও হস্তি ১২০ বৎসর; ঘোড়া ৬০, গরু ২২, ছাগল ১৩ বৎসর বাঁচিয়া থাকে; ইহা বরাহ মিহির গননা করিয়া বলিয়াছেন। 'গণেগেথে বরা'...অপি 'এইগুন্‌তে'র স্থানে একুনে কেহ কেহ বলেন এবং 'বরা'র অর্থ বরাহ=বন শূকর কহেন।

নরে নাড়ে হাতুটী বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা॥ অস্পষ্ট বাক্য। কৃত্তিবাস।

নষ্ট মেয়ের মিষ্ট কথা ঘুনিয়ে বসে কাছে।
কথা দিয়ে কথা ন্যায় প্রাণে মারে শেষে॥ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর কথা।

নস্থানং তিল ধারণং। সঙ্কীর্ণ স্থান।

নাই দিলে কুকুর কাঁধে ওঠে। নীচ ও মূর্খ ব্যক্তিকে অধিক প্রশ্রয় দিলে, তাহারা আর গ্রাহ্যকরে না।

নাতকা জাত ছত্তীসী। খায় পীয়ে পরকী পীসী॥ নাপিতের আবার জাতি কি, সে ত ছত্রীশ জাতের ক্ষৌর কার্য্য করে এবং পরের পেষিত আটা আদি ভক্ষণ করে। পশ্চিমে কেহ কারুর পেশা আটা' খায় না। আমাদের বাঙ্গালা দেশ এই জন্য পতিত হইয়াছে, যে এস্থানে ধর্ম্মবিচার নাই যদি তাই থাকিবে তাহা হইলে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কেন ছত্রিশ জাতির পদদলিত কলের ময়দা আটা রুচি পূর্ব্বক খাইয়া থাকে?

ন্যাকের বদলে নরুন। উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্ত্তে মন্দ দ্রব্যের বিনিময় (দুষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি অর্থে উক্ত হয়) বঙ্গবাসী।

এ প্রবাদের সঙ্কেত একটী বাঁদরের নাকে বেগুন কাঁটা ফুটিয়াছিল। নাপিত বাহির করিতে গিয়া, তাহা ছেদন করিয়া ফেলে। এই ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত বাঁদর তাহার নিকট হইতে নরুনটী কাড়িয়া লয়। অনেকের নিকট এই প্রকার বিনিময়ের পরে একটী ঢোল প্রাপ্ত হইল। এবং তাহা বাজাইতে বাজাইতে নিজ গুণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।

নাকে সর্ষের তেল দিয়া ঘুমান। নিশ্চিন্ত থাকা।

না খেলে যাবে দিন। ধার কল্লে হবে ঋণ॥ সহিয়া থাকিলে, অনেক অপকার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। উপোস...অর্থ দেয়।

নাচ্‌তে জানে না উঠান বেঁকা। কাজ করিবার সামর্থ্য নাই, মিথ্যা পরের দোষ দেওয়া। Bad carpenter quarrels with his tools.

নাচ ন আবৈ আঙ্গন টেঢ। নাচতে...অর্থ। আঙ্গন=উঠান

নাচন আঁবৈ বহুরিয়া কা পাপন। নাচন...অর্থ। 'বধুর পাপ আছে বলিয়া; 'আমার নৃত্য স্মরণ হইতেছে না'।

না আঁচালে বিশ্বাস নাই। যে কথা বলিয়া লোককে অনেক বার প্রবঞ্চনা করিয়াছে; তাহার কথামত কার্য্য না দেখিলে, শুধু কথায় কেহ বিশ্বাস করে না। জুয়াচোরের...অর্থ দেখ।

না চাইতে ঘোড়াটী পেলুম। চাইলে বুঝি হাতিটী দিবে॥ লোভী ব্যক্তির দুরাশা পরিপূর্ণ হয় না।

নাই মাগ নাই পুত। বেড়ায় যেন যমদূত॥ দুষ্ট ব্যক্তি নির্ভয়ে পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। নঙ্গীর...অর্থ দেখ।

নাচুন্তির লাজ নাই দেখুন্তির লাজ। নির্লজ্জ ব্যক্তির আচরণে দর্শকেরই লজ্জা বোধ হয়।

না নদীর কূল। না বৃক্ষের মূল। যে স্থানে আশা পরিপূর্ণ হইবার কোন উপায় নাই। (১) উভয় সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়া কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া (২)।

নাতির নাতি। স্বর্গে বাতী॥ ধনীব্যক্তির বংশের বৃদ্ধি হইলে, লোকে পুণ্যবান্ বলিয়া থাকে।

না পড়াবি পো। ত সভায় নিয়ে থো॥ শিক্ষা দিতে অক্ষম হইলে, পুত্রকে সজ্জন-সমাজে রাখা কর্ত্তব্য।

না বিয়েই কানায়ের মা। কার্য্যের আরম্ভ না হইতে সুপরিণাম চিন্তা করা। গাছেনা...অর্থ।

নাম ডাকে গগন ফাটে॥ যত অধিক আড়ম্বর হয়, কার্য্য তত হয় না।

নাম বড়া। দর্শন ছোটা॥ ঐ অর্থ।

নার উপর গাড়ি, গাড়ির উপর না। যে স্থানে যাহার প্রতিপত্তি সে স্থানে তাহারই ক্ষমতা প্রবল থাকে। নদীতে নৌকার উপর গাড়ি থাকে, ডেঙ্গায় তদ্বিপরীত।

না রাম না গঙ্গা। ভাল মন্দ কোন উত্তর না দেওয়া।

নিজরুচি খাওয়া। পররুচি পরা॥ ভোজন নিজ রুচি অনুযায়িক লোকে করিতে পারে; কিন্তু দশে যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করে তাহা না করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

নিজের বোন ভাত পায় না শালীর তরে মোণ্ডা। উপযুক্ত পাত্রকে দান না করিয়া অনুপযুক্ত পাত্রকে দান করা নির্বোধের কর্ম্ম যেহেতু Charity begins at home।

নিত্য রুগী দেখে কে। নিত্য নেই দেয় কে॥ চিরকাল কেহ অপোষ্য পোষণ করিতে পারে না।

নিদেন কালে রসাসিন্ধু। মৃত্যু কালে ঈশ্বরই ভরসা স্থল। রসসিন্ধুর মৃতসঞ্জীবনত্বপ্রযুক্ত প্রশংসা প্রকাশ করিতেছে।

নিম নিসিন্দা যেথা। মানুষ কি মরে সেথা॥ নিম ও নিসিন্দা বৃক্ষের রোগনাশক গুণ জ্ঞাপকপ্রবাদ।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। অদৃষ্ট লিখন কেহ খণ্ডন করিতে পারে না (রামনা—ন, না)

নিরাখালের খোদায় রাখে। যাহার কেহ রক্ষক নাই, তার রক্ষক ঈশ্বর।

নিরোগ শরীর যার তার বৈদ্য কর্‌বে কি।

পরের ভাতে বেগুন পোড়া পান্তা ভাতে ঘি॥ 'পান্তা ভাতে ঘি' দেওয়া অনাবশ্যক; ইহাতে বিদ্রূপও করা হইয়াছে।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে। সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে॥ নীচ ব্যক্তির কটূক্তি অগ্রাহ্য করা উচিত। (ভারত—বিদ্যা)।

নুন আনুতে পান্তা ফুরুল। তাড়াতাড়ি কাজে, প্রধান উপকরণের অভাব হইয়া থাকে।

নুন যার খাই। গুণ তার গাই॥ সৎ ভৃত্যের লক্ষণ; সৎব্যক্তি উপকারের নিমিত্ত, লোকের কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন।

নেই ঘরে খাঁই বড়। যাহার কিছু নাই, সে প্রায় অধিক আশাই করিয়া থাকে :

নেই মামা চেয়ে কাণা মামা ভাল। কোন দ্রব্য না থাকা অপেক্ষা, তাহা মন্দাবস্থায় থাকিলেও ভাল।

নেকো আঙুলে চল্‌ষে কানা। জল বলে খায় চিনির পানা॥

চল্‌ষে কানা=চল্লিশ বৎসর বয়স হইলে লোকে চক্ষে প্রায় কম দেখিয়া থাকে। নেকা ব্যক্তি তদ্বৎই নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

নেকা বেঁকা ঢল্ ঢলে কাছা। তিনে বিশ্বাস করো না বাছা ॥ বেঁকা (ব্যাঁকা)=ক্রূর ব্যক্তি, স্বার্থপর। ঢলঢলে কাছা=যে কাছার প্রতি লক্ষ রাখে না; সুতরাং সর্ব্ব কার্য্যেই অমনোযোগী ব্যক্তি।

নেবু কচ্‌লাবে যত। তীত হইবে তত ॥ কোন বিষয়েরই অধিক করিতে গেলে, মন্দ পরিণামই ঘটিয়া থাকে। ব্যবহার অনুযায়িক অর্থ করিতে হয়। কোন কথা লইয়া অধিক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে, প্রিয়বন্ধুর মধ্যেও অসন্তোষ জন্মিয়া থাকে।

নীর ঘটত নিত্‌ঘর (নিত্‌কে) ঘর জায়ে। পর গৃহে অধিক গমনাগমন করিলে স্নেহের লাঘব হইয়া থাকে। Familiarity breeds contempt. ঘর ঘর কভু ন জাইয়ে গয়ে ঘটত হৈ জোত। রবি-মণ্ডলমী জাত শশি ক্ষীন কলা ছবি হীন ॥ পর গৃহে গমন করিলে জ্যোতির হ্রাস হইয়া থাকে; রবিমণ্ডলে চন্দ্রের সঞ্চার হইলে, কলার হ্রাস হইয়া থাকে; এবং অমাবস্যায় চন্দ্রদেব কলা বিহীন হয়েন। নীর ঘটত...দেখ।

ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়। নির্ধন ব্যক্তির চোরের ভয় নাই। (বঙ্গ)

প

পড়ে মরে তবু বঙ্গের রাজা। ধনী ব্যক্তি হঠাৎ দরিদ্র হইলেও, তাঁহার কুলের মহানুভবতা পরিত্যাগ করেন না।

পড়ে পাই চৌদ্দ আনা। কুড়ানো জিনিষ পাইলে যথালাভ।

পড়্‌লো কথা সভার মাঝে। যার কথা তার গায়ে লাগে॥ দোষেব কথা উত্থাপিত হইলে, দোষী ব্যক্তি নিজেকে সশঙ্কিত মনে করে।

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা ধার। মূর্খের নিকট উত্তম বস্তুর আদর নাই। (ভারত-বি-সু)

পতি ধনে যেই ধনী সেই ধনীই ধনী।
নিধন সে ধন বিনে বরঞ্চ বাখানি॥ স্ত্রীলোকের পতিই অমূল্য রত্ন। তাহার মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকের মরণই মঙ্গল। (রাম-না-ন-না)

পগা ধরক্কা। বগ্গা সরক্কা॥ চতুব ব্যক্তি আশঙ্কার একটু আভাস পাইলেই অন্তর্ধান হয়। (কু অর্থে ব্যবহৃত)।

পথের গু রথে যায়। যে স্থানে লোকের চলাচল অধিক, তথায় বিমূত্র পড়িলে পায়ে পায়ে উঠিয়া যায়।—লোক পরিপূর্ণ নগরে গুপ্ত কার্য্যের উৎপত্তি হইলে, কেহ তাহা জানিতে পারে না; কিন্তু গ্রামে তাহা হয় না।

পথে হেগে চোখ রাঙ্গান। দোষ করিয়া পরের উপরে বৃথা রাগান্বিত হওয়া।

পরকালে সাক্ষী দেবার জন্য রাখা। কেহ কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যবহার না করিলে, এই বিদ্রূপাত্মক প্রবাদ উক্ত হয়।

পর পিত্তিশি নর। গলায় দড়ি দে মর॥ যে সর্ব্ব বিষয়েই পরের প্রত্যাশী হয়, তাহার জন্মই বৃথা।

দরদু আহি গরিবকা হরসে সহা ন জায়। দরিদ্র দুঃখীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ঈশ্বর সহ্য করিতে পারেন না। আহি=কাতরতা; হর=শঙ্কর; মহাদেব।

পরের দেখে জোলে হাই। যাও আছে তাও নাই॥ যে পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয়, তাহার সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া যায়।

পরের ধনে কপুর নাট। খানপাচহর জুড়ে কাঠ॥

পরের ধনে ধোবার নাচ। ধোপা বলে মোর বারমাস॥ পরের ধন লইয়া কলু ও ধোপার আনন্দ। কলুটোলের শিরোমণি ধোপা মস্ত বাবু। নির্ঝাভাই.. দেখ।

পরের ধনে পোদ্দারি। লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী॥ চতুর ব্যক্তি পরের ধন ব্যয় করিয়াই, নিজ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া থাকে।

পরের ধনে বড়ের বাব। পরের দ্রব্য অন্যায় রূপে লুণ্ঠন করা।

পরের ভাতে বেগুনপোড়া। নিজে কোন বিষয়ে বঞ্চিত হওয়া (রাজ-উৎ, গ্র)

পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গা। চাতুরি পূর্ব্বক পরের প্রাণনাশ করা। অন্যায় রূপে পরের ধন নিজ স্বার্থে ব্যয় করা।

পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে ঠিক দুপুরবেলা॥ অধমর্ণকে উত্তমর্ণের নিকট, সর্ব্বদা অপমানিত হইতে হয়।

পাকা ধানে মই। চিরপোষিত আশার উন্মূলন হওয়া বা করা।.(রামপ্র-পদ), (রাজ-হির)

পাখি পড়ার মতন শেখান। পাখিপড়াইতে যেমন পরিশ্রম করিতে হয় সেই প্রকার পরিশ্রম করা।

পাগলের চৌদ্দ পাগলীর আট। এই নিয়ে দিন কাট॥ ক্ষেপার...অর্থ দেখ।

পাঁচবরে আয়েবরে। একবরে বিয়ে করে॥ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব অনেক স্থানে করা হয়; কিন্তু একবরের সহিতই বিবাহ হইয়া থাকে।

পাগল কি গাছেফলে। আক্কেলেতে পাগল বলে॥ লোক-বিরুদ্ধ কাজ দেখিলেই, লোকে তাহাকে পাগল বলে।

পাটবিচি হাগান। অত্যন্ত প্রহার॥

পাঁড়জি পক্কনায়। বহি চনা গুড়খায়॥ লোকের সাধ্যসাধনায় কোন কাজ না করিয়া, গনস্তাপ উপস্থিত হইলে তাহা করা॥ আগে জামাই...অর্থ দেখ।

পাতাচাপা কপাল। দুরাদৃষ্ট

পাথরকে মারিন মরনা। অদৃষ্টের বল থাকা। (মরনাপন্ন ব্যাধি হইতে নিস্তার পাইলে উক্ত হয়)

পান পান্তাভক্ষণ। এই পুরুষের লক্ষণ॥

আমি অভাগী তপ্তখাই। কোন দিন বা ম'লে (ম'রে) যাই॥ নেকাও দুষ্টাস্ত্রীলোকের চাতুরিযুক্ত কথা। (?)

পাপকল্লে ভুগ্‌তে হয়। ইহাযেন মনে রয়॥ (রাজ-গ্র-উৎ;

পাপকর্ম্ম না ছাপা থাকে। দুদিন পরে জানুবে লোকে॥ (বঙ্গ)

পায়ে ঠেলা। অনাদর করা॥

পায়ের ধুলাও ঝাড়া যাবেনা। অহঙ্কার পূর্ণবচন অগ্রাহ্যকরা।

পিপিলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। দুর্জ্জন ব্যক্তি নিজের অনিষ্ট সাধিবার জন্যই অবাধ্য হয়॥ কৃত্তিবাস

পিটকরেছি কুলো। কানেদিয়েছি তুলো॥ লজ্জাত্যাগ করিয়া, স্বকার্য্য উদ্ধার করা।

পিরীতির কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার॥ স্ত্রীলোকের প্রণয়ে একবার মুগ্ধ হইলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া ওঠে। (হর-হেম)

পুড়েঝুড়ে রাঁছুনি। ছিঁড়ে ঘুঁড়ে কাটুনি॥ অনুশীলন থাকিলেই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

পুতা ভয়ি সপুতা দুক্খ দলিদ্দর গয়ী পয়াল।
পুতা ভয়ি কপুতা তাঁ কুক্কুর খুটে মুতা॥ সুপুত্র থাকিলেই বংশের লক্ষ্মীশ্রী হয়; কুপুত্র জন্মিলে বংশের নাশ হয়। তখন কুকুর ও চালের খোঁটায় মুত্রত্যাগ করে—অর্থাৎ গৃহ আঁস্তাকুড় হইয়া যায়। দলিদ্দর-দারিদ্র্য পয়াল-দূরহওয়া।

পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে।
ঘর করগে ভেড়ের ভেড়ে॥

গৃহ কি ভাবে প্রস্তুত করিলে, স্বাস্থ্যজনক হয় তাহাই এই প্রবাদে প্রকাশ করিতেছে। হাঁস=হাঁস চরিবার পুষ্করিণী; বাঁশ=বাঁশের বন গাছ, যাহাতে ‘পড়ন্ত’ রৌদ্র না লাগে। উত্তর দিক আবৃত রাখার অর্থ এই যাহাতে শীতল অস্বাস্থ্যজনক বায়ু না লাগে। (রহস্য সন্দর্ভ))

পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনের জাতি;
রক্ষা পায় অনেক যতনে। পুরাতন কাপড় ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব

অনেক কষ্টে রক্ষা পায়। দৈব বল না থাকিলে, সতীত্ব ধন নষ্ট হয়। (কবিকঙ্কণ) A fairwoman and a slashed gown, Will find a nail in the way. (ভারতী)

পেট খাঁব কাঁয় কাঁয়। মাগ মাগী টিক্লী ॥ ক্ষুধায় পেট কল্ কল্ করিতেছে মাগ টিপ পরিবার নিমিত্ত ব্যস্ত। দরিদ্রব্যক্তির অধিক আশা করা বিড়ম্বনা।

পেটে খিদে মুখে লাজ। মনের যথার্থ ভাব গোপন করিয়া রাখা।

পেটের ভাত চাল হয়ে যাওয়া। ভয়ে সশঙ্কিত হওয়া (?)।

পেটের শত্তুর মুড়ি। বাড়ির শত্তুর বুড়ী ॥

বুড়ি, ঝি বৌকে সদুপদেশ দেয় বলিয়া, তার প্রতি এই কটূক্তি; মুড়ি খাইলে আমাশয় হইয়া থাকে।

পেটে খেলে পিঠে সয়। মনস্তুষ্টি হইলে কঠিন কাজও সহজ বলিয়া বোধ হয়;

পেট ভরলে আনন্দ। ভজরাম গোবিন্দ ॥ উদর পরিপূর্ণ থাকিলে লোকে সর্ব্ব আনন্দই অনুভব করে।

পেত্নীর হাতে শাঁখা। যে, যে বস্তুর মূল্য বোঝে না, তাহার নিকট সে দ্রব্যের অনাদরই হইয়া থাকে।

পোড়া মন পাসরে মরি।

পরের থালা থেকে আপন থালায় ধরি ॥ চতুর ব্যক্তি নিজ স্বার্থই অন্বেষণ করিয়া থাকে; চাতুরিপ্রকাশ হইলে, নির্ব্বোধতার ভাণ করিয়া থাকে।

পোষের শীত মোষের গায়। মাঘের শীত বাঘের গায় ॥

পৌষমাসই অত্যন্ত শীতের সময়।

পোড়া মাছ উল্‌টে খেতে না জানা। কোন বিষয়ের রহস্য জানিয়াও অজ্ঞতাপ্রকাশ করা।

পেটে () কুঁড়ো মেখে চালকী নাম করা। শক্তি অভাবে অধিক আস্ফালন করা।

পেটে () নাই ইন্দী। ভজরে গোবিন্দী॥ কোন কাজ করিবার সামর্থ্য না থাকিলে, অধিক আত্মশ্লাঘাও চাতুরি করা অনুচিত।

পো নামে পোয়াতি বাঁচে। পুত্রের নামে মাতার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়া থাকে।

প্রহারেণ ধনঞ্জয়। প্রহার করিয়া দূর করিয়া দেওয়া।

কোন ব্যক্তির চারিটি জামাতা ছিল ; তাহারা সকলেই শ্বশুরের গলগ্রহ হইয়া তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিল। শ্বশুর বিরক্ত হইয়া, ভোজনের সময় অনাদর প্রকাশ করিয়া, ক্রমে ক্রমে তিনটি জামাতাকে বিদায় করিলেন। তাহাদের মান ভয় ছিল ; অনাদৃত হইয়া তাহারা একে একে প্রস্থান করিল। ধনঞ্জয় চতুর্থ জামাতা আর কোনমতে গৃহ পরিত্যাগ করে না ; শেষে তাহাকে প্রহার করিয়া বিদায় করিতে হইল।

প্রেম পুৎলেম পাঁকের ভিতর পালাই কেমন করে।
হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ'টী হব তাড়িয়ে যদি ধরে॥ পরস্ত্রীর সহিত প্রণয় করিতে গেলে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়। (ন, ত, —দীন)

প্যায়দার আবার শ্বশুরবাড়ী। পাহারাওয়ালাদের কলঙ্ক বিষয়ক প্রবাদ। ইহারা যাহার তাহার স্ত্রী, ঝি, বৌকে নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ফ

ফস্‌কথায় নেচে ওঠা। অল্প হুজুগে মাতিয়া ওঠা॥

ফাট্‌কা কলে আট্‌কা পড়া। চতুর কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হওয়া।

ফুলের ঘায়ে মুচ্ছ্র্া যাওয়া। অল্প কষ্টে অবসন্ন হইয়া পড়া।

ফলধরা। কার্য্যসিদ্ধির সুত্র পাত হওয়া ((বঙ্গ)

ফেলানা যাওয়া। কোন কাজের উপযুক্ত হওয়া।

ফোঁপরা ঢেঁকীর পাড়ে গুমর। যে অন্তঃসার শূন্য, তার বাহিরেই জাঁকজমক বেশী।

ব

বউ গিন্নি হলে তার বড় ফর্ফরাণি।

মেঘ ভেঙ্গে রদ্দ‚র হলে বড় চড়চড়ানি॥ মেঘের পরে রৌদ্র হইলে, বড় অসহ্য হয়; সেই প্রকার বহু গৃহকর্ত্রী হইলে, সর্ব্বকার্য্যেই ব্যস্ততা প্রকাশ করেন।

বউ বিয়োলো ছেলে. গাই বিয়োলো নই।

এ কৃথা কি কাউকে কই॥ পাছে কু লোক, তোট্‌কা আদি করে বলিয়া, প্রকাশ করিবার প্রথা নাই

বজ্র আঁটুনি ফসকা গিরে। বৈশী আড়ম্বরের সহিত কাজ করিতে গেলে, প্রায়ই সুফল হয় না।

বগল মী ছুরি মুহ মী রাম রাম। ক্রূর, খল ব্যক্তি।

বড় গাছেই ঝড় সয়। মহাত্মারাই, বিপদ আপদ সহ্য করিতে সক্ষম। ‘বড় গাছেই ঝড় লাগে’ অপি।

বড় না কি বিয়ে তার আবার দু পায়ে আল্তা। কার্য্যের সূচনা না হইতেই, তাহার উপকরণ গুলি প্রস্তুত করিয়া রাখা। সামান্য কার্য্যে অধিক আড়ম্বর করা।

বড়নাকি গাঁ তার আবার মাঝের পাড়া। অল্প বস্তুর অনেক ভাগ করা। সামান্য কার্য্যে অধিক আড়ম্বর করা।

বকরা অপনী জানসী গয়া খানেবালা স্বাদহি ন পায়া॥ অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকে কোন মতেই তুষ্ট করা যায় না। ‘ছাগল বলে... দেখ।

বড় বড় হাতী গেল তল। ভেড়া বলে কত জল॥ নির্বোধ ব্যক্তি, আপনাকে সকল অপেক্ষা বুদ্ধিমান মনে করে; যে কার্য্য ক্ষমতাবান ব্যক্তি করিতে অশক্ত, তাহাতে নির্ব্বলের প্রবৃত্ত হওয়া উপহাসাস্পদ। “গাধা বলে আমার এক হাটু জল”; “কানা ঘোড়া এসে বলে আমার কত বল”। এগুলি ও ব্যবহৃত হয়।

বড় বীজকা সিরনীচা হীনা হৈ। মাহাত্মারা বিনা আড়ম্বরে কার্য্য করিয়া থাকেন। যেমন ‘ফলাবনত বৃক্ষ।

বক্তাপর গদহেকো বাপ বনানা পড়্তা হৈ। আপনার কাজ কোন না কোন উপায়ে উদ্ধার করা উচিত।

বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। যে স্থানে ব্রাহ্মণ সজ্জনের বাস নাই সে স্থানে, কিঞ্চিৎ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরই, মান্য হইয়া থাকে। “নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোহপি ক্রমায়তে”।

বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে। জ্ঞান ও বুদ্ধি স্বভাব জাত (বঙ্গদর্শন)

বরের ঘরের মাসি। কনের ঘরের পিশী॥ যে উভয় পক্ষের

ব্যক্তিদের, সন্তুষ্ট রাখিয়া কার্য্য করে। (মন্দভাবে ও ব্যবহৃত হয়)

বর্ষাকালে নদী। বুড়োহ'লে সতী॥ এই সময়ে উভয়ের পূর্ব্বাবস্থা কি ছিল তাহা জানিতে পারা যায় না।

বস্‌তে পেলে শুতে চায়। যে অল্পে তৃপ্ত হয় না। (রামনা। ন. না)

বসে বসে করি কি। বাপের পাছে প্যায়দা দি॥ নিষ্কর্ম্মা থাকিলে, কুলোকেরা প্রায়ই লোকের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে।

বলে আরে মোর তুমি।
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে খেয়ে মরি আমি॥ যে ডাইনে মায়াপ্রকাশ করে। (কা, কু. না)

বসে থাকলুম মেজে বসে। দলে নিলে না চোপ্তার দোষে॥ দুর্ম্মুখো ব্যক্তিকে কেহ স্নেহ করে না। (বঙ্গবাসী)

বন থেকে বেরুল টিয়ে। সোনার টোপর মাথায় দিয়ে॥ ইহা একটী হেঁয়ালী—অর্থ, আনারস। বৃদ্ধব্যক্তির বালকের ন্যায় সাজ সজ্জা দেখিলে, বিপদ্রূপ এবং বালকদের প্রতি আদরভাবে উক্ত হয়।

বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও টোটে। নিরুদ্যমী ব্যক্তি টাকা সংগ্রহ করিতে পারে না।

বসে বসে নেগুড় নাড়া। আলস্যে কালহরণ করা। সামর্থ্যহীন গরু বসিয়া লেজ নাড়িতেই ভাল বাসে।

বহুঘর কৈসা। কহাঁ খুদা নহিঁ পৈঠা॥ ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। (১) 'কোন স্থানে এমন আছে যথায় আমি যাই নাই' এই বলিয়া নিজের বহুদর্শিতা প্রকাশ করা (২)।

বল্গী নৈয়া চৈত চৈতাবৈঁ বল্গী দৈয় বনবাষ ॥ কপট ব্যক্তির লক্ষণ; যে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপদেশ দেয়, সেই কি না আবার বিপদে ফেলে।

বহু আড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া। বহ্বাড়ম্বর...দেখ।

বহুত্ নযানী দিনিয়া মাস। কজ্জা লৈকে পোঁছে আঁস ॥ খুড় শ্বাশুড়ীর কেমন স্নেহ, যে বহুর অশ্রু ঘুঁটে দিয়া পুঁছিতেছেন প্রকৃত মায়া না থাকিলে, লোকের ব্যবহারেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই যে দায়াদের প্রতি কত হিংসা, তাহা এই প্রবাদে বিলক্ষণ প্রকাশিত রহিয়াছে।

বহ্বাড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া। অধিক আস্ফালনে, অল্পই কার্য্য হইয়া থাকে। Great cry little wool

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। কোন কার্য্যে হাত দিলে, অনেক রকমে জড়ীভূত হইয়া পড়িতে হয়। যেমন মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। ধূর্ত্ত ব্যক্তিই বলবানকে দমন করিতে সক্ষম। Cunning beats force:

বাঘের পাছার ( ) ঘা। যাহা ক্রমে মন্দাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। 'বাঁদরের পাছার ঘা' অপি।

বাড়া ভাতে নেড়া গিন্নি। অপরের দ্রব্য, অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করা

বাড়ির কাছে বাড়ি। গাঁ সম্পর্কে খুড়ি॥ অমায়িক ব্যক্তি সকলের সহিত অনায়াসে মিলিতে পারে।

বাপের ঠাকুর। আদরও মান্যসূচক কথা।

বাছুর লড়ে খোঁটার জোরে। বলী ব্যক্তি সহায় থাকিলে

নির্বলী ব্যক্তিও পরাক্রম প্রকাশ করে। "জানামি রে সর্প তব প্রভাব, কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জতি শঙ্করস্য স্থানংপ্রধানং ন বলংপ্রধানং, স্থানস্থিতো কাপুরুষোহপি সিংহঃ॥"

বার নারকোল তের বামনের ঘাড় ভাঙ্গে। অপরিমিত ভার কেহ সহিতে পারে না। গুরু কার্য্যের ভার, অনেকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেলে, কাহার কষ্ট হয় না।

তের জন ব্রাহ্মণ বারটি নারিকেলের একটি কাঁদি এক এক বার স্কন্ধে করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সমুহ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এক একটি নারিকেল এক এক জনে হাতে করিয়া লইয়া গেলে গোটে কষ্ট হইত না।

বাপকা বেটা সিপাহি কা ঘোড়া। কুছ না হোয় তো থোড়া থোড়া॥

পিতার অল্প বিস্তর দোষগুণ, সন্তানে অর্শিয়া থাকে।

বাঘের ভয় যেখানে। সন্ধ্যা হয় সেইখানে॥ মন্দভাগ্যব্যক্তির বিপদ পদে পদে। (দৈ)

বাপনে মারা পিদড়ী বেটা তীরন্দাজ। নীচ ব্যক্তির আস্ফালন সকলের অসহনীয় হয়। (নীচের প্রতি কটূক্তি)। 'বাপে একটী ফড়িঙ্গ বধ করিল, পুত্র ধানুকী হইয়াছে'।

বাপ পিতামোর নাম গেল, হিদেজোলার নাতি॥

কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, পিতৃকুল ছাড়া অন্য অনাবশ্যক পরিচয় দিলে, লোকে উপহাস করে। পিতামোর পিতামহের।

বাপের জন্মে চড়িনি ডুলি। ভেঙ্গে গেল মোর পাছার খুলি। নাবা ডুলি নাবা ডুলি॥ অনভ্যস্ত কাজ করিতে গেলে, অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

বাটালি কোরা বা কাটা=অত্যন্ত কর্কশ। (রামনা-ন, না,)

বাবারও বাবা আছে। সর্ব্ববস্তুরই মূল আছে। কারণ বিনা কার্য্য হয় না।

বামন গেল ঘর। ত লাঙ্গল তুলে ধর॥ জোন ও মজুর দিগকে চক্ষের সামনে খাটাইতে হয়, নতুবা কাজ কামাই করে।

বামন হইয়া চাঁদে হাত। কোন বিষয়ের অনুপযুক্ত হইয়াও, তাহা পাইবার আশা করা।

বার বার মুরগী খেয়ে যাও ধান।
এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ॥ অনেকবার দোষ করিলে, একবার ধরা পড়িতে হয়। (কৃষ্ণনগরের কথা) 'দশবার চোরের...দেখ। (কা, কু, না)

বার মাসের থলি ঝাড়ি। যা চাও তা দিতে পারি॥ দক্ষা পুরন্ধ্রী, গৃহের দ্রব্যগুলি এপ্রকার গুছাইয়া রাখেন, যে যথা সময়ে তাহা পাইতে কষ্ট হয় না (১)। বেদেমাগীর কথা (২)।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় বা টন্‌কো। পিতা অপেক্ষা পুত্রের বুদ্ধির আধিক্য প্রকাশিত হইলে, বিদ্রুপভাবে উক্ত হয় (?)

বিন আদরকো পাহুন ধোব ওঢারি পাঁব। যে স্থানে আদর নাই, তথায় অতিথি হইলে 'উঢ়ারির জলে পা ধোও, এই বলিয়া আদর হইয়া থাকে। পাহুন=অতিথি; ওঢ়ারি=ঘর নিকাইবার হাঁড়ি।

বিধির লিখন কভু না যায় খণ্ডন। যাহা কপালে আছে, তাহ ঘটিয়াই থাকে। (কৃত্তিবাস)

বিন জীব জীবৈ নহী জীবৈ জীব আহার। জীবই জীবের আহার। সংসারে প্রাণীবর্গের মধ্যে, যে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা

হইতেছে, তাহাদ্বারা এপ্রবাদের যথার্থতা বেশ প্রমাণ-করিতেছে। নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা=একটী প্রাণী অপরের ভোজ্য দ্রব্য।

বিন ব্যাহী বিটিয়া মরি কি ঠাড়ী ঊখ বিকায়।

বিন আয়স বৈরী মরৈ কি বহু সুখ কঁহা সমায়॥ দান করিবার পূর্ব্বেই কন্যার মৃত্যু, ক্ষেতেই ইক্ষুর বিক্রয়, এবং বিনা আয়াসে শত্রুর নিধন, একয়টী বড় সৌভাগ্যের বিষয়। পশ্চিমে ব্রাহ্মণ ঘরে কন্যা হইতেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই দায় হইতে রক্ষা পাইবাব জন্যই, রাজপুতেরা সদ্যজাত কন্যার দেহে অসি প্রহারিতে কুণ্ঠিত হইত না।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনার ঘটন।

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি। পুকুরের পুষ্টি॥ চারি দিক হইতে অল্প অল্প দ্রব্য সংগৃহীত হইলে, এক রাশি হইয়া যায়। (বঙ্গবাসী)

বিবাহ তৃতীয় পক্ষে। সে কেবল পিত্তি রক্ষে॥ দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহকেও কেহ ২ নিন্দা করিয়াছেন। (দীনব-ন, ত)

বিবি যবে মানুষ হবে। সাহেব তবে গোর লবে॥ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অত্যন্ত বয়সাধিক্য প্রার্থনীয় নহে।

বিয়ে ফুরুলে ছানলায় লাথী। কাজ হইয়া গেলে, আর উপকারী মনুষ্য বা উপযুক্ত দ্রব্যের প্রতি পূর্ব্ব আদর থাকে না।

বিয়ের সময় ক'নে বলে হাগ্‌বো। কার্য্যের সময় কোন দৈব ব্যাঘাত (?) (১) অবিবেকের কর্ম্ম (?) (২)।

বিষ দাঁত বসানো। গায়ের ঝাল মিটানো॥ লোকে, নিজের উপর আরোপিত দোষ ক্ষালনের জন্য সময়ে সময়ে আরো

পিতাকে, কটুকাটব্য বলিয়া থাকে।

বিষ নেই কুলো পানা চক্র। যে শুদ্ধ কথাতেই বীরত্বপ্রকাশ করিয়া থাকে; যেমন বাঙ্গালি জাতি।

বিস্বা বন্দর অগ্নি জল কি কাটী কুট কলার।
যহ দসৌ আপনী নহী কি সুয়া সুহ সোনার॥ বেশ্যা, বাঁদর, আগুন, জল, গৃহ (?) সৈন্য, শুঁড়ি, টিয়ে পাখী, ছুঁচ, সেকরা এই দশজন কখন আপনার হয় না অর্থাৎ ইহাদের বিশ্বাস নাই।

বিসমোল্লায় গলদ। গোড়াতেই ভুল।

বুকের পাটা পাঁচ হাত হওয়া। অত্যন্ত দাম্ভিক হওয়া (মন্দ পক্ষে)। আত্মীয়ের উন্নতিতে আনন্দিত হওয়া(ভাল পক্ষে)।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। বয়স অধিক হইলে, কোন কাজ ভাল করিয়া, শিক্ষা করিতে পারা যায় না। An old dog learns no trick.

বুড়োর মাথায় শালকী নাচে। আর কি বুড়োর বয়স আছে॥ অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির শরীরের কোন স্ফূর্ত্তি থাকে না; দেহে পাখী বসিলেও টের পায় না।

বুদ্ধিমানের কান কাটা। চতুরতায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও পরাজয় করা।

বুদ্ধি যার বল তার। বুদ্ধি যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলং। পশ্য সিংহ মদোন্মত্ত শশকেন নিপাতিতঃ॥

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল। নিষ্কর্ম্ম থাকা অপেক্ষা কোন কাজ করা উচিত।

বেগার দে’ ছুঁচিও না * * যাবে না। যাহার কাজে মন

নাই, তাহাকে দিয়া সে কাজ করাইতে গেলে, কাজ ভাল হয় না।

বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বোঝা। ইঙ্গিতে মনের ভাব অবগত হওয়া। (ভারত-বি-সু)

বৈরি আবৈ আপ ঘর গহলিজিয়ে বাহ।
কাটনবালা নর পরৈ বিরচ্ছ ন ছোড়ৈ ছাঁহ॥ শক্রও গৃহে আসিলে, তাহার মান্য ও আদর করিবে—দেখ কাঠুরেরা গাছ কাটিলেও, বৃক্ষ আপনার স্বাভাবিক ছায়া পরিত্যাগ করে না। এ প্রবাদে হৃদয়ের কেমন নিষ্কপটতা প্রকাশ করিতেছে।

ব্যাই যত ঘী খায় এক আঁচড়ে জেনেছি। স্বাভাবিক কার্য্য দ্বারাই লোকের অবস্থা ভালরূপে জানা যাইতে পারে।

কোন ব্যক্তি শুনিয়াছিল, তাহার বৈবাহিক ঘী খাইয়া থাকে। একদা ব্যাইর গৃহে উপস্থিত হইল; এবং পাঁচ রকম কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল, দৈবাৎ তাহার ব্যাই দেহ কণ্ডুয়ন করাতে তৈলহীনতাপ্রযুক্ত 'গায়ে খড়ি' উঠিতে লাগিল। তাহাতেই সে অনুমান করিল, লোকে যত মালসাট মারে কার্য্যে তত দেখা যায় না।

ব্যাইর পুতে সাত্ পুত। প্রশ্নের অসঙ্গত উত্তর।

একটী কৌতুকাবহ গল্প আছে—কোন বালককে কেহ জিজ্ঞাসা করে, বাপু! তোমরা কয় সহোদর? বালক—আমি, বাবা, মা, পদ্মপিশি এই চার সহোদর।

বোঝার উপর শাকের আঁটী। অপরিমিত গুরু ভার।

ভ।

ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড় ভাল;

ছোট লোকের সিংহাসন কিছু নয়। ভদ্রের ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট; অভদ্রের ব্যবহারে সকলই অসন্তুষ্ট। (রাজ-কির)

ভবিতব্যং ভবত্যেব। কপালের লিখন ঘটিয়াই থাকে।

ভবি ভুলিবার নয়। এক গুঁয়ে মানুষ, কখন নিজের 'গোঁ' ছাড়ে না। 'তেল দাও সিন্দূর দাও, প্রবাদের পূর্ব্ব ছত্র।

ভরা ভরে সরায় শোধা। অধিক দিবার আশা দিয়া, অল্প বস্তুতেই সারিয়া দেওয়া।

ভাঙ্‌বে তবু মচ্‌কাবে না। অহঙ্কারী ব্যক্তি, কাহার নিকট নম্রতাপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না।

ভস্মে ঘী ঢালা। বৃথা টাকা নষ্ট করা।

ভাগে স্বর্গে যাওয়া ভাল নয়। অংশে ভাল কাজ করিলে, অচতুর ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহেন। সকলেই ধনী ব্যক্তির সহায়। (দৈ) ধনীর মাথায়...দেখ।

ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা। পোড়ো বাড়ি প্রায় ভয়ঙ্কর স্থান হইয়া উঠে।

ভাঙ্গাঘর তুলে দেওয়া। সাহায্য করা (প্রায় বিদ্রুপ ভাবে উক্ত)।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব। অর্থে সর্ব্ব কার্য্যই সিদ্ধ হয়।

ভাত রোচে না রোচে মোয়া। চিঁড়ে রোচে পোয়া পোয়া॥ গৃহস্থ ঘরে সুখভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিলে, কষ্টই হইয়া থাকে।

ভাঙ্গা কপালে সোনা মুঁঠা ছাই মুঠা হয়। দুর্ভাগ্য ব্যক্তির কথা।

ভাত পায় না খাটা মাঁগে। দরিদ্র ব্যক্তির ভাল দ্রব্য ভোজন করিবার ইচ্ছা করা বিড়ম্বনা।

ভাতার ছাড়িতে পারি, তবু বালী ছাড়িতে পারিব না। (?)

ভাব ফেলিয়ে ভাষায় তোষা। শাঁস ফেলিয়ে ছোবড়া চোষা॥ সকল বস্তুরই সার উৎকৃষ্ট। (দৈ) Drink deep or taste not the Piræan spring; For little learning is a dangerous thing.

ভাবনা কিরে কুঠে। তোর মাচা ভরা ঘুঁটে॥ যে দুঃখসাগরে ভাসিতেছে, তাহার কুটোরূপ অল্প আশ্রয়যুক্ত সুখে কি হইবে।

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। কাজ করিবার পূর্ব্বে, কার্য্যের দোষগুণ বিচার করা বিজ্ঞের কর্ম্ম। (ভারত-বি-সু)

বিনা বিচারি যো করৈ সো পাছে পছতায়। কাম বিগারৈ আপনো জগমেঁ হোত হঁসায়॥

ভাল কর্ত্তে পার্‌বো না, মন্দ কর্‌ব, কি দিবি তা বল। দুষ্ট ও হিংস্রক লোকের চরিত্র জ্ঞাপক প্রবাদ।

ভাল ভাল করে গেল কালুর মার কাছে।

শালি [illegible]

কেলের মা ~~বলে আমার বেটার~~ সঙ্গে আছে॥ অসন্তুষ্ট ব্যক্তি, প্রাণ সমর্পণ করিলেও, সন্তুষ্ট হয় না।

ভিক্ষের চাল কাঁড়া আকাঁড়া কি।

ভিখারির আবার পছন্দ কি। অধীন ব্যক্তির অধীন হইয়াই চলিতে হয়। (দৈ) Beggars must not be choosers.

ভিজে বিড়ালকে চিন্তে যুয়ায় না। ধূর্ত্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। (কৃষ্ণ-কা)

ভীটে সর্ষে বুনে দেওয়া। বাস্তু স্থান হইতে নির্ব্বাসন করা।

ভীটে ঘুঘু চরাণ। ভদ্রাসন ভূমিসাৎ করা। (দর্প ও হিংসার কথা)

ভীটে মাটী চাটী করা। ভীটে ঘুঘু...অর্থ।

भीति लीपन। बुढ़िया यौवन॥ পুরাতন দেওয়ালে চূণকাম করিলে যেমন অধিক দিন স্থায়ী হয় না; সেই প্রকার বৃদ্ধার যৌবনও জানিবে।

ভুগো ভড়্চায্যি। যে অনেকবার ঠকিয়া শিখিয়াছে। ভড়্চায্যি =ভট্টাচার্য্য।

ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ। কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা।

ভেবা গঙ্গারাম। যে ভাল মন্দ বিচার করিতে অক্ষম; নির্বোধ।

ভেটে লোক হেঁট হয়। ভেট বা উপহার দিলে, উৎকোচগ্রাহীর মন স্ববশে আনা যাইতে পারে। (রাজ-কির)

ভেরোমের টাটী। লজ্জা নিবারণের অকিঞ্চিৎকর আচ্ছাদন।

भैंसके आगे बीन बाजै भैंसठार पगुराय। মোষের কাছে বীণা বাজিতেছে, মোষ মনের আনন্দে 'জাব কাটিতেছে'। মূর্খের নিকট পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিলে, সে ভার গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ম

মঙ্গলের উষে বুধে পা। যেথায় ইচ্ছে সেথায় যা॥ শুভ যাত্রাদি বিষয়ক 'খনার' বচন। মঙ্গলের রাত্রি প্রভাত 'হব হব' হইয়াছে এই সময়েই যাত্রা শুভ।

মটরের হুড়মুড়িতে মসুরি হয় চেপ্টা। জুয়াচোর ব্যক্তিদিগের দুশ্চরিত্রতার নিমিত্ত অনেক সাধু ব্যক্তিরও কলঙ্ক হয়। যেমন আজকালকার প্রবঞ্চক বিজ্ঞাপন দাতাদের আচরণে সাধুপুস্তক বিক্রেতার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দেওয়া।

মদ্দ বড় তেজী। গাঙ্গের কুলে বসে তাড়িয়ে এলো বেঁজী॥

মদ্দ বড় বাছের বাছ। ঠেস দিয়েছে আমরুলি গাছ॥

মদ্দ চলেছেন পথে। দুব্বোর কোস্তা হাতে॥ এই তিনটীতেই অহঙ্কারী নির্ব্বলের প্রতি কটূক্তি করা হইয়াছে। বাছের বাছ=শ্রেষ্ঠ। দুব্বো=দূর্ব্বা। মদ্দ=মর্দ্দ=মানুষ (ফা)।

মধুপান কর্ত্তে পারি। মাছির কামড় সইতে নারি॥ বিনা আয়াসে উত্তম বস্তু ভোগ করিবার ইচ্ছা করা।

মন চঙ্গা। ন কঠৌতিমে গঙ্গা॥ ঈশ্বর আরাধনায় মন পরিষ্কার প্রথম লক্ষ্য। পরিষ্কার স্থান, পরিচ্ছদ এবং ত্রিপুণ্ড্রাদি কাটিলে বাহ্য আড়ম্বরই প্রকাশ পায়।

মরী মাঈ টুট সগাঈ। অব জিন আবী মেরী ভাঈ॥ কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং সম্বন্ধ ও প্রণয় শিথিল হইল, এখন তাঁলুই ঘরে আর যাইও না, কেন না সংসার স্বার্থেই চলিতেছে।

মণিহারা ফণি। যাঁহার চিত্ত দুঃখে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। (ভারত-বিদ্যা।)

মর্‌বে মেয়ে উড়বে ছাই। তবে মেয়ের গুণ গাই॥ স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস নাই, যেহেতু তাহারা অবলা। তুলসিদাস লিখিয়া,

ছেন—চলনা ভলা নহি কীসকী, দুহিতা ভলা নহি এক। মাঙ্গনা ভলা নহি বাপসেঁ, জী বিধি রাখেঁ ঠেক॥

মনে নরক মুখে স্বর্গ। ‘বিষকুম্ভ পয়োমুখ’; ক্রূর ব্যক্তি।

মনে মনে মিল। লেগে গেল খিল॥ স্বভাবের মিলন হইলেই, প্রণয় দৃঢ় হয়।

মরণ সময় রুগী ঔষধ না খায়। আসন্নকালে বুদ্ধি বিপরীত হইয়া যায়।

মশা মারতে কামান। অল্প অনিষ্ট নিবারণ করিতে বহু প্রয়াস করা।

মহাদেবের দু'টী পুত। একটী দানা একটী ভূত॥ গুণে সকল দুষ্ট ব্যক্তিই সমান।

মনে মনে করে আছি খাব চিঁড়ে দই।
বিধাতা মাপায় বুঝি ধানশুদ্ধ খই॥ মনের অভিলাষ সব সময় পূর্ণ হয় না, কপালের লিখন সর্ব্ব চেষ্টাকেই পরাভব করে।

মরণকালে গঙ্গা পানে ঠ্যাং। কি রাজা কি দরিদ্র মরিলে সকলেরই একগতি হয়।

মন্দের ভাল। নেই মামা...অর্থ।

মরদ কি বাত। হাতী কি দাঁত॥ যে কথা মত কার্য্য করে সেই পুরুষ। বাঙ্গালায় ও ব্যবহৃত হয়। (দীন-ন, ত)

মা অবাস্তে বাপ তালুই। ভাই হন গিয়া বনের বালুই॥ জননী না থাকিলে, পুত্রের যত্ন কেহ করে না। অবাস্তে=অবর্ত্তমানে; বালুই=রাজহাঁস (?)।

মা কা কীঁখ কুম্হার কা আবা। মাতার গর্ভাশয় কুম্ভকারের পোয়ানের ন্যায়, যাহাতে ভালমন্দ দুইপ্রকারই মৃৎপাত্র উৎপন্ন হয়।

মা চায় মুখ পানে। মাগ্ চায় টেঁক পানে॥ মাতার স্নেহ ও স্ত্রীর স্নেহের বিভিন্নতা জ্ঞাপকপ্রবাদ। আর যত...দেখ।

মাগ্ না ছেলে ঢেঁকী না কুলো। চাল না চুলো...অর্থ।

মাগ্ মাগ্ মাগ্। মাগ্ মাথার পাগ্। মাগ্ আগে খাগ্॥ স্ত্রৈণপুরুষের প্রতি কটূক্তি।

মাগুন্তির মা শুধু ভাত খায় না।* যে চাহিতে কোন লজ্জা বোধ করে না, তাহার খাবার কোন কষ্ট নাই।

মাগের কাছে পেগের বড়াই। কাপুরুষ ব্যক্তি, স্ত্রীর নিকটই বিক্রমপ্রকাশ করে (রাজ-কির)

মাঘের শীত বাঘের গায়। পোষের শীত...দেখ।

মাঘে মেঘে একই রীত। যত্র বায় তত্র শীত॥ বায়ুই শীতের মূল।

মাগী ভীখ পুঁছে গাঁব কা জমা। আদার...অর্থ। ভিক্ষা করিয়া কাল কাটায়, গ্রামের জমাওকত জিজ্ঞাসা করিতেছে।
cf. [illegible]

মাছের টোপ গেলা। প্রলোভন দেখাইয়া কার্য্যসিদ্ধি করা (রাজ—কির)।

মাছের মার চোখে জল নাই।

মাছের মার পুত্রশোক। যাহার ঘন ঘন শোক উপস্থিত হইয়াছে তাহার শোক সহ্য হইয়া যায়। ভারতমাতা ভারতবাসীর পরম্পরা দুঃখে মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে পারেন।

মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে শাস্ত কর্লে বকে!
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের বুকে।

যে যাহার চিরশত্রু, তাহাকে তাহার জন্য শোক করিতে

দেখিলে বাস্তবিক হাসি পায়, কেন না ইহা আন্তরিক হয় না। (দীন-ন, ত) বতুত্ মআলি...দেখ।

মাছি মেরে হাতে গন্ধ। সাধু ব্যক্তিকে অল্প অন্যায় কাজের জন্য অনেক দোষী হইতে হয়।

মাথা ধরে বসা। অত্যন্ত কষ্ট হওয়া। (রাসনা-ন-না)

মাথায় পা দেওয়া। সর্ব্বনাশ করা।

মাথা হেঁট করা। কুলের কলঙ্কপ্রকাশ করিয়া লজ্জিত করা।

মাথার ঘাম পায়ে পড়া। অত্যন্ত পরিশ্রম করা।

মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। অকারণ কষ্ট। (১) কারণ হইতে কার্য্য হয়। (২) যাহার যে বিষয়ে কোন স্বার্থ নাই, তাহার সেই বিষয় আলোচনা। (৩) অসম্ভব কথা। (৪) "কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা..." (রামপ্রসাদ)।

মানুষের বাছা ছমাস পচা। গোরুর বাছা ভুলে নাচা॥ শিশুকে ছয় মাস যত্নে লালন পালন করিতে হয়, কিন্তু গোবৎস হইবা মাত্রই ছুটিতে থাকে।

মা না বিয়োলো বিয়োলো মাসী।
ঝাল খেয়ে মলো পাড়া পড়সী॥ যে মাতা অপেক্ষা অপত্যের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে যায়—তাহার প্রতি কটূক্তি।

মার কে আগী ভূত ভাগতা হৈ। প্রহারের ভয়ে দুষ্টও শিষ্ট হয়।

কায়া মদ, যৌবন মদ, ঔ ধনমদ। যঁ তিনো মদ ছাড়ৈ তো পাবৈ কুলছদ॥ সংসার, যৌবন, এবং ধনের গরিমা ত্যাগ করিলে, তবে মানুষ সুখী হয়। কুলছদ=স্বর্গ।

মা মরে ঝিয়ের তরে। ঝি মরে পতির তরে॥ স্বভাবতঃ স্নেহের পাত্রের প্রতিই লোকের মন আকৃষ্ট হয়।

মামার শালা পিশের ভাই। তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই॥ সম্বন্ধ বিষয়ক প্রবাদ।

মার পুত নয়। শাশুড়ির জামাই। কুপুত্রের প্রতি কটূক্তি। পিতা মাতা অপেক্ষা সংসারে পুত্রের প্রতি স্নেহবান্ আর কেহ নাই। আর যত...দেখ।

মায়ে জানে না বাপে কয়। তখন আমি বছর নয়॥ অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

মার পেটের ভাই। কোথা গেলে পাই॥ সহোদর ভ্রাতার ন্যায় বন্ধু নাই। "দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥" রামায়ণ।

মার বুন মাসী। নাদায় ফেলে ঠেশি।

বাপের বুন পিশি। ভাত কাপড় দে' পুশি॥ মাসী পিশির গুণ জ্ঞাপক প্রবাদ।

মার রান্নায় বার মাস সুখ। আপনার মা...দেখ। সহানুভূতি থাকিলেই লোকে পরস্পরের যত্ন করিয়া থাকে।

মারের চোটে ভূত পালায়। মারবো...অর্থ দেখ।

মার চেয়ে অধিক মায়া। তারে বলে ডানের মায়া॥

মার চেয়ে বেদিনী, তারে বলি ডান। মার অপেক্ষা অপত্য স্নেহ আর কাহার নাই; যে তাহা প্রকাশ করে তাহাকে 'কপটী' বলা যায়। দুটি প্রবাদেরই এক অর্থ।

মার্‌বো হাতী লুট্‌বো ভাণ্ডার। পরাক্রমীকে পরাজয় করিলেই বাহাদুরী প্রকাশ পায়, নতুবা "নাছি মারিয়া হাতে গন্ধ" করায় কোন লাভ নাই।

মারে হরি রাখে কে। রাখে হরি মারে কে॥ ঈশ্বরই সর্ব্ব সময়ে লোকের সহায় থাকেন।

মার্কা মারা ধর্ম্মের ষাঁড় চিরদিনই দাগা। চিহ্নিত ব্যক্তিকে চিনিতে কোন কষ্ট হয় না (বঙ্গবাসী) বিদ্রুপাত্মক (?)

মিট্‌মিটে ডান হেলে খাবার রাক্ষস। কপট ব্যক্তি; বিষকুম্ভ পয়োমুখ।

মিঠে লাগ্‌লো ছাঁই। তো ভাতার পুত নাই॥ লোভী ব্যক্তি দ্রব্যের অংশ কাহাকেও দিতে ভাল বাসে না।

মিয়া বিবি রাজি। ত ক্যা করি হৈ কাজি॥ দম্পতির মধ্যে প্রণয় হইলে উচ্চনীচ শ্রেণীর বিচার মনে স্থান পায় না। যার যাতে...দেখ।

মিথ্যা কথা সিঁচা জল কয় দিন থাকে। সিঁচা জল=যে জল নদী পুকুর আদি হইতে ক্ষেত্রে ফেলা হইয়াছে; তাহা রৌদ্রে শুখাইয়া যায়। (কাশী-মহা) 'জলের আঁক খলের পীরিত'।

মিছরির ছুরি। কপট কথা।

মুহ খালসী খোজ কাটাবৈ সক্করি মু'হমা সোবৈ।

ঘাগ কহৈ যহ তিনো ভকুআ উঢ়রি জায় ফির রোয়ৈঁ॥ যাহারা কচা জুতা পরিয়া পায়ে ফোস্‌কা করে, যাহারা সংকীর্ণ স্থানে শয়ন করে, এবং যে স্ত্রী বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া নিজের কুকার্য্যের জন্য পরিতাপ করে ইহারা সকলেই নির্ব্বোধ। ঘাগ=কবির দাস; মুহখাল=মরা চামড়া; সক্করি=সংকীর্ণ ভকুআ=নির্ব্বোধ; উঢ়রি=ভ্রষ্টা পলায়িকা নারী।

মুহ দীজিয়া জীলাই খাই (?)

মুখে আগুন। জীবন্তে দাহ করা।

মুখে কালি চুন দেওয়া। কুলকলঙ্ক প্রকাশিত করিয়া লজ্জিত করা। মুখ কালি করা।

মুখে ফুল চন্দন পড়া। আশীর্ব্বাদ বচন।

মুখ চলা। খাওয়া; ভোজন (১) কটূক্তি করা (২)

মুখে মধু হৃদয়ে ক্ষুর। সেই ত বিষম ক্রূর॥ কপট, ব্যক্তি। (রামনা-ন, না)

মুখ ধরা। অসহায় অবস্থায় পড়িয়া, আত্মরক্ষার নিমিত্ত অভীত কথা বলা। (স্ত্রীলোকের বিষয়ে উক্ত)।

মুড়ি মিছরি এক দর। ছোট বড় সব সমান। অন্যায় স্থানে উক্ত হয়।

মুখটী কুটিল বড় বন্দি ঘাটী সাদা।
এদের মাঝে বসে আছে চট্ট ঠাকুরদাদা॥ ইঁহাদের প্রকৃতি বিষয়ক প্রচলিত প্রবাদ।

মুসলমান। বেইমান॥ মোসলমানের কোন ধর্ম্ম জ্ঞান নাই।

মুণ্ডে আকাশ পড়া। অকস্মাৎ অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া।

মেও ধরা। অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। যেমন—টাকার মেও কে ধরিবে অর্থাৎ এত অধিক টাকা খরচ করিতে অসমর্থ। To bell the cat.

মেঘলা মেঘলা দিন যায়। সেয়ান বৌ তিন বার খায়।
গিন্নি বৌর রাত না পোহায়॥ চতুর ও নির্ব্বোধের কথা।

মেয়ে মেয়ে মেয়ে। ভুষ্ কর্‌লে খেয়ে।
হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে॥ মর্‌বে মেয়ে... দেখ। ভুষ করা=পুড়ান।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত। নিজ বিবেচনা শক্তি অনুযায়িক লোকে কার্য্য করিয়া থাকে।

মোষের সিং বেঁকা। জোঝ্বার সময় একা॥ অদন্তী সাহসী ব্যক্তি, কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

মোহ কটে কটৌক্তী রুক্ষ বোলে। অন্তরভেদী কথা বলিলে, স্নেহের লাঘব হইয়া থাকে।

মোটে মা রাঁধে নাই, তার আবার পান্তা-তপ্ত। দরিদ্র ব্যক্তির কিছুতেই সুখ নাই, খাইবার ইচ্ছা আছে কিন্তু খাদ্য কোথায় পাইবে।

য

যতক্ষণ যোগ। ততক্ষণ ভোগ॥ শরীরে প্রাণের সংযোগ থাকিলেই, লোকে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। 'যতক্ষণ ভোগ' ইতি (রাজ-হির)

যতক্ষণ শ্বাস। ততক্ষণ আশ। প্রাণী মাত্রেরই আশা আছে; দেহান্তেই আশার বিনাশ হয়। আশা বৈতরণী নদী।

যতখানি উবু, ততখানি খল। কপট ব্যক্তি।

যত ছিল উলু বনে সব হল কীর্ত্তুনে।

[illegible] কাস্তে ভেঙ্গে গড়ায়ে কত্তাল॥ যাহার যে ব্যবসায় নয় তাহার তাহা করা বিড়ম্বনা।

যত দুঃখ মনে ছিল। সব দুঃখ ঘুচিল।

প্যানায় ঢাকিল সর্ব্ব গা। স্বর্গ দেখিল দুটী পা॥ পরের হিংসা করিলে দুঃখভোগ করিতে হয়।

একটী মাছরাঙ্গা পাখী মুখে মাছ ধরিতেছিল; তাহা দেখিয়া একটী বকেরও সেই প্রকারে মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল। বকটী উড্ডীন হইয়াই অধোমুখে মাছ ধরিতে প্রবৃত্ত হইল; অনভ্যাস প্রযুক্ত প্যানায় সর্ব্ব শরীর আবৃত হইল; পদ দুটী ঊর্দ্ধভাবেই রহিল এবং এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। ইহাতে মাছরাঙ্গা ঐ প্রকার বিদ্রূপ ভাবে তাহার স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করিতেছে।

যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন। চেষ্টা করিলে সর্ব্বকার্য্যেরই সিদ্ধি হয়।

যত শেষ। তত বেশ॥ সর্ব্ব বিষয়েরই ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। বিদ্রুপার্থে উক্ত হইলে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে।

যত সয়। তত রয়॥ সহ্য করিলে কষ্টের লাঘব হয়।

যত হাঁসী তত কান্না। বলে গেছে রামসন্না॥ অত্যন্ত কোন বস্তুরই ভাল নহে; দেখ অত্যন্ত হাস্য করিতে করিতে লোকের চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ হইয়া থাকে॥

রামসন্না=রামের সৈন্য; বৈষ্ণব। রামভক্ত বলিয়া বৈষ্ণবদিগকে এই উপাধিতে কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দরে বিদ্রূপ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যষ্ঠী যদি কল্লে মন। চিংড়ি হলো কাহন কাহন॥ ঈশ্বর দয়া করিলে দরিদ্র ব্যক্তিও ধনী হইয়া থাকে।

যথা ধর্ম্ম তথা জয়। পাপ কল্লে ভুগ্‌তে হয়॥ ধর্ম্মেরই উন্নতি হয়। ‘যথা কৃষ্ণঃ ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ’।

যদি কশ্চিৎ বরে দোষ কিংকুলেন ধনেনবা। দোষী ব্যক্তিকে পরিহার করিবে, তাহার কুলে বা ধনে লাভ কি? (দীনন, ত)।

যদি পাই হেলে ঘোড়া। ধরি জোড়া জোড়া।
দেখ্‌লে পরে গোখ্‌রো কেউটে অমনি পটল তোলা॥ কাপুরুষ ব্যক্তি, কথায় বেশ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু কার্য্যের সময় আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া ভার।

যদি খায় চণ্ডু। ত ঘোরে মুণ্ডু। মন্দ কার্য্যে কষ্টই হইয়া থাকে (দৈনিক)

যদি দেখ মাকুন্দ চোপা। এক পা না বেরিও বাপা॥ ইহা ‘খনার’ বচন। মাকুন্দ ব্যক্তি দেখিয়া যাত্রা করিলে অমঙ্গল হয়।

যদি দেখে আঁটাআঁটী। কাঁদিয়ে ভিজায় মাটী॥ মিথ্যাবাদিনী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে দোষী করিলে, সে ক্রন্দন করিয়াই নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিতে চাহে। (ভারত-বি,সু)

যদি পাই রূপার কুচি। তবে করি মুচিকে শুচি॥ নীচ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত বাক্য। (দৈ) কবির দাস ও ব্রাহ্মণের বিষয় বলিয়াছেন—কালিকা ব্রাহ্মণ মস্করা তাহিন দীজে দান। কুটুম্ব সহিত নরকে চলা সাথ লিয়ে যজমান॥ কলির ব্রাহ্মণ প্রবঞ্চক, তাহাকে দান দিলে সে যজমান-নরকগামী হয়।

যদি হয় সুজন এক ঘরে নয় জন।
যদি হয় কুজন নয় ঘরে নয় জন॥ ঐক্যতা ও কলহ বিষয়ক প্রবাদ।

যমে টানিলে রাখে কার সাধ্য। মারে হরি... অর্থ দেখ। (দৈ)

যস্মিন্ দেশে যদাচার। কাচা কুলে নদী পার॥ সাধারণে দেশাচার অনুযায়িক সর্ব্বকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতে কালে, দেশাচার ধর্ম্মশাসনরূপে পরিণত হয়।

যাকে দেখ্‌তে নারি তার চরণ ব্যাঁকা। প্রকৃতির মিলন না হইলে, পরস্পরে সদ্ভাব হয় না।

যাকে বল্লুম ছি। তার রৈল কি॥ ছি কথা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

যাচ্‌লে মাণিক বিকোয় না। যাচিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিতে গেলে, লোকে অল্পমুল্যে তাহা কিনিতে ইচ্ছা করে।

যাচে ভেড়ো আর খোঁজে ভেড়ো। সময়ে আবশ্যকীয় দ্রব্য, লোকে অধিক মূল্যে কিনিয়া থাকে এবং আবশ্যক হইলে লোকে নিজ দ্রব্য অল্পমূল্যেও বিক্রয় করে।

যার আছে আগে পাছে। কি কর্‌বে তার সাগে মাছে॥ আগে পাছে-ঘৃত দুগ্ধ, এগুলিই দ্রব্যের সার সুতরাং বলের আধার।

যার জন্য বুক ফাটে। সে আমারে এঁকে কাটে॥ যত্ন করিলেও যাহার সহানুভূতি হয় না; নিষ্ঠুর। (দীনব-ন, ত)

যার ঝি তার জামাই। অন্য লোকের কাটনা কামাই॥ কুপুত্র মাতাকে যত্ন করে না।

যার কাজ তারে সাজে। অন্য লোকে লাঠী বাজে॥ যদি সব কাজই একজনের করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ব্যবসায়ের শ্রেণী বিভাগ হইত না। (ভারত-বি, সু)

যার গলা ধরে কাঁদি তার চোখে নাহি জল॥ প্রকৃতির অমিলনে সহানুভূতি হয় না।

যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। যার গলা...অর্থ দেখ।

যার ধারি তার মরণ কর। যে ধারে তায় টিপে ধর॥ উত্তমর্ণের অমঙ্গল প্রার্থনা করা এবং অধমর্ণকে প্রশ্রয় দেওয়া কুবিচারকের কর্ম্ম। (দৈনিক)।

যার প্রাণ তারই কাছে লোকে বলে নিলে নিলে। বিশেষ তত্ত্ব না অন্বেষণ করিয়া, লোককে দোষ দেওয়া অন্যায়। (দৈ)

যার বিয়ে তার খোঁজ নাই। পাড়া পড়্শীর ঘুম নাই। যে কাজে, প্রধান উদ্যোগীর গা নাই, তাহাতে অন্য লোকে থাকিয়া কি করিবে।

যার খাই। তার গাই। অন্নদাতার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

যায় প্রাণ। থাক্ মান। মহাত্মারা মান রক্ষার নিমিত্ত প্রাণ দিতেও কাতর নহেন।

যার মাথায় পাকা চুল তার নাম বুড়ি।

যার নাম ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি॥ সদৃশ বস্তুর মধ্যে কোন ভেদ নাই। Call a spade a spade.

যার মোটে বিবাহ হয় নাই তার ঠাকুরঝি বলিবার সাধ। দুরাশা

যার যাতে মজে মন। কিবা হাড়ি কিবা ডোম॥ গুপ্ত প্রণয় হইলে, লোকে উচ্চ নীচ জাতি বিচার করে না।

যার লাটী তার মাটী। 'জোর যার মুলুক তার' অর্থ

যার যেখানে ব্যথা, তার সেই খানে হাত। যার যে বিষয়ে কষ্ট, সে সর্ব্বদা তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে।

যার যে রীত। সে ছাড়ে কদাচিৎ। সভাব কোন মতে পরিত্যাগ করা যায় না।

যার শীল তারি লোড়া। তারিভাঙ্গি দাঁতের গোড়া॥ কৃতঘ্ন ব্যক্তি, উপকারীর অপকারই করিয়া থাকে।

যার সঙ্গে ঘর করিনি সেই বড় ঘরনী।
যার হাতে খাইনাই সেই বড় রাঁধুনী॥ লোকে, অন্যের সহিত ঘনিষ্টতা হইবার পুর্ব্বে, তাহারি প্রসংসাই করিয়া থাকে; তাহার পর ঠেকিলে গুণাগুণ জানিতে পারে।

যার হাতে তেলের ভাঁড়। তার লাঙ্গলে মস্তষাঁড়॥ ধনীর বশেই লোকে খাটিয়া থাকে। ১ ধনী ব্যক্তিই ধন ব্যয় করিতে সক্ষম।

যার হাতে মরিবে লক্ষণ তারি অপযশ। হঠাৎ কাহার কর্ত্তৃক কোন অন্যায় কাজ কৃত হইলে, তাহারই অপযশ হইয়া থাকে।

শক্তিশেলে লক্ষণ বিদ্ধ হয়েন, পাছে আকর্ষণে মৃত্যু হয় সেই জন্য তাহা উত্তোলন করিতে কেহ সাহস করিল না। পরে রামচন্দ্র তাহা বাহির করিলেন।

যারে না বামন বলি। তার গায়ে নামাবলী॥ কপট ব্যক্তির প্রতি উক্তি।

যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন ব্যাঁকা। যাকে...অর্থ দেখ।

যারে না ভালবাসি। তার সদাই মন্দ চেষ্টায় থাকি॥ যে যাহাকে ভাল বাসে না, সে তাহার অনিষ্ট চিন্তাতেই থাকে। শত্রুদিগের পরস্পর অসদ্ভাবই থাকে।

যার যখন কপাল ফেরে,

সে ধূলা মুঠা ধরিলেও সোনামুঠা হয়। ভাগ্যই সুখ ঐশ্বর্য্যের দাতা।

যারে রত্ন ভেবে যত্ন করে রাখ্‌লেম চিরদিন।

কে জানে সে গিল্‌টি করা ভিতর ভরা টিন॥ আদরের বস্তু কোন কারণে বিরক্তিকর হইয়া উঠিলে, বড় দুঃখ হয়। (দৈনিক)।

যা শত্রু পরে পরে। চতুর ব্যক্তি শত্রুকে বুদ্ধিবলে প্রবঞ্চিত করে।

যেই দিকে পড়ে জল সেই দিকে ছাতী॥

না মেলে লোকে কেন মোরে বলবে রসবতী॥ নিজ স্বার্থের নিমিত্ত যে লোকের তোষামোদ করে। (রামনা-ন, না)

যে এল চষে, সে রইল বসে। নাড়া কাটাকে খেতে দে কষে॥ যে ব্যক্তি অধিক পরিশ্রমের সহিতকাজ করে তাহার প্রতি অযত্ন করিলে—এই বিদ্রূপ ব্যবহৃত হয়।

যেঁও ভেঁও চাকরি কি ভাত। কোন প্রকারে চাকরি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা।

যেখানে জল সেখানে মাছ। যেখানে পাখি সেখানে গাছ॥ সকল প্রাণীই নিজ নিজ আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া থাকে উপযুক্ত আশ্রয়ে থাকিলে তাহাদের বিঘ্ন নাই। (রাজ-কির)

যেখানে নেই আসল মায়া। সেইখানে বেশী আহা আহা॥ এটা তুলসীদাসের দোহা॥ আন্তরিক স্নেহ ব্যবহারেই জানিতে পারা যায়। (মনোমোহন বসু—প্র, প)

যে থানে বাসনা রথ। সে থানে সিদ্ধির পথ॥ কর্ম্মে ইচ্ছা থাকিলে, তাহা সফল হইয়া থাকে। Where. there is will, there is way—এই ইংরাজি প্রবাদের অর্থগত অনুবাদ। (বঙ্গবাসী)

যেচে মান। কেঁদে সোহাগ। আমাকে মান্য কর এই বলিয়া নিজের মান রক্ষা করা এবং কাঁদিয়া স্নেহ প্রকাশ করা এ উভয়ই অতিকষ্টকর (রাম না-ন না)

যেখানে বাঘের ভয়। সেই খানে সন্ধ্যে হয়॥ বিধাতা অভাগা ব্যক্তির কপালে কখন সুখ দেন না।

যে ডালে বসে সেই ডালে কুড়ুল মারা। নির্বোধের ন্যায় নিজের অনিষ্ট করা।

যেন রামরাজ্য। অতি সুখের সময়।

সেটা বটে। সেটা বটে॥ যাহা জন সমাজে প্রচারিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টেমিথ্যা বোধ হইলেও তাহাতে সত্য আছে (দৈনিক)

যে দেশে যে ভাগা। হাত থাকতে পায়ে শাঁখা॥ প্রত্যেক দেশের দেশাচার বিভিন্ন। যস্মিন......দেশ

যে না জানে উত্তরপুব। তারমনে সদাই সুখ॥ নিষ্কপটী সদাই সুখী।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। মসামারতে গালে চড়॥ পরের অনিষ্ট করিতে গেলে, কষ্ট পাইতে হয়। 'অর্দ্ধেক লাথী অর্দ্ধেক চড়' অপি।

যেমন কুকুর। তেমনি মুগুর॥ যে যেমন লোক, তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত।

যেমন গাদন। তেমনি নাদন॥ পেটুকের শারীরিক অবস্থা বিষয়ক প্রবাদ।

যেমন গুরু তেমনি চেলা। টক ঘোল তায ছেঁদা মালা॥ মন্দ লোক মন্দ শিক্ষাই দিয়া থাকে।

যেমন বুনো ওল। তেমনি বাঘা তেঁতুল॥ ব্যাধির মত ঔষধ (১) দুষ্ট লোকের উপযুক্ত শাস্তি (২)।

যেমন মতি তেমনি কাজ কাঁচ কলাটী ভগবতী।

যেমন দান তেমনি দক্ষিণে। পরস্পর সম্বন্ধ রাখিয়া কাজ করা উচিত। ভাল মন্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত।

যেমন মতি। তেমনি গতি॥ যার যেমন মন, সে সেই প্রকার কাজ করিয়া থাকে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"॥

যে মেয়ে সতিনে পড়ে। তারে বিধি ভিন্ন গড়ে (উ-স-প্র)

যে যাতে রত। কহে তার মত॥ অনুগ্রহকারী ব্যক্তির মতের অনুমোদনীয় কথা বলা উচিত। ইহার প্রথমার্দ্ধ 'খেতে পেলে ছাড়্‌বে না। শুন্‌লে কথা বল্‌বে না'।

যে যারে দেখ্‌তে নারে। সে তারে হাঁট্‌নায় খোঁড়ে॥ পরস্পরে শত্রুতা থাকিলে, ভাল কাজও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

যে রক্ষক। সেই ভক্ষক॥ কপটাচারী ব্যক্তি।

যে রান্ধে সে আর কি চুল বান্ধে। বুদ্ধি থাকিলে, লোকে অল্প সময়ে অনেক কাজ করিতে সক্ষম হয়।

যে শিখাইল ভু। তাকেই দিলি ভু॥ যে উপকার করিল, তাহারই অনিষ্ট করা। ভু (২)=প্রবঞ্চনা। (মৃত্যু-প্র-চ)

দুই প্রবঞ্চক ঘীব্যবসায়ী কোন গ্রামে বাস করিত। প্রথম ব্যক্তি ঘীর মট্‌কীর তলায় মাটীদিয়া মট্‌কী শুদ্ধ বিক্রয় করিত; অপর ব্যক্তি সেই প্রকারে কাদা দিয়া বিক্রয় করিত। দৈবযোগে উভয়েরই উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং সমধর্ম্মী প্রযুক্ত পরস্পরে বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়া গেল। তাহারা উভয়ে বিদেশে বানিজ্যার্থে বহির্গত হইল। তথায় গিয়া মহাজনদিগের নিকট হইতে অনেক টাকা ধার করিল, এবং দেশে পাঠাইতে লাগিল। মহাজনেরা টাকার তাগাদা করায় প্রথম প্রবঞ্চক দ্বিতীয় কে বলিল "টাকা চাহিতে আসিলে তুমি কেবল 'ভু' শব্দ উচ্চারণ করিবে, তাহা হইলে পাগল বলিয়া তুমি পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। সেই সময় দেশে ফিরিয়া গিয়া টাকা রক্ষা করিবে। মহাজনেরা আমাকেও অধিক দিবস কারাগারে রাখিতে সক্ষম হইবে না; কেননা কারাগারে থাকিলে ফরিয়াদিকেই আসামীর খাবার জোগাইতে হয়। আমি ফিরিয়া গেলে আমাকে টাকার অর্দ্ধ অংশ দিবে।" ঘটনার স্রোত এই প্রকারে প্রবাহিত হইলে, প্রথম প্রবঞ্চক দেশে উপস্থিত হইয়া দ্বিতীয়ের নিকট টাকার জন্য গমন করিল। দ্বিতীয় প্রবঞ্চক গুরুর উপদেশানু-

ধায়িক কথার কোন উত্তর না দিয়া কেবল 'ভু' 'ভু' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহাতেই প্রথম প্রবঞ্চক আক্ষেপ করিয়া উক্ত কথাগুলি বলিল।

যে সয়। সেই রয়॥ কষ্টসহিষ্ণুর উন্নতি হয়। (মনো·প্র·প)

যে সার খাবে। সে মাথও খাবে॥ নিজ দ্রব্যের ভাল মন্দ উভয় ফলই লোকে ভোগ করিয়া থাকে।

যৌবন থে নবরূপ থে গাহ্নকথে সবকোঈ।
যৌবন রতন গংবায়কে বাত ন পুছে কোঈ॥ সময়েই সকলে বন্ধু হয় অসময়ে কেহ গ্রাহ্য করে না। স্ত্রীলোকের উক্তি।

র

রথ দেখা হবে, কলাও বেচা হবে। এক উপায়ে দুই কাজ সিদ্ধ করা। একপন্থ...দেখ।

রন্ধনের চাল চর্ব্বনে যায়। অপরিমিত ব্যয়ী ও দরিদ্রের কথা। ‘দারিদ্র দোষোগুণরাশি নাশী।’ ঘটকর্পর।

রসরী কব্‌ পৌঢ় হোনা। দীর্ঘপরমায়ুবিশিষ্ট।

রসের নাগর রূপের সাগর যদি ধন পাই।
আদর করে করি তারে বাপের জামাই॥ (দীন-ন-ত)

রহুয়া মহুয়া খিন্ রহ্লোয়। ভনুকে মাথে কর্জ ন ঘাঁহ॥ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না। জন জামাই...দেখ।

মহুয়া একপ্রকার গাছ। পশ্চিম বাসীরা ইহার ফুল অনেক প্রকারে খাইয়া থাকে। গমের সহিত পিসিয়া রুটী করিয়া খায়; হালুয়া করিয়া খাইয়া থাকে। ইহা দরিদ্র ব্যক্তির আহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। চৈত্র মাসে ইহার ফুল পড়িতে আরম্ভ হয় তাহাকে পশ্চিমে ‘ফূল চুনা’

বলে। আবার ইঁহার 'মদ' ও প্রস্তুত হয়। 'পথিকের ভরসায় মহুয়ার গাছ থাকিলে, গাছের যত্ন হয় না।'

রাখাল সভায় যা, রাজসভায় তাই। সুবিচার সর্ব্বত্রই সমান। রাখাল যেমন বিচার করিবে, বিদ্বানব্যক্তি ও সেই প্রকার বিচার করিবেন।

রাখালের হাতে শালগ্রামের মরণ। যে, যে বস্তুর আদর জানে না, তাহার নিকট সে বস্তুর মান্য নাই। পেত্নীর...দেখ।

রাখে হরি মারে কে। মারে হরি রাখে কে॥ ঈশ্বরই জীবন মৃত্যুর মুলাধার।

রাগে হাগে। ফেল্‌তে ছমাস লাগে॥ কোন অনিষ্ট জানিয়া শুনিয়া কৃত হইলে, তাহা সংশোধন করিতে অনেক বিলম্ব লাগে।

রাজা তেজ চন্দ্র। বর্দ্ধমানের রাজা; জাল প্রতাপ চাঁদের পিতা; মানী ও অহঙ্কারী ব্যক্তি, যে গর্ব্ব ভরে কাহার সহিত কথা কহে না।

একদা তিনি লালমুনিয়া পাখী স্বর্ণপিঞ্জরে লইয়া পড়াইতেছেন, ইত্যবসরে একটি লোক আসিয়া বলিল 'আপনার এক লক্ষ টাকা অমুক ব্যক্তি আত্মসাৎ করিয়া কোথায় পলাইয়াছে'—রাজা বলিলেন 'চুপ্‌কর্ হামারা লাল চমক্ উঠেগা।' জাল প্রতাপচাঁদ দ্রষ্টব্য।

রাজারও রেওৎ নয়। সেধোর ও খাতক নয়॥ স্বাধীন বৃত্তিজীবী ব্যক্তি। সেধো=সাধু, মহাজন। (উ॰স·প্র)

রাজার হাল সর্গে বয়। এক বল্‌তে শতেক ধায়॥ ধনীর সেবা করিতে সকলেই ইচ্ছুক। "সেবিতব্যঃ মহাবৃক্ষঃ ফলছায়া সমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলংনাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে।" (হিতোপদেশঃ)

রাঁড় মেহারু বিননাথা ভৈঁসা। যে বিগরৈ তৌকরৈ কৈসা ॥ বিধবা নারী এবং যে মহিষের নাকে দড়ি নাই, ইহারা ক্ষেপিলে মহা অনিষ্ট করিতে পারে। নাথ=বলদের নাকের দড়ি।

রাত কামহু কণ্ডা বিনন জায়। দিন কামহু কৌবা দেখ ডরায় ॥ 'বধূ রাত্রিতে ঘুঁটে কুড়াইতে যায়, কিন্তু দিবসে কাক দেখিলেই ভীতা হয়।' ভাল ও সুচরিত্রতার ভাণ করা। গাঁবেড়ায়... দেখ।

রাম ও নাই অযোধ্যাও নাই। অত্যন্ত দুরবস্থা।

রামরাজ্য সুবিচার ও ন্যায়ের কাল; অত্যন্ত সুখের কাল।

রাঁধ্‌তে সয়। বাড়্‌তে সয় না ॥ অস্থির মতি সর্ব্বকার্য্যে ব্যস্ত।

রূপনিয়ে কি ধুয়ে খাবে। চুলনিয়ে কি পেতে শোবে। স্ত্রীলোকের সচরিত্রতাই প্রধান গুণ। কি পুরুষ কি স্ত্রী-নির্গুণ হইলে, আদর নাই। (গুরু)

রুষ্‌বেন জামাই নিবেন ঝি। এর বাড়া আর কর্‌বেন কি ॥

রোগ ঘটত কুছ ঔষধ খায়ে। প্রীত ঘটত কট হি কুছ বোলি ॥ নেহ ঘটত নিত্‌কে ঘর জায়ে ॥ ঔষধ খাইলে রোগ যায়; অন্তর ভেদী কথায় স্নেহ যায়; পর ঘরে নিত্য গমন করিলে সম্মান টুকু ও আদর যায়। পৃথক ২ দেখ।

রোগ হলে বিকার হবে। শরীরে একটা দোষের উৎপত্তি হইলে, ক্রমে সেই দোষের পোষণে, অনেক দোষ উৎপন্ন হইতে পারে। 'ছিদ্রেষ্বনর্থাবহুলীভবন্তি।'

রোগ মাত্রেরই উপসর্গ আছে। রোগ হলে...দেখ। (বঙ্গবাসী)

রোদের বেলা মদ খায়। বিষ্টির বেলা ঘর ছায় ॥ সর্ব্ব কার্য্যেই বিপরীত আচরণ করা।

ল

লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ। দুষ্ট ব্যক্তি শিষ্টের নিন্দাই করিয়া থাকে।

লঘু গুরু মানে না। পুণ্য করে জানে না॥ যে গুরুতর ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা এবং লঘুতর ব্যক্তিকে অনাদর করে, সে ত পাপী; তাহার জ্ঞান গোচর নাই।

লঙ্কা ভাগ করা। কার্য্যারম্ভের পুর্ব্বেই ফলাফলের চিন্তা করা।

লঙ্কায় যে আসে সেই হয় রাক্ষস। দুষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে সাধুর ও দুষ্ট সভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

লাই দিলে কুকুর কাঁধে ওঠে। নীচকে প্রশ্রয় দিলে সে আর গ্রাহ্য করে না। নাই...দেখ।

লাখ টাকা লাখ টাকা। কুকুড়ি দশ টাকা॥ নির্ব্বোধের কথা; যে হিসাব কিছু বোঝে না। যেমন লাখ=লাখ; কিন্তু কুকুড়ি অর্থাৎ চল্লিশ সংখ্যার সময় মোটে দশ।

লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়। দুরদৃষ্ট হইলে, লাভেও ক্ষতি হইয়া যায়।

লাভের ব্যাংটা। অপচয়ের ঠ্যাংটা॥ অল্প লাভ অনেক ক্ষতি।

লালচ বুরি বলা হৈ। লোভ একটী অনিষ্টকর আপদ।

লাপ্‌ডিঙ্গের মরণ গাছের আগায়। অসম সাহসিক ব্যক্তির অপঘাতেই মৃত্যু হয়।

লেখা গরু বাঘে খায় না। লিখিত বস্তুর বিস্মৃতি হয় না।

লেখা পড়া ঘোড়ার ডিম কপালমাত্র সার।

চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয় রাম চড়ে ঘোড়া॥ কপাল বা ভাগ্যই

অন্য সকল চেষ্টা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দুই ভাইয়ের মধ্যে এক জন ধনী অপর নির্ধন।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

লোহার কলাই ভাজা। অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য।

শ

শক্ত মাটিতে বেরাল হাগে না। বলবান ব্যক্তিকে সকলেই ভয় করে, নিরীহের উপর বিক্রম প্রকাশ করে।

শক্তর তিন কুল মুক্ত। বলবানের সকলেই সহায়।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। দুষ্ট লোকের সহিত দুর্ব্যবহারই করা উচিত। (রামনা-ন-না)

শত শত লাথা খান। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান॥

কোন কুলটা স্ত্রী রাত্রে অভিসারে গমন করিত। অল্প বিলম্ব হইলেই, উপপতির ক্রোধের সীমা থাকিত না তজ্জন্য প্রহারের ত্রুটি হইত না। একদা তাহার ধর্ম্মপতি পরিহাস ছলে একটী ফুল ছুড়িয়া মারেন; তাহাতেই স্ত্রীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া তাহার সখি উক্ত বচন গুলি বলিল। স্ত্রী চরিত্র বোঝা ভার।

শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনং। শরীর রক্ষা করা প্রথম ধর্ম্ম

শরীরের নাম মহাশয়। যা সহাও তাই সয়॥ জিতেন্দ্রিয় পুরুষের উক্তি।

শাপে বর হওয়া। মন্দ করিতে গিয়া ভাল হওয়া।

ভগীরথ রাজা মাংশপিণ্ডরূপে উৎপন্ন হয়েন। ইহা দেখিয়া রাণীরা তাঁহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দেন। ঘটনা ক্রমে অষ্টাবক্র মুনি সেই শ্মশান ঘাটে স্নান করিতে আগমন করেন। তাঁহার শরীরের অষ্ট অঙ্গই বেঁকা, কাজেই শিশুর বক্র অঙ্গ দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ হইল—তিনি শাপ দিলেন—'যদি বিদ্রূপ করিতে থাক ঐ প্রকারই থাকিবে, নতুবা আমার

বরে দিব্য পুরুষ হইবে।" বলিবামাত্র শিশু দিব্য কলেবর ধারণ করিল। তিনি তাহাকে রাজবাটীতে দিয়া আইসেন। এই ঘটনা হইতে উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি অনুমিত হয়।

শিংভেঙ্গে বাছুরের পালে ঢোকা। বয়স্থ হইয়া বালকের ন্যায় ব্যবহার করা। (রামনা-ন, না)

শিখ্‌লি কোথা। না দেখ্‌লুম যেথা॥ লোকে দেখিয়াই শিক্ষা করে। আগ্‌নেমলা...দেখ।

শিব গড়িতে বাঁদর। ইচ্ছা ভাল করা, কিন্তু গ্রহবশাৎ মন্দ হওয়া।

শুখ্‌নো গায়ে আকন্দের আটা। নিজের কষ্ট নিজে আনা।

শুধু কানাই নয়রে, দাদা কানাই বলাই। আশঙ্কার উপর আশঙ্কা (?) (দৈনিক)

[illegible]

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। দুষ্ট জনই দুষ্ট লোকের বন্ধু।

শূদ্র, গঁবার, ঢোল, পশু, নারী। ইহ্নী তাড়নাকী অধিকারী॥ শূদ্র, গেঁয়ে লোক (অতএব নির্বোধ), ঢোল, পশু, নারী ইহাদের তাড়না করিলেই বশে থাকে। ঢোলপক্ষে আঘাত।

শুন্‌লে সাড়া। ত নিলে পাড়া॥ হুজুগে ব্যক্তি, একটা সামান্য কথা পাইলেই, পাড়ায় রাষ্ট করিয়া থাকে।

শ্যালকুকুরের হেঁহেজ। অত্যন্ত দুরবস্থা; অত্যন্ত অনাদৃত।

শ্বশুর বাড়ি মথুরা পুরি। অধিক দিন থাকিলে যান গড়া গড়ি॥ এই দুই স্থানে, অধিক দিন থাকিলে আদর থাকে না।

শোলমাছের পলায়ন। পোষিত আশার ভঙ্গ হওয়া।

ষ

ষাঁড়ের গোবর। অকর্ম্মণ্য পুরুষ। যাহার 'চার কড়ার যুগ্যতা' নাই।

ষাঁড়ের শত্রুর বাঘে মেরেছে। নিজের অসৎ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য, সমানধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পরস্পর বিগাড় করিয়া দেওয়া।

কোন বনে, তিনটী ষাঁড় পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখিয়া, বিচরণ করিত। ইহা দেখিয়া একটী ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র তাহাদিগের বধের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা একাকী পাইয়া একটী বলদকে বলিল 'অপর দুটী তোকে গালাগালি দেয় তাহাদের সহিত আর বেড়াস্ না।' এই প্রকার অপর দুই বলদকে ও কানভাঙ্গানি দিয়া, পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক করিল, এবং সুবিধা পাইয়া সকলের প্রাণ সংহার করিল। অপরিনামদর্শী ও অবিবেচক ব্যক্তিকে সকলেই প্রবঞ্চনা করিতে পারে।

ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়। উলুখড়ের প্রাণ যায়॥ রাজাদিগের পরস্পর যুদ্ধে নিরীহ কৃষকের সমূহ হানি হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে অকালে অনেকেরই মৃত্যু হয়।

ষোল কড়াই কানা। সর্ব্বৈব মিথ্যা।

স

সকাল বিকেল নিকুলে যায়। তা'র কড়িকি বৈদ্যে খায়॥ কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, কোন ব্যাধিরই সম্ভাবনা নাই।

সখিরে সখি। আপনার মান আপনি রাখি।

কাটা কান চুল দে ঢাকা। আপনার মান বাঁচাইয়া বুদ্ধিমান কাজ করে।

সঙ্গ দোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গ গুণে। সঙ্গ অনুযায়িক লোকের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়।

সজ্‌নে শাগ্‌বলে আমি সব শাগের হেলা।
লোকে আমায় মনে করে টানাটানির বেলা॥ দুঃখের সময়ই লোকে, বিনামূল্যে সজিনা শাগ খাইয়া থাকে, তাই তাহার এত আক্ষেপ॥

সতীত্ব সোনার নিধি বিধি দত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥ (নীলদর্পন)

সত্যের দ্বারে আগড় নাই: সত্য বলিলে কোন ভয় থাকে না। (দীন-নত)

সংমার আদর পান্তাভাতে ঘী।
মাথামুড়িয়ে এসো বাছা ঘোল ঢেলেদি॥ বিমাতার ক্রুরতা।

সংসঙ্গে স্বর্গবাস। ভাল লোকের সংসর্গে সুঅভ্যাস ও সুখের বৃদ্ধি হয়।

সব কাজ শিখিয়ে ছিল মায়ে।
পিঁড়ে ভেঙ্গে গেল বায়ুর ঘায়ে॥ যে কথার অবাধ্য, সুতরাং কাজ কর্ম্ম শিখিতে অনিচ্ছুক।

সব করলে জোশী। বাকী ভীম একাদশী॥ যে, যেকাজ করিতে অশক্ত, তাহার পক্ষে তাহা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

সব হাটের হেটো। যে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বস্থানের সংবাদ রাখে।

সবুরে মেওয়া ফলে। বিলম্বে কার্য্য ভালই হইয়া থাকে।

সুবে ঘরের নিলমণি। অতি আদরের বস্তু।

সভাব যায় মলে। ইল্লত যায় ধুলে॥ নিজের প্রকৃতি কেহ ছাড়িতে পারে না। ইল্লত...দেখ।

সময় গুণে আপ্ত পর। গো গাধা ঘোড়ার দর॥ দুরবস্থার সময় সব বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়।

সয়ে থাক্‌লে রয়ে পায়। সবুরে...অর্থ দেখ।

সস্তার দুরবস্থা। সস্তা জিনিষে কোন পদার্থ থাকে না। 'সস্তার, তিনাবস্থা' অপি।

সর্ব্ব অঙ্গে আস্‌লা। গোদা পায়ে পাস্‌লা॥ রূপ না থাকিলে, ভূষণে শোভা হয় না।

সর্ব্ব ভক্ষি নারায়ণ। পেটুক।

সাগদিয়ে মাছ ঢাকা। দোষ করিয়া গুপ্ত করিবার চেষ্টা পাওয়া

সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং। বাড়াবাড়ি কোন বিষয়েরই ভাল নহে।

সাগের উপর কাঁটির বোঝা। অনেক গুরুভারের উপর, তৃণ মাত্র চাপাইলেই অসহ্য বোধ হয়। A feather will break a camel's back.

সাজ করিতে দোল জাঁকাল। সাজগোজ করিতে অন্যায় বিলম্ব করা।

সাজা, বাজা, কেশ। বাঙ্‌লা দেশে বেশ॥ সাজসজ্জা, বাদ্য এবং কেশবিন্যাস বাঙ্গালায় ভাল। 'সাজা' র স্থানে 'ছাজা' ও ব্যবহৃত হয়। ছাজা=ঘর ছাওয়া; বাঙ্গালায় খড়ের ঘর এপ্রকার পরিপাটী ও ঢালভাবে নির্ম্মিত হয়, যে তাহাতে বৃষ্টির জল একটু ও দাঁড়ায় না। 'ছাজা' থাকিলে বেশ শব্দের অর্থ—বেশ বিন্যাস করিতে হইবে।

সাঁজোবেলা ভাতার মর্‌লো, কাঁদ্‌বো চৌপ্রহর।

সাঝার মা গঙ্গা পায় না। অনেক সন্তানাদি থাকিলে, আড়া আড়িতে পিতা মাতার সেবার ক্রুটি হইয়া থাকে।

সাত গোলের গরু এক গোলায় ঢুকান। বিশৃঙ্খল কাণ্ড।

সাত নকলে আশল খাস্ত। অনেক বিষয় হইতে কিছু ২ সংগ্রহ করিলে, মূল বিষয়ের নাশ হয়।

সাত পাঁচ ভেবে কাজ করা। সন্দিগ্ধ হইয়া কাজ করা; স্থির সিদ্ধান্তে না উপস্থিত হওয়া।

সাত সমুদ্র তের নদী। অনেক দূরবর্ত্তী।

সাত ভেমুনির ঘর। বামন ছরাত রক্ষে কর॥ যেস্থানে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের প্রতিপত্তি, সেখানে সর্ব্বকার্য্যেই বিশৃঙ্খলা। ছরাত=শরীর।

সাধ হয় বোষ্টম হতে। প্রাণ যায় মুরছলদিতে॥ অক্ষম ব্যক্তির, পরিশ্রম সাপেক্ষ কার্য্যে হাত দেওয়া উচিত নহে।

সাধনেই সিদ্ধি। সাধলেই সিদ্ধি॥ অধ্যবসায় থাকিলে, কার্য্যে সিদ্ধি হইবেই।

সাধ হয় সেকেন্দর হতে। খোদা দেয় না মেঁগে খেতে॥ ধনী হইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু ভাগ্যে না থাকিলে, কোন চেষ্টাই ফলপ্রদ হয় না। "মনে করি করী করি, হয় হয় না।"

সাপ স্বপ্নে শোলেরপোনা। যেনা বলে সে সাধুজনা॥ অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' এই মুলমন্ত্রের উপাসকের উক্তি; কিন্তু বাঙ্গালায় এ প্রবাদ খাটে না, বাঙ্গালি মাছ প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না।

সাপের পাঁচ পা দেখা। অহঙ্কারে পূর্ণ হওয়া। (মনো-প্র-প)

সাপের মাথায় লাটীমার্‌তে শিবের মাথায় বাজে। অনিষ্ট সংশোধন করিতে গিয়া, গুরুতর অনিষ্ট করিয়া ফেলা।

সাপের হাঁচি বেদেচেনে। যে যে বিষয়ে প্রজ্ঞ, সেই সেবিষয়ের ভেদ ভালরূপে অবগত। (দৈনিক)

সারাদিন থাকবো নায়। খড়ম দিব কখন পায়॥ যে, কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত, নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারে না।

সিখয়ি বুদ্ধি উপরাজিময়। শিক্ষা করিয়া বুদ্ধি লাভ হয় না, কেননা বুদ্ধি সভাব জাত; মিথ্যা ও আন্তরিক স্নেহ ও জানিতে পারা যায়।

সিন্নি দিয়া এগোও। কোঁৎকা দেখে পেছোও।

সিংহকে কাঁখে সিয়ার পৈদাহোনাহৈ। সুজনের ধূর্ত্ত ও অসৎ চরিত্র পুত্রও হইয়া থাকে।

সুইকা ফাঁড়া বনানা। 'তিলকে তাল করা।' দেখ

সুই, সোহাগা, সুজন জন জুদাদেন মিলায়।

আরা, কুল্‌হাড়ি, কুটিলজন মিলাদেন জুদায়। সুচ (ছুঁচ), সোহাগা এবং সজ্জনেরা পৃথক বস্তু এক করিয়া দেন। করাত, বাশ এবং দুর্জ্জনেরা অভিন্ন দ্রব্য পৃথক করিয়া দেয়।

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। নিজের কষ্ট নিজে আনা।

সুখাকা মুহ কুত্তা চাটে। নিরীহ ব্যক্তির মুখ, কুকুরও লেহন করিয়া থাকে। নিরীহ ব্যক্তিকে কেহ গ্রাহ্য করে না।

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। বাচাল ব্যক্তির, সর্ব্ব কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। (ভারত-বি, মু) One who talks much talks in vain.

সেয়ান ঠকলে বাপ্‌ [illegible] না। চতুর ব্যক্তির গুণ।

সেই রামের [illegible] ব্যক্তির দুরবস্থা।

সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়॥

সেইত মল খসালি। তবে লোকটা কেন হাঁসালি॥ দুশ্চরিত্রাও নিলজ্জা স্ত্রীলোকের কথা। যে গৃহে দুশ্চরিত্রা হইয়া, পরে বেশ্যা হয়।

সেই কড়ি বয়। তবু বৌ সুন্দর নয়॥ ধনব্যয় করিয়াও, উত্তম দ্রব্য না পাওয়া।

সেনায় করে লড়াই। সেনাপতি করেন বড়াই॥ অধীনেরা সুকার্য্য করিলে, প্রভুরই সুখ্যাতি হইয়া থাকে। (রাজ-কির)

সোনা দানা দুধের বাটী। দুয়ো মেগের ওঁচ্লা মাটী॥ যাহার আদর নাই, তাহাকে সহস্র ভাল দ্রব্য দিলেও,তাহার মনে আনন্দ হয় না। পতির অনুরাগবিহীনা হইলে, সতী স্ত্রীর আর কিছু ভাল বোধ হয় না। (দীনব—ন,-ত)

সোনায় সোহাগা। সমানধর্ম্মীর পরস্পর মিলনে অত্যন্ত আনন্দ হয়।

স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষ ভাগ্যে সন্তান। স্ত্রী লক্ষ্মী বলিয়াই, একথা উক্ত হইয়াছে। পুরুষ পাপকর্ম্মান্বিত হইলে, সন্তান লাভ হয় না। ঈশ্বর ভীতব্যক্তিই,ধার্ম্মিক।

স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্‌। কামারের এক ঘা॥ নির্বলী যে কাজ এক মাসে করিতে সক্ষম; বলবান সেই কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

স্বপ্নের কথা সব মিথ্যা। শেজে মোতাই সত্য॥ স্বপ্ন কেহ বিশ্বাস করে না।

হ

হমকো রোয়ায়ী, পণ্ডিতকো পদায়ী, আখির বজবী কিহী।

অত্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া কাহার মনস্কামনা পূর্ণকরা।

"আমাকে ও কাঁদালে, পণ্ডিতকেও উত্তম জ্বালাতন করিলে শেষে সেই বাজিলেই।"

একজন ব্রাহ্মণ বিবাহ বাড়িতে পুরোহিত হইয়া, সপরিবারে গমনকরেন। সম্প্রদান হইবার পরে শঙ্খধ্বনি করিতে হয়; তাঁহার নিকট শঙ্খের ধ্বনি না হওয়ায়, তিনি রাগান্বিত হইয়া শঙ্খ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে হঠাৎ ব্রাহ্মণীর শরীরে আঘাত লাগিল; তিনি যাতনা বশতঃ কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার শঙ্খ তুলিয়া শব্দ করিবার চেষ্টা করিলেন; এবার শঙ্খ বাজিল। পর দিবস কুশণ্ডিকায় হোম হয়। ব্রাহ্মণী হোমের ঘৃত অপহরণ করিবার জন্য একটী ভাণ্ড সঙ্গে লইলেন। হোমের সময় অধিক ঘৃত দেখিয়া, তিনি ব্রাহ্মণকে গান করিয়া সুধাইলেন—"**হ ঘী কাহে মা অমাই মুড়কিয়া ছোট**" অর্থাৎ এত ঘী কিসে ধরিবে, এ ভাঁড়টি যে বড় ছোট। পণ্ডিত রাগান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন—"**জীন অমাই তীন অমাহ তোর বাপ্‌কা কা লাগে স্বাহা**" অর্থাৎ যাই ধরুক ইহাতে তোর বাপের কি স্বাহা। এই প্রকার হাস্যোদ্দীপক বৈবাহিক গান ও উত্তর চলিতে লাগিল।

হরপুজে বর মিল্‌লো ভাল।

এতদিন পরে বুঝি তপস্বিনী হতে হল॥ হিতেবিপরীত হওয়া।

(দীন-ন,ত)

হরিঘোষের গোয়াল। যে কার্য্য করিতে অনেক লোক একত্রিত হয়, তাহা প্রায় পণ্ডই হয়। বিশৃঙ্খল কার্য্য

হরেদরে হাঁটু জল। লাভাংশের অভাব।

হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। অন্যায় প্রভুত্ব করিয়া অত্যাচার করা।

হ'ল পুত সে গড়াগড়ি যায়। হ'বে পুত তার অন্নপ্রাশন॥ বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যতের চিন্তা করা, বুদ্ধিমানের কাজনয়

হলুদ জব্দ শিলে। বৌ জব্দ কিলে।

পাড়াগড়শী জব্দ হয়, চোখে আঙ্গুল দিলে॥ দুশ্চরিত্র প্রতিবাসীদিগকে, 'পর স্ত্রী দর্শন মহাপাপ সুতরাং তাহা অনুচিত' এই প্রকার উপদেশদিয়া বুঝাইয়া না দিলে, তাহাদের কুঅভ্যাস দুর হয় না। 'চোখালো মুখালো' বধুকে তাড়না করিলে, তাহার কুঅভ্যাসক্রমে দুর হইতে পারে।

হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা। যে না মানে সে গাধা॥ 'খনা'র বচন। টিক্‌টিকি=কোন বিষয় করিতে পুনঃ পুনঃ নিবারণ; জ্যেঠীর পতন। বাধা=ব্যাঘাত।

হাটেকলা নৈবিদ্যায় নমঃ। অযত্ন পূর্ব্বক কোন কাজ করা।

হাটে কান কাটে, ঘরে চুপ্‌চুপ। দোষ চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইলে, তাহা গুপ্ত করা বিড়ম্বনা।

হাটে গেছ্‌লো যায়ের মা। দেখে এল বাঘের পা।

মরিবাপুই বাঘ দেখিছি॥ শ্রুত কথা অলঙ্কার দিয়া বলা।

হাটের নেড়া হুজুক চায়। হুজুক পেলে দৌড়ে যায়॥ অবিবেচক ব্যক্তি, সত্য মিথ্যা কোনপ্রকার সংবাদ শ্রুত হইলেই, তাহা প্রচার করে। (বঙ্গবাসী)

হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গা। রহস্য প্রকাশ করা।

হাড় খাই, মাশ খাই। পাঁজ্‌রার ভিতর বাসা বানাই॥ বড় জ্বালাতন করা। (উভয়—সং-প্র)

হাড়ে কেটে মাশে বাধে। ভোঁতা; ধার রহিত।

হাড়ে নাড়ে জ্বালান। অত্যন্ত বিরক্ত করা (ৈদ)

হাত আলিস্যিতে গোঁপ নষ্ট। নিজে কোন বিষয়ের মন্দ পরিণাম করা। আলিস্যি=আলস্য।

হাতকরা=বশে আনয়ন; প্রলোভন দেখাইয়া মন আকৃষ্ট করা; আত্মসাৎ করা। (রাজ—হির) [হয়।

হাতীও হাবড়ে পড়ে। বলিষ্ঠ ব্যক্তিকেও দুঃসময়ে কষ্ট সহিতে

হাতী হাবড়ে পড়িলে, পিঁপড়েও লাথী মারে। বলীর দুঃসময়ে নির্বলীও পরাক্রম প্রকাশ করে।

হাতেপাঁজি মঙ্গলবার। কোন বিষয় মিমাংশা করিবার উপায় থাকিলে, বৃথা তর্ক বিতর্ক অনুচিত।

হাতে মাথা কাটা। অত্যন্ত অত্যাচার করা।

হাতের কঙ্কণ দর্পন দিয়া দেখ্‌তে হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয় প্রকাশ করিতে, অন্য প্রমাণের আবশ্যক করে না।

হাতের লোহা বজায় থাকা। স্ত্রীলোকের সধবা হইয়া থাকা।

হাতে কড়ি পায়ে বল। তবে যাই নীলাচল। সম্বল ও উদ্যম থাকিলেই, মহৎকার্য্য সম্পন্ন হয়। জগন্নাথ দর্শন করিতে হইলে, টাকার যোগাড়ও বলিষ্ঠ হওয়া চাই।

হাথী পরহৌদা ঘোঁড়ে পর জিন।
কালী মুরগী পর ডঙ্কা বজাবৈ দেবীদীন॥ হাথীর উপর বসিবার আসন থাকিতে, ঘোড়ার উপর জিন থাকিতে, দেবীদীন কাল কুঁকড়ার উপর বসিয়া জয় ঢাক বাজাইতেছে।

হাল ছেড়ে বসে থাকা। নিরুৎসাহী হওয়া। [পটু।

হালে পারে না, তেড়ে গুতোয়। অকর্ম্মণ্যব্যক্তি অনিষ্ট করিতেই

হাঁসের ডিম বাঁচাতে গিয়া গলায় ছাগল পড়া। অল্প বিষয় রক্ষা

করিতে গিয়া, অনেক ক্ষতি ভোগ করা। একটা দোষের সংস্কার করিতে গিয়া, অধিক অনিষ্ট করিয়া ফেলা।

হিংসা সব কর্‌তে পারে। হিংসা বেটা বিয়োতে নারে॥ হিংসা মনুষ্যের সকল কার্য্যগুলিকে ক্ষমতায় পরাজয় করে।

হুজ্জতে বঙ্গালা। হিক্‌মতে চীন॥ বাঙ্গালার অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় লোক কুতার্কিক এবং চীনবাসী শিল্পবিদ্যায় পটু। এ প্রবাদটী খাঁটী ফারসী; অনুমান হয় নবাবী সময়ে, বাঙ্গালির আচরণ দৃষ্টে ইহা প্রচলিত হয়। বাঙ্গালীর এ অপবাদ দূর হইবার নয়।

হুমুরের ঘর ডুমুরে ছায়। তিন জনেতে মটকায় যায়॥ আত্মশ্লাঘী ব্যক্তি, নিজের অল্প বিষয়েরও অধিক করিয়া প্রচার করে। ‘চাল ছাওয়ান’ হইল একজনের দ্বারা, কিন্তু প্রচার করিল শুদ্ধ মটকাই ছাইতে তিন জনের আবশ্যক হইয়া ছিল।

হুঁ হুঁ জ্বরা। কুঁড়ে পাথরা॥ যার কম্প দিয়া জ্বর আইসে, সে জ্বর ছাড়িলে অনেক ভোজন করে।

হেগোরুগী মুখে টনুক। মুখে টনুক=ভোজন করিতে পটু; নির্ব্বলী মুখেই বেশী দাপট করে (২)

হেলে ধর্ত্তে পারেনা কেউটে ধোর্‌তে যায়। যে অল্প আয়াস সাধ্য কার্য্য করিতে অশক্ত, তাহার পক্ষে বহু আয়াস সাধ্য কার্য্য করিতে যাওয়া অনুচিত।

হেঁসে হেঁসে কথা কয়। সেবুঝি পেয়াদা নয়॥ কপটী ব্যক্তি, মায়াজাল প্রকাশ করিয়া, স্বকার্য্য উদ্ধার করে। পেয়াদাকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ভয় করে।

হ্যাপায় পড়ে স্রোতে ভাসা। পরের ভরসায় পড়িয়া, নিজের প্রাণ সশঙ্কিত করা। (বালক)

ধর্ম্মাত্মনঃ তনূজেন সতঃ পাদস্থ ভূপতেঃ।
প্রবাদ সংগ্রহঃ এষঃ শিবে কানাইনা কৃতঃ॥

পরিশিষ্ট।

আকাশে ফেলিলে ছেপ্ নিজের গায়ে পড়ে। অন্যায় কাজ করিলে, কষ্টও সহিতে হইবে।

আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জ সদা ভবেৎ।

উলোর মেয়ের কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥

কন্তে যাছি। যেখানে থাকো সেইখানেই আছি। স্ত্রীলোকের লজ্জা শীলতাও নিশ্চঞ্চলতাই প্রার্থনীয়।

ঘটি ভাঙ্গলে কাঁসারি পায়। ঝি রাঁড় হলে বাপের বাড়ি যায়॥ আশ্রয়ের স্থানই লোকে অন্বেষণ করে। রাঁড়=বিধবা।

নেড়া একবার বেলতলায় যায়। প্রবঞ্চিত ব্যক্তি কাহাকেও বিশ্বাস করে না।

রাঁড় ঘাঁটাইয়া চড় খাওয়া। অসৎব্যক্তিকে বিরক্ত করিলে, কষ্টভোগ করিতে হয়। রাঁর=বেশ্যা, বারবধূ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৪	শসাঙ্কিত	সশঙ্কিত
১০	১৬	পাইল আকাশ বাণীতে হাতে আকাশ	আকাশ বাণীতে হাতে পাইল আকাশ
৩০	১৭	গাঁড়	গাব

অন্য ভ্রম গুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং